চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
# জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৬ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister
Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 3 June, 2020 ■ আগরতলা, ৩ জুন, ২০২০ ইং ■ ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

## সংক্রমণ থেমে নেই রাজ্যে, আরও ৪৮ জনের দেহে করোনার সন্ধান

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন।।** ত্রিপুরায় করোনা সংক্রমণ বেড়েই চলেছে। নতুন করে আরও ৪৮ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। সবমিলিয়ে ত্রিপুরায় বর্তমানে ৪৭১ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন।

মঙ্গলবার দুপুরে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমারদেব টুইট করে বলেন, ৩৮০টি নমুনা পরীক্ষায় ২৩ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তাঁদের মধ্যে ২০ জনের বহিঃরাজ্য সফরের তথ্য রয়েছে। বাকি তিনজন ইতিপূর্বে করোনা সংক্রমিতের সংস্পর্শে এসে আক্রান্ত হয়েছেন।

রাতেই, পুনরায় ট্যুইট করে তিনি জানান, ৫৮১টি নমুনা পরীক্ষায় আরও ২৫ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। তাদের মধ্যে ২৩ জনের বহিঃরাজ্যে সফরের তথ্য রয়েছে। বাকি দুইজন ইতিপূর্বে করোনা আক্রান্তের সংস্পর্শে এসে সংক্রমিত হয়েছেন।

স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, আজ করোনা আক্রান্তের তালিকায় ধলাই জেলায় ১৯ জন, দক্ষিণ জেলায় ১৭ জন, গোমতী জেলায় ৯ জন এবং পশ্চিম, ঊনকোটি ও উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ১ জন করে রাজ্যের নাগরিক রয়েছেন। তাদের মধ্যে অধিকাংশদেরই ভগৎ সিং যুব আবাসে আনা হয়েছে। এদিকে, তাদের সংস্পর্শে যারা ছিলেন তাদের দ্রুত চিহ্নিত করা হচ্ছে।

বর্তমানে ত্রিপুরায় ৪৭১ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ১৭৩ জন সুস্থ হয়েছেন এবং ৩ জন ত্রিপুরার বাইরে রয়েছেন। গতকাল ত্রিপুরায় একদিনে রেকর্ড সংক্রমিতের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। গতকাল ১০৭ জন করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে।

এদিকে, গতকাল করোনা সংক্রমিত ১০৭ জনের মধ্যে অধিকাংশই চেন্নাই, মুম্বাই, কলকাতা, দিল্লী, ব্যাঙ্গালুরু, হায়দ্রাবাদ, গুরগাঁও, ত্রিবান্দ্রম এবং আসাম থেকে ফিরেছেন। গতকালের তালিকায় পশ্চিম জেলায় করোনা সংক্রমিত দুইজন বিমানে কলকাতা থেকে এবং একজন চেন্নাই থেকে ট্রেনে ফিরেছেন। তেমনি, সিপাহীজলা জেলায় চেন্নাই থেকে ৩১ জন, মুম্বাই থেকে দশজন, দিল্লী থেকে তিনজন, ব্যাঙ্গালুরু থেকে দুইজন এবং বিমানে কলকাতা থেকে একজন ফিরেছেন। দুইজনের বহিঃ রাজ্যে সফরের কোন তথ্য নেই। বাকি দুইজনকে চিহ্নিত করা যায়নি। তারা কিভাবে রাজ্যে এসেছেন। একইভাবে খোয়াই জেলায় একজন হায়দ্রাবাদ থেকে এবং একজন বিমানে কলকাতা থেকে সংক্রমিত হয়ে ফিরেছেন। গোমতী জেলায় চেন্নাই ও গুরগাঁও থেকে একজন করে, কলকাতা থেকে বিমানে একজন ফিরেছেন। বহিঃরাজ্যে সফরের তথ্য নেই এমন দুইজন রয়েছেন। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় চেন্নাই থেকে চারজন এবং একজন কলকাতা থেকে বিমানে সংক্রমিত হয়ে ফিরেছেন। একইভাবে ঊনকোটি জেলায় চেন্নাই থেকে ২৬ জন, ব্যাঙ্গালুরু থেকে পাঁচজন, গুরগাঁও থেকে সাতজন, হায়দ্রাবাদ ও ত্রিবান্দ্রম থেকে একজন করে এবং আসাম থেকে একজন ট্রাক চালক সংক্রমিত হয়ে এসেছেন। চিন্তার বিষয় বিমানে চারজন ফিরেছেন।

## অর্থনীতিকে পুনরায় শক্তিশালী করাই এখন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ঃ প্রধানমন্ত্রী

**নয়াদিল্লি, ২ জুন (হি.স.)।।** করোনাভাইরাসের-সঙ্কট কাটিয়ে ভারতীয় অর্থনীতিকে পুনরায় শক্তিশালী করাই এই মুহূর্তে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার নরেন্দ্র মোদী সরকারের। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজে এ কথা জানিয়ে বলেছেন, এজন্য তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তও নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠার পর, কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি (সিআইআই)-র ১২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে মঙ্গলবার বার্ষিক সেশনে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

সিআইআই-এর প্রেসিডেন্ট বিক্রম শ্রীকান্ত কিরলোস্কারের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিং মারফত কথা বলার সময় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, করোনাভাইরাস মহামারির এই কঠিন সময়ে, মানবতার স্বার্থে ১৫০টিরও বেশি দেশে মেডিক্যাল সরবরাহ করেছে ভারত। এই মুহূর্তে বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য অংশীদারকে খুঁজছে বিশ্ব। আমাদের সম্ভাবনা, শক্তি ও সামর্থ্য রয়েছে। সমগ্র বিশ্বে যে বিশ্বাস গড়ে উঠেছে সে জন্য সমস্ত শিল্পকে উপকৃত হতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, এখন আমাদের রোবাস্ট লোকাল সাপ্লাই চেইন তৈরিতে বিনিয়োগ করতে হবে, যা গ্লোবাল সাপ্লাই চেইনে ভারতের অংশীদারকে শক্তিশালী করবে। এই অভিযানে, কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রির মতো একটি বড় প্রতিষ্ঠানকে করোনা-পরবর্তী সময়ে নতুন ভূমিকাতে এগিয়ে আসতে হবে।....দেশের এখন "মেড ফর দ্য ওয়ার্ল" প্রোডাক্ট তৈরি করা দরকার যা "মেড ইন ইন্ডিয়া" হবে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, অভিপ্রায়, অন্তর্ভুক্তি, বিনিয়োগ, ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং উদ্ভাবন-এই পাঁচটি বিষয় ভারতের অগ্রগতি ও বিকাশে গতি বাড়ানোর জন্য অতিব গুরুত্বপূর্ণ এবং এটিকে "আত্মনির্ভর" করতে হবে।

আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মোদী বলেছেন, খনি, জ্বালানি, গবেষণা অথবা প্রযুক্তি-যে ক্ষেত্রই হোক না কেন, সরকার এই মুহূর্তে যে দিশা নিয়ে এগোচ্ছে, তাতে দেশের যুবকদের জন্য প্রচুর সুযোগ থাকবে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, অর্থনীতিকে পুনরায় শক্তিশালী করাই আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। এজন্য সরকার তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দেশকে দীর্ঘমেয়াদে সহায়তা করবে, এমন সিদ্ধান্তও নিয়েছি আমরা। আমি নিশ্চিত, আমরা অবশ্যই বিকাশ ও বৃদ্ধি ফিরিয়ে আনব।

## করোনা ঃ বেকার বাড়বে রাজ্যে, দিশার সন্ধানে আছে সরকার, জানালেন উপমুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন।।** করোনা-র প্রকোপে বহিঃরাজ্য থেকে প্রচুর মানুষ ত্রিপুরায় ফিরছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই চাকরি গৃহরাজ্যে চলে আসছেন। ফলে ত্রিপুরায় তাঁদের বেকারত্ব কীভাবে ঘুচবে, সেই দিশায় ইতিমধ্যে ত্রিপুরা সরকার তথ্য সংগ্রহ শুরু করে দিয়েছে।

ত্রিপুরার অর্থ দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা দাবি করেন, করোনা মোকাবিলার সাথে ত্রিপুরায় ফেরতদের কর্মসংস্থানও কঠিন চ্যালেঞ্জ। তবে ত্রিপুরা সরকার তাঁদের স্বনির্ভরতার প্রশ্নে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে। করোনা-র প্রকোপে সারা দেশেই মানুষ কাজকর্ম ছেড়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন। কোথাও কর্মচ্যুতি ঘটছে। কোথাও চাকরি ছেড়ে মানুষ বাড়ি চলে যাচ্ছেন। তাঁরা পুনরায় চাকরি পাবেন কিনা সেই অনিশ্চয়তা রয়েই যাচ্ছে। ত্রিপুরা থেকেও প্রচুর শ্রমিক বাড়ি ফিরে গেছেন। তেমনি, দিল্লি, মুম্বাই, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু থেকে প্রচুর মানুষ বাড়ি ফিরে আসছেন। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ট্রেনে ১৫,৮৮২ জন এবং সড়কপথে ৭৬৩৩ জন ত্রিপুরায় ফিরেছেন। আরও অনেকেই ফেরার অপেক্ষায় রয়েছেন।

উপ-মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা বলেন, করোনা-কে কঠোরভাবে মোকাবিলার সাথে মানুষের জন্য মানবিক দিক দিয়েও বিবেচনা করতে হবে। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় বহিঃরাজ্য থেকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## আত্মঘাতী করোনা আক্রান্ত মহিলার মৃতদেহ সংকারে বাধা, অবশেষে ঠাঁই মর্গে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন।।** করোনা অমানবিকতার এক লজ্জাজনক অধ্যায়ের রচনা করল। ফাঁসিতে আত্মঘাতী করোনা আক্রান্ত পঞ্চাশোর্ধ মহিলার মরদেহ শেষকৃত্যের জন্য দরজায় দরজায় ঘুরেও গভীর রাতে ঠাঁই পেল মর্গে। সম্ভবত, আগামীকাল ফের ওই মরদেহ নিয়ে টানাহ্যাচরা চলবে। কারণ, আজ প্রথমে রামনগর এবং তারপর মতিনগরে শেষকৃত্যের জন্য নিয়ে যাওয়া হলেও বাধাপ্রাপ্ত হয়ে প্রশাসন ওই মরদেহ জিবি হাসপাতালের মর্গে ফিরিয়ে এনেছে। করোনা আতঙ্কে মরদেহের কবর দেওয়া সম্ভব হল না।

স্থানীয়দের চরম আপত্তিতে মরদেহ সংকার করা গেল না। অবশ্য, তাতে রাজ্য সরকারেরও গাফিলতি রয়েছে তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। কারণ, করোনা আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হলে শেষকৃত্যের জন্য নির্দিষ্ট স্থান চিহ্নিত করেনি রাজ্য প্রশাসন। ফলে, আজ করোনা আক্রান্ত আত্মঘাতী মহিলার মরদেহ নিয়ে প্রশাসনকে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছে। একই সাথে মৃতের পরিবারও চরম বিড়ম্বনায় পড়েছেন। কিন্তু, মৃতদেহ সংকার নিয়ে মানুষের অমানবিক চরিত্র নোংরা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

জিবি হাসপাতালে ফ্লু ক্লিনিকে ভরতি জনৈকা মহিলা আজ ভোরে আত্মহত্যা করেছেন। শৌচালয়ে গলায় ফাঁস ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে বিচারাধীন কয়েদি করোনা সংক্রমিত, দৌড়ঝাঁপ প্রশাসনের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন।।** ত্রিপুরার কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে বিচারাধীন এক কয়েদির শরীরে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তাকে কোভিড কেয়ার সেন্টারে আনা হয়েছে। তবে তার সংস্পর্শে যারা ছিলেন তাদের চিহ্নিত করা হয়েছে।

সিপাহিজলা জেলার মধুপুর থানাধীন মিয়াঁপাড়া এলাকায় এক নেশাকারবারিকে গত ২৬ মে পুলিশ গ্রেফতার করেছিল। মধুপুর থানায় তাকে দু-দিন রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ। তাকে দুই দফায় আদালতে সোপর্দও করা হয়েছে। আদালত থেকে তাকে ৩০ মে জেল হেফাজতে পাঠানো হয়েছিল। ফলে তার সংস্পর্শে অনেকেই ছিলেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

ইতিমধ্যে মধুপুর থানার ১০ জন পুলিশ কর্মীকে বাড়িতে একান্তবাসে পাঠানো হয়েছে। তাছাড়া, বিশালগড় আদালতের আইনজীবী এবং অন্যদেরও চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়েছে। স্বাস্থ্য দফতর থেকে একটি টিম ইতিমধ্যে আদালতে পৌঁছে থার্মাল স্ক্রিনিং ও নমুনা সংগ্রহের কাজ শুরু করেছে। স্বাস্থ্য দফতরের জনৈক আধিকারিক জানিয়েছেন, করোনা আক্রান্তের সাথে সরাসরি যোগাযোগ থাকলে নমুনা সংগ্রহ করা হবে।

বিশালগড় কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের আধিকারিকের কথায়, ওই কয়েদি নেতাজি ব্লকে ছিলেন। সেখানে অন্য কয়েদিদের তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। কিন্তু এখন প্রশ্ন উঠেছে, ওই ব্যক্তি কীভাবে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন




করোনা মহামারী সারা বিশ্বে বড় পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। এর প্রভাব পড়েছে আপনাদের জীবন-জীবিকার ওপর। তাই, আপনাদের সুবিধার্থে এমজিএনআরইজি-এর আওতায় ১ লক্ষ ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

- এমজিএনআরইজি-এর আওতায় দৈনিক মজুরি জাতীয় স্তরে ১৮২ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০২ টাকা করা হয়েছে।
- আবেদনকারীরা কাজের জন্য nrega.nic.in/netnrege/HomeGP.aspx মারফৎ নাম নথিভুক্ত করতে পারেন বা স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতে যোগাযোগ করতে পারেন।

শ্রমিক ভাই ও বোনেরা আপনারা কি জানেন ?

- রেশন কার্ড ছাড়াই যে কোনও দুর্গত মানুষের প্রতি মাসে ৫ কেজি গম / চাল এবং পরিবার প্রতি ১ কেজি ডালশস্য ছাড়াও দু'মাসের খাদ্যশস্য পাবার অধিকার রয়েছে।
- শহর এলাকায় বাড়ির ভাড়া মেটাতে পারেন না বলে শ্রমিকরা গ্রামে ফিরে যেতে বাধ্য হন। কিন্তু এখন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার (শহরাঞ্চল) - আওতায় সুলভে বাড়ি ভাড়া সংক্রান্ত একটি কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে।

তাই, আপনারা আসুন এবং বিশেষ এই কর্মসূচির সুবিধা গ্রহণ করুণ।
মনে রাখবেন, জটিল এই সময়ে আপনি একা নন।

"আজ সমগ্র বিশ্ব যে সমস্যার সম্মুখীন, তা আমাদেরকে এগিয়ে যাওয়ার যে শিক্ষা দেয়, তা হল - আত্মনির্ভর ভারত গঠন"
- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী




বিস্তারিত বিবরণের জন্য - transformingindia.mygov.in/aatmanirbharbharat দেখুন।

davp 22112/13/0009/2021

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ২৩০ ▫ ৩ জুন ২০২০ ইং ▫ ২০ জ্যৈষ্ঠ ▫ বুধবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

## করোনা ভয়ংকর পথে

বিএসএফ একটি সুশৃঙ্খল নিরাপত্তা বাহিনী। এই বাহিনীর বিরুদ্ধে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব গুরুতর অভিযোগ আনিয়াছেন। সোমবার সকালে আগরলায় সরকারী আবাসে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী জানাইয়াছেন, কেন্দ্রীয় বিশেষজ্ঞ দল ত্রিপুরায় করোনার উৎস সন্ধানে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছে। তাঁহারা রিপোর্ট কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে পাঠাইয়াছেন। বিশেষজ্ঞ দলের পর্য্যবেক্ষণ অনুযায়ী বিএসএফ জওয়ানরা পারস্পরিক দূরত্বের নিয়ম মানেন নাই। এমনকি একান্তবাসে থাকার নিয়মও যথাযথ পালন করেন নাই। বিএসএফ জওয়ানদের বহিঃরাজ্য সফরের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। অধিকাংশই ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ মাসে ছুটি কাটাইয়া ফিরিয়াছেন। একান্তবাসে রাখা হইলে করোনা সংক্রমণ বিএসএফ জওয়ানদের মধ্যে এত বেশী মাত্রায় ছড়াইয়া পড়িবার সুযোগ হইত না। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, বহিঃরাজ্যে ফেরৎ সকল বিএসএফ জওয়ানদের ১৪ দিন বাধ্যতামূলক একান্তবাসে রাখিয়া প্রত্যেকের নমুনা পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হইলে নিশ্চিতভাবে সংক্রমণ ধরা পড়া যাইত। কিন্তু, সেই পদক্ষেপ না নেওয়ায় বিএসএফ জওয়ানরা তাহাদের পরিবার সহ আক্রান্ত হইয়াছেন। গাফিলতির দায়ে বিএসএফ এর ১৩৮ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের কমান্ডেন্টকে বদলী করা হইয়াছে।

ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দিনে দিনেই বাড়িয়া চলিছে। রাজ্যে করোনা প্রতিদিন রেকর্ড ভাঙ্গিয়া চলিয়াছে। সোমবার একদিনে ১০৭ জন করোনা সংক্রমিতের সন্ধান মিলিয়াছে। ইহাতে স্পষ্ট রাজ্যে করোনা সংক্রমণ আবারও মাথাচাড়া দিয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব গোষ্ঠি সংক্রমণের তত্ব উড়াইয়া দিয়াছে। সোমবার মধ্যরাতে মুখ্যমন্ত্রী ট্যুইট করিয়া জানাইয়াছেন এযাবৎকালের মধ্যে করোনা সংক্রমণের সবচাইতে ভয়ংকর চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন। মাত্র ৫৭৮টি নমুনা পরীক্ষায় ১০২ জনের কোভিড ১৯ রিপোর্ট পজিটিভ আসিয়াছে।

রাজ্যে করোনা সংক্রমণের ঘটনা বৃদ্ধিতে খুব স্বাভাবিক ভাবেই রাজ্যে গভীর উদ্বেগ ও আতংক দেখা দিয়াছে। উত্তরপূর্বাঞ্চলের প্রত্যন্ত রাজ্য ত্রিপুরায় করোনার বিস্তৃতি শুরু হইয়াছে সুশৃঙ্খল বাহিনীর জওয়ানদের মধ্য হইতে। প্রথম দিকে ত্রিপুরায় করোনা ঝটকা ছিল না। কিন্তু গাফিলতির কারণে বিএসএফ জওয়ানদের মধ্যে তাহা ব্যাপক হারে বিস্তৃতি পায়। ইহা বাস্তব যে, বাহিনীর মধ্যে করোনা প্রতিরোধ নিয়ম নীতি না মানিবার খেসারত খুব বেশী দিতে হইয়াছে। একটি সুশৃঙ্খল বাহিনী, যাহারা দেশ রক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করিয়া চলিয়াছেন সেই বাহিনীর জওয়ানরা এমন দায়িত্বহীনতার ছাপ রাখিয়া দিল কিভাবে? আসলে, আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীগুলিকে অত্যাধুনিক সমস্যার সঙ্গে পরিচিত করানো হয় নাই। আজ বিএসএফ এর গাফিলতিতে রাজ্যবাসী যে মাশুল দিনে দিনে গুনিয়াছে তাহারই কি নতুন পুণরাবৃত্তি হইতে চলিয়াছে। রাজ্যে বিমান চলাচল শুরু হইয়াছে সেখানে কতখানি নিয়ম নির্দেশিকা মানিবার কথা তাহা কতখানি রক্ষিত হইতেছে তাহাই বড় কথা। বিমান আর রেল তো অনন্তকাল চলাচল বন্ধ রাখা যায় না। ত্রিপুরায় একের পর এক বিমান আসা এবং একের পর এক রেল বোঝাই যাত্রীর রাজ্যে অবতরণ এবং ঘটনাচক্রে যাত্রীদের মধ্যে করোনা হয়। এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল আগামী দিন ত্রিপুরার জন্য আরও ভয়ংকর। যেভাবে নতুন নতুন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা মিলিতেছে ততদিন রাজ্যে স্বাভাবিক অবস্থার কোনও নিরসন হইতে পারে না। বেসরকারী স্কুলগুলি এখনই স্কুল খুলিবার প্রসঙ্গ আসিতে পারে। সর্বগ্রাসী এই করোনা ত্রিপুরাকেই শুধু নয়, গোটা দেশকে এক সর্বনাশের পথে নিয়া চলিতেছে। সামনের পথ আরও কঠিন, দুর্যোগ আসন্ন।

## অটো এবং অ্যাপ ক্যাবে নেওয়া যাবে সমসংখ্যক আসনের যাত্রী, চিন্তা সংক্রমণ নিয়ে

কলকাতা, ২ জুন ( হি স): বাসের পর এবার অটো এবং অ্যাপ ক্যাবে সমসংখ্যক আসনের যাত্রী নেওয়ার অনুমতি দিল পরিবহন দফতর। এদিন বাস মালিকদের সংগঠন স্মারক লিপি জমা দেন পরিবহন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কে। এরপরেই বৈঠকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান তিনি। সরকারি বাস, অটো, লঞ্চ চালু হয়ে গেলেও এখনও রাজ্যে চাকা গড়ায়নি বেসরকারি বাসের। এমনকি চালু হয়ে গিয়েছে দেশ জুড়ে ২০০টি এক্সপ্রেস ট্রেনের পরিষেবাও। এখনও কার্যত বেসরকারি বাস মালিকেদের দাবি, খরচাপাতি অনেক বেড়ে গিয়েছে তাই ভাড়া না বাড়ালে তাঁরা রাস্তায় বাস নামাতে পারবেন না। রাজ্য সরকার আগে বাস পিছু ২০জন যাত্রী বিধি চালু করলেও পরে সেই ছাড় আরও বাড়িয়ে যত আসন তত যাত্রী চালু করে দিয়েছে। কিন্তু তাতেও খুশি নন বেসরকারি বাস মালিকেরা। তাঁদের একটাই দাবি বাড়াতে হবে বাসের ভাড়া।

এরপরেই এদিন পরিবহন মন্ত্রী জানান, গতকালের তুলনায় আজ রাস্তায় বেসরকারি বাসের সংখ্যা বেশি। বাড়ানো হয়েছে সরকারি বাসের সংখ্যাও। আগামীকাল অর্থাৎ বুধবার থেকে অটো-ট্যাক্সি, অ্যাপ ক্যাবে আসনের সমসংখ্যক যাত্রী তোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন নদীপথে ফেরি সার্ভিসেও নেওয়া যাবে দুই-তৃতীয়াংশ যাত্রী। এছাড়া, যাত্রীদের সুবিধার কথা ভেবে নতুন রুটে ফেরি চলাচল চালু করা হবে। ধীরে ধীরে বাড়ানো হবে সরকারি বাসের সংখ্যাও।

নবান্ন সূত্রে খবর, রাজ্য সরকার এখনও ১ পয়সাও ভাড়া বাড়াতে চাইছে না। কারণ লকডাউনের জেরে আমজনতার পকেটে বেশ টান পড়েছে। অনেকেই কাজ হারিয়েছেন, অনেকেই বেতন পাচ্ছেন না, অনেকেরই ব্যবসা গুটিয়ে গিয়েছে। আবার কয়েক হাজার মানুষ কার্যত শুধু রেশনের খাবারের ভরসায় বেঁচে আছেন। এই অবস্থায় বাসের ভাড়া বাড়িয়ে আমজনতার ওপর বাড়তি বোঝা চাপিয়ে দিতে নারাজ রাজ্য সরকার।

তবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতেই অটো তে দুজন করে যাত্রী নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আসনের সমসংখ্যক যাত্রী নিলে সেক্ষেত্রে একজনের গায়ের সাথে অন্য জনের স্পর্শ হবেই। সেক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব এড়ানো সম্ভব নয়। এতে সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এই বিষয়ে কোন উত্তর দেননি সংশ্লিষ্ট দফতর।

## রাস্তার পাশে পড়ে পিপিই কিট কাঁকসার মলানদীঘিতে আতঙ্কে গ্রামবাসীরা

দুর্গাপুর, ২ জুন (হি. স.) : এলাকায় কোভিড-১৯ হাসপাতাল। রাস্তায় যত্রতত্র পড়ে পিপিই কিট। হাওয়া উড়ছে। কখন কুকুরে টানা হ্যাঁচড়া করছে। করোনা সংক্রামকের আতঙ্কে গ্রামবাসীরা। অভিযোগ, উঠেছে পিপিই কিট ব্যাবহারকারীদের চুড়ান্ত গাফিলাতির দিকে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসার মলানদীঘি এলাকায়।

প্রসঙ্গত, বিশ্বজুড়ে চিনের উহান উজাড় করা করোনা ভাইরাসের দাপট। ভারতেও হু হু করে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। এরাজ্যের দক্ষিনবঙ্গে কাঁকসার মলানদীঘিতে এক বেসরকারী হাসপাতালকে কোভিড-১৯ হাসপাতাল করা হয়েছে। চলছে চিকিৎসাও। মঙ্গলবার প্রশাসন সুত্রে জানা গেছে, ৫৭ জন কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা চলছে। ২ নং জাতীয় সড়ক থেকে শিবপুর রোডের ওপর ওই হাসপাতাল। প্রায় দিনই রোগী ভর্তি গাড়ীর আনাগোনা চলছে। গত কয়েকদিন ধরে রূপগঞ্জ, কুলডিহা এলাকায় রাস্তার পাশে যত্রতত্র পড়ে রয়েছে পিপিই কিট। কখনও হাওয়া উড়ে রাস্তার চলে আসছে। আবার কখনও কুকুরে টানা হ্যাঁচড়া করছে ওইসব পিপিই। আর তাতেই আতঙ্কে ঘুম ছুটছে আশপাশের গ্রামবাসীদের।

অভিযোগ, ওইসব পিপিই হয়তো কোন রোগীর হতে পারে। কিম্বা রোগী নিয়ে যাওয়া অ্যাম্বুলেন্স চালকের। ব্যাবহারের পর রাস্তার পাশে ফেলে দিয়েছে। কোনভাবে গ্রামের কিম্বা পথচলতি মানুষের সংস্পর্শে আসলে সংক্রমকের আশঙ্কা রয়েছে।

# করোনা কালে আর্তের পাশে যারা দাঁড়িয়েছিল

**রবীন্দ্র কিশোর সিনহা**

করোনার ভাইরাসের জেরে তৈরি হওয়া উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সমাজে দুই ধরণের মানুষের দেখা পাওয়া গেল। প্রথমটা হল লকডাউনকে লঙ্ঘন করার জন্য যারা উঠে পড়ে লেগেছিল। এমনটা করে তারা দেখাতে চেয়ে ছিল যে তারা সরকারের উর্ধ্বে। দ্বিতীয় জন হচ্ছে যারা এই কঠিন সময়ে অসহায় মানুষকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন।এখন লকডাউন কমবেশি শেষ হয়ে গিয়েছে। ১ জুন থেকে সরকার কন্টেনমেন্ট জোন বাদে অন্য জায়গায় মল ও রেস্তোঁরা খোলার সবুজ সংকেত দিয়েছে। তবে এটা বলতেই হবে যে দেশের একটি বড় অংশ যেখানে সততার সঙ্গে লকডাউন পালন করে গিয়েছে। সেখানে একটি ছোট্ট অংশ নির্লজ্জভাবে এটিকে লঙ্ঘন করতে পিছপা হয়নি। লকডাউন চলাকালীন সরকার অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের দোকান খোলার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল যাতে সাধারণ মানুষ রেশন, ওষুধ ইত্যাদিতে পেতে অসুবিধা না হয়। তবে কিছু লোক কোনও পরিস্থিতিতে সরকারের নির্দেশিকা অনুসরণ করতে প্রস্তুত ছিল না ফলস্বরূপ, দিনকে দিন দেশে করোনার ভাইরাস সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে। লোকেরা বিনা কারণেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফূর্তি করা থেকে পিছপা হয়নি।

দেশের কর্নাল, গাজিয়াবাদ, বেগুসরাইয়ের মতো শহরে দোকান খোলা রাখা হয়েছিল। পুলিশ যখন এই দোকানগুলিতে অভিযান চালায়, তখন এই দোকানের মালিকরা খোলার কারণের বাহানা দিতে শুরু করে। এই ধরণের ধূর্ত লোকদের বিরুদ্ধে মামলাও দায়ের করা হয়। তবে এরা নিজেদেরকে সংশোধন করবে না।এটা মানতেই হবে যে লকডাউনটি সফল করতে সারা দেশজুড়ে পুলিশ দুর্দান্ত কাজ করেছে। কিন্তু তাদের কঠোর পরিশ্রমকে ব্যর্থ করার জন্য অনেক এগিয়ে এসেছে। তারা পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পারেনি। তবে লকডাউন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশ বিভিন্ন ধারায় মামলাও রুজু করেছে। শাস্তির কথা বললে বলতে হয় লকডাউনের সময় পুলিশের অনেক এবং সীমাহীন ক্ষমতা রয়েছে এবং যদি কেউ দোষী সাব্যস্ত হয় তবে তাদের যাবজ্জীবন পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। দিল্লি পুলিশের এক বরিষ্ঠ আধিকারিক আমাকে বলছিলেন যে লকডাউনের প্রাথমিক পর্যায়ে, অনেকে রাজধানীর পরিবেশ দেখতে, খোলা হাওয়া শ্বাস নিতে নিজেদের গাড়িতে করে বেরিয়ে পড়েছিল। পুলিশ এদের অনেককে ধরে জিজ্ঞাসা করেছিল। স্পষ্টতই, পুলিশের প্রশ্নের উত্তর তাদের ছিল না। পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করলে তারা তাদের পায়ে পড়ে। তবে এবার পুলিশ তরফ থেকে কোনও রকমের ছাড় দেওয়া হয়নি।

কিছু জ্ঞানী ব্যক্তি বলছেন যে, সরকার যদি লকডাউনের জায়গায় কেবল ১৪৪ ধারা জারি করত, তবে তাও সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল।তাদের মতে করোনা নিয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে কয়েকটি পদক্ষেপই যথেষ্ট ছিল। এমন ধরনের জ্ঞানীদের কে বোঝাবে যে করোনা রোধে লকডাউন জারি না করলে দেশে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা লক্ষাধিক ছাড়িয়ে যেত। কিন্তু তারা এই কথা কিভাবে বুঝবে। তবে এটি সত্য যে করোনার কারণে স্বাভাবিক জীবন অচল হয়ে পড়েছে। প্রতিটি মানুষের সমস্যা বেড়েছে এবং পরিস্থিতি অবনতির দিকে চলে গিয়েছে।লক্ষাধিক মানুষের চাকরি চলে গিয়েছে। শ্রমিকদের প্রতি চরম নিষ্ঠুর ও নির্লজ্জের মতো অমানবিক আচরণ করা হয়েছে।অনেকেই এই দরিদ্রদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। দেশের সক্ষম শ্রেণী সংকটকালে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। তারা অসহায় মানুষদের সাহায্য করেছিলেন। মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রের সমাজকর্মী ও লেখক ডঃ রাকেশ পাঠক এবং তার সহযোগীরা পায়ে হেঁটে বাড়ি যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকদের খাবারের ব্যবস্থা করছেন। শ্রমিকদের সুস্বাদু মালপুয়া, আলুর তরকারি, শাক, শুকনো সবজি, দেশি ঘি এবং ডালপুরি শ্রমিকদের দেওয়া হয়েছে। ঠান্ডা পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দিল্লির অনেক সমাজসেবী সংগঠন দরিদ্রদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করছে।আর্য সমাজের তরফ থেকে পূর্ব দিল্লির যমুনা স্পোর্টস কমপ্লেক্সে বিহার, ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গের কয়েক হাজার শ্রমিককের জন্য খাবারের প্যাকেট সরবরাহ করা হয়েছে। এমনকি এদের হাতে মাস্কও তুলে দেওয়া হয়।

গুরুদ্বার এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের মাধ্যমে সারা দেশে নিরবিচ্ছিন্নভাবে সেবাকার্য চলছে। কৃষক এবং কৃষি সংগঠনগুলি নিজেদের মতো করে পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।এবার উত্তরপ্রদেশের বিজনোরের কথা বলা যাক।এখানকার কৃষক নেতারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে কোনও শ্রমিককে যদি তাদের গ্রামের সামনে হাঁটতে দেখা যায় তবে এটি গাছের ছায়ায় বা একটি খালি স্কুলে রেখে জল পান করানো হবে। কৃষকরা যেমন তীর্থযাত্রীদের হাতে হাত দিয়ে খাবার সরবরাহ করে, একই চেতনায় এই শ্রমিকদের খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে।বিজনোর গ্রামের খিরনা গ্রামে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক কৃষকদের সমর্থন পেয়েছেন। কৃষকরা তাদের খাবার, পানীয় জল, স্নান এবং বিশ্রামের ব্যবস্থা করেছে।

প্রকৃতপক্ষে, দেশের অনেক অঞ্চলে কৃষকরা পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি, রাজস্থানের একটি গ্রামে, শ্রমিকরা একটি স্কুল বাড়ি সংস্কার করে আলোকিত করে তুলেছিল। কারণ সেখানকার কৃষক পরিবারগুলি তাদের সাথে অতিথিদের মতো আচরণ করেছিল এবং আরও ভাল খাবারের ব্যবস্থা করেছিল। বর্তমান সংকটের সঙ্গে সরকার তখনই সদর্থক ভাবে লড়াই করতে পারবে যখন সে সামাজিক সংগঠনগুলির সমর্থন পাবে।সমাজের মধ্যেই সাহায্যকারীদের একটি বাহিনী তৈরি হয়ে গিয়েছে। কেউ এই শ্রমিকদের জন্য ফলের ব্যবস্থা করছেন।কেউ ওষুধ নিয়ে আসছেন। কেউ জুতো জোড়ার ব্যবস্থা করেছে।আবার কেউ শ্রমিকদের জন্য মাস্ক ও স্যানিটাইজার সরবরাহ করেছে। এই সমস্ত উদাহরণ সাক্ষ্য বহন করে যে ভারতীয় সমাজ এখনও সংবেদনশীল এবং মানবিক।সে অন্যের দুর্ভোগে দাঁড়িয়ে আছেন।

'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ, সর্বে সন্তু নিরাময়া' এই আদর্শে ভারতীয়দের রক্তে রয়ে গিয়েছে। যদিও করোনার বিপদ সকল মানুষের ওপরে রয়েছে। তবুও রাস্তা দিয়ে হেটে চলা শ্রমিকদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে কয়েক হাজার মানুষ। এটাই ভারতীয়তাতার পরিচয় বহন করে চলে। (লেখক বরিষ্ঠ সম্পাদক এবং রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ)

# পরিযায়ী পরিচয় ঃ তখন এবং এখন

**সরদার আমজাদ আলী**

বিতর্ক ৮৫ : ১৫। এক পক্ষ কেন্দ্র, অন্য পক্ষ রাজ্য সরকার। স্বাধীন ভারতের এক অঙ্গ রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের এই বিবাদী দাবার ছকে রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকরা হল পদাতিকের দল। বিষয় তাদেরফেরার।

'পরিযায়ী' শব্দটা শুনতে মর্যাদাহিনিকর হলেও ঘরছুট মানুষ যখন ভিনরাজ্যে গতর খাটাতে যায় এবং আর একটু বেশি সভ্য তথ্য বিশ্লেষণ যখন তাদের জন্যে অভিধানে খুঁজে পাওয়া যায় না, তখন তাদের পরিচয় 'পরিযায়ী শ্রমিক'।

তবে কি আত্মীয়পরিজনের গৃহ-মমতার বাঁধন কাটিয়ে জীবন-জীবিকার খোঁজে যারা ভিন রাজ্যের ভিন দেশে যায়, যেতে বাধ্য হয়, তারা কি সভ্য নাগরিক জীবনের মর্যাদার সীমা লঙ্ঘন করা দায়ে এক অপরাধ জগতের বাসিন্দা বলে গণ্য হবে? প্রশ্নটা মৌলিক। বিশেষ করে যে দেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকারের তালিকায় ---'জীবন অধিকার' অপরিবর্তনীয় এক সম্বন্ধ হিসাবে ঘোষিত হয়েছে ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০-এর শুভ প্রভাতে যখন এই দেশ সারা দুনিয়ায় এক স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতান্ত্রিক দেশ হিসাবে নিজেকে ঘোষিত করেছে এক উদাত্ত ঘোষণায়।

'৪৭ মধ্য রাতে শৃঙ্খলমুক্ত ভারত বলতে পেরেছিল। এক নতুন যুগের প্রভাতে, একটা যুগের অবসানে, দীর্ঘকালের অবদমিত এক জাতির আত্মা স্ফুরিত হয়, এই প্রত্যাশার সীমায় দাঁড়িয়ে প্রশ্ন তোলার দুঃসাহস হয় তখন, যখন 'ঘরের বাইরে' যাওয়ার আর 'ঘরে ফেরার' বাধ্যবাধকতার নির্ঘন্টকে সামনে রেখে, এ দেশের নাগরিককে এই অতীত যুগের বাগিচা গোলাম, কৃষিমজুর বা খনি শ্রমিকের থেকে খুব একটা ভিন্ন ভূষণে দেখাবর সুযোগ হয় না।

ইতিহাস আমাদের ভুলতে দেয় না। সেটা একটা সয়ম ছিল, প্রকৃতির বেসুমার সম্পদকে মুনাফার লোবে যথেষ্ট ব্যবহারের ছিল না কোনও রুকওয়াট। থাকলে ও তা নিরান্তই ভঙ্গুর এক বানোয়াটি নিয়ম। মুনাফা শিকারীদের লাগামছেঁড়া নিয়ন্ত্রণের না থাকারই সামিল।

শুধু অর্থের বিনিয়োগেই সম্পদ সৃষ্টি হয় না। হয় না বলেই 'শ্রমের সওদাগর' যে শ্রমিক তার প্রয়োজন। সভ্যতার সেই আদিম সকাল শুরু হয়েছিল 'গোলামের বাজার'। তোমার আছে শরীর, আমার আছে অর্থ। তোমার বুভুক্ষার বদলে শ্রম—শ্রমের বদলে অন্ন। সেই বেচাকেনার হাটে একজনের পরিপুরক আরেকজন। একজন বণিক---আরেকজন শ্রমিক। আর পাঁচটা পণ্যের মতো শ্রমিক একটা বাজারী পণ্য হয়ে চালান হতে লাগল দুনিয়ার এখ হাট থেকে আর এক হাটে।

সময়টা সপ্তদশ শতকের প্রথম দশক। শৃঙ্খলিত মানুষের খোলা বাজার। ফিরে তাকাতে হয় সেই অতীতে। আজকের সভ্য দুনিয়ায় সব থেকে বেশি সম্মানিত হয় যে সব দেশ, সেই আমেরিকা ইউরোপের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে 'দাশ শ্রমিকের নীলামি বাজার'।

বাণিজ্যের নেশায় ওলন্দাজ বণিকরা পাড়ি দিল সপ্তসাহর গন্তব্য সেই ভূখণ্ড, কবির ভাষায় 'প্রাচী ধরিত্রীর বুক থেকে ছিনিয়ে নেওয়া, কৃপণ আলোর অন্তপুরে বাঁধা, বনস্পতির নিবিড় পাহারায়, বালা ঘোমটার নীচে যার মানবরূপ ছিল অপরিচিত, শেই সুদূর আফ্রিকা। মানুষ ধরার দল এল লোহার হাতকড়ি নিয়ে, তার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে গর্বে যারা অনেক অনেক বেসি অন্ধ, সত্যের বর্বর লোভ নগ্ন করল নির্লজ্জ অমানুষিকতায়। পণ্যের বদলে ক্রীতদাস। লক্ষ্মীর বসতে নগ্ন ব্যাভিচার। অবাঞ্ছিত মানবসন্তান এক বণ্যিকর পণ্য হয়ে আরেক বণিকের বাণিজ্যপোতের বন্দিশালায় লোহার হাতকড়িতে শৃঙ্খলিত মানুষের পণ্য চালানোর মর্মন্তদ ইতিহাস। সেই নারকীয় ইতিহাসের সাক্ষী থাকল সভ্য দুনিয়া।

শৃঙ্খলিত দাস শ্রমিকের নোনা ঘামে সিক্ত হয়েছে মার্কিন ক্যারিবিয়ান মুলুকের সুস্বাদু কফি -চায়ের -মিষ্টি আখের খেত, ভরেছে তাদের মুনাফার ভাণ্ডার দাস শ্রমিকের শ্রমের ফসল তুলেছে অষ্টাদশ শতকের ইউরোপ। সস্তা শ্রমিকের হাড়াভাঙা শ্রমে গড়ে উঠছে এক নতুন বিপ্লব। শিল্পবিপ্লব। কিন্তু হতভাগ্য শ্রমিকের জীবনে বিপ্লব আসেনি সেদিনও- আজও।

কতজন আমরা জানি ১৮৬৩ তে দাস শ্রমিকের মুক্তি দিতে যে মার্কিন মূলুকের এক সহৃদয় প্রেসিডেন্ট সেই নির্লজ্জ প্রথার অমানবিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাদের মুক্তির বিধান দিয়ে স্মরণীয় হয়ে রইলেন ইতিহাসের পাতায়। সেই দেশেরই প্রায় ১৬ জন প্রেসিডেন্ট শুধুমাত্র সমর্থন নয়, সেই নির্লজ্জ ব্যবসার অংশীদার হয়ে শতাধিক দাসের মালিক ছিলেন, যে তালিকায় দেখা যায় জর্জ ওয়াশিংটন,টমাস জেফারসেন, জেমস ম্যাডিসন, হেনরি হারিসনের মতো স্বনামধন্য রাষ্ট্রনায়কদের।

স্বেচ্ছাশ্রমের গারিগরের চুক্তি সনদ হয়, আর পাঁচটা খরিদা পণ্যের মতো মানবপণের মালিকানা। স্বীকৃতি পেয়েছে সভ্য দুনিয়ায়। সরকারি অনুমোদনে সেই অসব্যপ্রথার অবসান ঘটাতে সময় লেগেছে, একটা দুটো নয়, প্রায় পৌনে দুশো বছর। তবুও সম্পূর্ণ বন্ধ হয়নি সেই শাসন, নির্যাতনের মর্মন্তদ আলেখ্য।

শৃঙ্খলিত মানবপণ্ডর রক্ষীশালার রূপান্তর ঘটেছে, যুগান্তরের পরিক্রমায়। 'দাস শ্রমিকের' বন্দিশালা বদলে গেছে 'চুক্তি শ্রমিকের' নিয়ন্ত্রণ ছাউনিতে। জীবন ধারণের প্রয়োজনে যেটুকু খাদ্য - পানীয - আশ্রযেব প্রয়োজন—তার ন্যায্যতা বিচারের অধিকার পুঁজির মালিক যে বিত্তাবান, তার যার কাছে সে দায়বদ্ধ---তার শরীরের নোনা ঘামের বিনিময়ে সে পূরণ করে যাবে, সেই বিত্তবানের প্রয়োজন, তা কৃষি তেকে খনি, ভূমিক থেকে বনজ, জলজ যে কোনও সম্পদ সৃষ্টি করে। প্রয়োজনে দৈহিক থেকে জৈবিকতাও।

লেনাদেনার খোলা বাজারে হার মানতে বাধ্য হয়েছে শ্রমিক। সস্তা শ্রএমর চুক্তি নামায় সেই করতে বাধ্য হয়েছে, হতদরিদ্র শ্রমিক তার শ্রমের পণ্য বিক্রি করতে। শোষণ, বঞ্চনা আর বৈষম্যের নৈরাজ্য গড়ে উঠেছে সভ্য দুনিয়ার শ্রমের বাজারে।

মানুষরূপী সেই পণ্যও একদিন চিনতে শিখল নিজেকে—যদিও তা অনেক অনেক দেরিতে। বুঝতে শিখল তারও কিছু অধিকার আছে—বঞ্চনা যার চিরায়ত নিয়ম হতে পারে না। সে অধিকার পেতে গেলে বলতে হবে প্রতিবাদী ভাষায়। সে ভাষা সে শুনতে পেল স্টুয়ার্ট মিল, জাঁ, জ্যাক রুশো, ম্যাকসমিলন রোবসপীয়র ভল্টেয়ার, টমাস পেন-এর কণ্ঠে। আরও পরে মার্কস,এঞ্জেলস, লেনিনের ভাষায়। শ্রমিক দুনিয়ায় এক নতুন সীমান্তের দেখা মিলল।

সে এক দীর্ঘ সময়ের ক্ষরণ-বরণের ইতিহাস।

সৌর নিয়মের রথারূঢ় হয়ে সভ্যতার গতি থেমে থাকেনি একটা নির্দিষ্ট বলয়ে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি নতুন নতুন সৃষ্টির উল্লাসে দুই গোলার্ধের ব্যবধান কমেছে। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সভ্য পৃথিবী নিজেকে উন্মুক্ত করেছে তার অচেনা অপরিচিত সহ নাগরিকের কাছে। সহমর্মিতার পারস্পরিক আশ্বাসে স্তব্দ হয়েছে মারণাস্ত্রের আসফালন। শান্ত পৃথিবী শপথ নিয়েছে রুদ্ধ সীমান্তের দ্বার খুলে দিয়ে বিশ্বায়নের,মুক্ত বিশ্বে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নতুন স্লোগানে।

চরিত্র বদলেছে সমাজের রাষ্ট্রে পৃথিবীর জীবনযাত্রার আঙ্গিকের। বদলহয়নি মুশাফিরের মিছিল। সাধে নয়, অন্বেষায় নয়, পর্যটকের বিলাসিতায় নয়, আহার্য আহরণের অনিবার্যতায়। কী তাদের পরিচয়। এরাই তারা যারা পরিযায়ী শ্রমিক। আজকের দুনিয়ায় শ্রমিকদের আর এক প্রজাতি।

কা,ট-হেগেল, মার্কস এঞ্জেল থেকে গান্ধি গলব্রেথ কেউই দ্বিমত হয়নি, একটা ঐতিহাসিক সত্যে, তা হল উন্নয়নের 'বাহন' হল 'যন্ত্র' বিশ্বকর্মার আটচালাতে তৈরি যন্ত্র নামক বাহন ব্যতিরেকে সভ্যতার পুষ্পক গড়াতে গড়াতে পারে না, পারবে না। এ তথ্য হাজারবার সত্য হলেও এ সত্য ভোলা যাবে না ওই বাহনটি তৈরি করতে গেলে যার দুটো হাড়েণ প্রয়োজন সে কিন্তু শ্রমিক। তাই 'শ্রমিক' না 'যন্ত্র' —কে আগে -কে পরে-সভ্যতার সাত মহল গড়তে কার অগ্রাধিকার ---সে বিতর্খ আইডিয়ালিস্ট, র‍্যাশানালিস্ট, ফান্ডমেন্টালিস্ট থেকে মর্ডানিস্ট সম্প্রদায়ের বৈঠকখানায় চলছে, চলবে, চলতেই থাকবে। কিন্তু যান্ত্রিক প্রগতির এই কমেটিক্সে মানবিক উপাদানের মিশ্রণ কতটা হয়েছে সেই পরীক্ষায় মৌলিক কোন আহামরি ফল চোখে পড়ে না। যান্ত্রিক এবং মানবিক বিকাশের---এই দুই উপাদানের সহবাসের ফসল হিসাবে সামাজবিজ্ঞান বা াষ্ট্রবিজ্ঞান যাই জন্ম হয়েছে তার নাম 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্রতা'। তাকে অভ্যর্থনা জানানো প্রয়োজন—সারা বিশ্ব তা জানিয়েছেনও বটে। কিন্তু সেই নবজাতকের পুষ্টিসাধনে আজও সে স্বাবলম্বী হতে পারেনি, পারছে না। কারণ তাকে নির্ভর করতেও হচ্ছে, উৎপাদনের মূল হাওলাদার সেই পুঁজির মালিকের ওপরেই সংকট সেখানেই।

তাই ভুবনায়নের অংশীদার হলেও শ্রমের সত্তদার সর্বকালের মতো আজও শ্রমিককে আপস করতে বাধ্য হতে । যতই থাক তার শ্রমের উৎকর্ষতা বা অভিজ্ঞাতা সেই পুঁজি হাতিয়ার করে তাকে যেতে হয় দেশ থেকে দেশান্তরে, রাজ্য থেকে রাজ্যান্তরে বাজার খুঁজতে। যেখানে সে তার শ্রমের পণ্যের বিনিময়ে পাবে বাঁচার রসদ—তার নিজের পরিবার-পরিজনের।

মুক্ত বিশ্বে জন্মালেও তার মুক্তির মালিকানা সে আজও অর্জন করতে পারেনি। স্বপ্নসন্ধানী স্লোগান হয়ে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে দুনিয়ার মজদুরদের। এটাই বাস্তব। যে সব সম্মিলিত ঘটনাবলীর প্রভাবে রূপান্তরিত পৃথিবীতে একটা মানবগোষ্ঠীর জীবন নিয়ন্ত্রিক হয়, প্রকৃতিগত প্রভাব তাঁর মধ্যে অবশ্যই একটা। জলবায়ুর আর্দ্রতা উষ্ণতা কিংবা অত্যধিক শীতলতার প্রভাব সেই সমস্ত আঞ্চলিক জনগোষ্ঠীর জীবনাচারের স্বাভাবিক নিয়ম হয়ে ওঠে, এটা আমাদের সকলেরই জানা। কিন্তু প্রাকৃতিক আকস্মিকতার অযাচিত অভিসারে, সেটা প্লেগ কিংবা কলেরা, ইবোলা কিংবা সোয়াইন ফ্লু, সুনামী কিংবা বুলবুল যাই হোক না কেন যা আজকের দিনে কোভিড-১৯ মানুষের জীবনের বাঁধাধরা রুটিন বদলেদেয় সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত মাত্রায়,সেই কালবেলার সহায়কে বহেন তাদের, যারা শ্রমের সত্তদাগর বা মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষ---বিতর্ক সেখানে। সেই অনাকাঙ্ক্ষিত আকস্মিকতার রাষ্ট্র ভূমিকা কী হওয়া উচিত আজ প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন এটাই।

দার্শনিক প্লেটোর জৈবিক তত্ত্বানুসারে মানবশরীরের একটা অংশে আঘাত লাগলে তার প্রতিক্রিয়া যেমন সারা শরীরে অনুভূত হয়, রাষ্ট্রে ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। ব্যক্তিজীবনের অভিঘাত, অভিসার, রাষ্ট্রজীবনে প্রতিফলিত হতে বাধ্য, কারণ ব্যক্তি এবং রাষ্ট্র অভিন্ন। রাষ্ট্রে অতীষ্ট কী এভং কাদের জন্য---সেই আকস্মিক পরিস্থিতিতে সেটা নির্ধারিত করে দেয়। রাষ্ট্রের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। রাষ্ট্রের স্বার্থে ব্যক্তির বিসর্জন প্লেটোর জৈবিক সত্ত্বে এই মতাদর্শ আমল পায়নি। দার্শনিক অ্যারিস্টটল সেই মতবাদেও বিরোধিতা করেননি। যুক্তিতত্ত্বের প্রবক্তা হবস, লক এমনকী বলা যেতে পারে স্টুয়ার্ট মিলও বললেন ব্যক্তিসমষ্টির সম্মিলিত ইচ্ছার ফলেই রাষ্ট্র সেই রাষ্ট্র কখনই ব্যক্তিসত্তার হস্তারক হতে পারে না। তার বূমিকা নিয়ন্ত্রকের, সহায়কের। রাষ্ট্রতত্ত্বের পরীক্ষাগারে তথ্য এবং তত্ত্বের সংমিশ্রণে শেষে পর্যন্ত যে সুসমাচারের সন্ধান মিলেছে সেটা হল এই যে রাষ্ট্ররূপী যন্ত্রটাকে যে বিশ্বকর্মার দল জল-জঙ্গল-গুহা পার হয়ে এসে গড়ে তুলেছে তার মূল উদ্দেশ্য হলতার সীমাঞ্চলের অধিবাসী যারা তাদের স্বার্থে সব অনিয়মকে বন্ধ করে নিয়মের অনৈকিতার গলা টিপে নৈতিকতার, দুষ্ট্রে বিনাশ করে বিষ্টের পালনের। এটাই রাষ্ট্রে পবিত্র অঙ্গীকার। এ অঙ্গীকার পালন করতে রাষ্ট্র বাধ্য।

এইরকম এক কল্যাণকামী রাষ্ট্র ভারত, যার নাগরিক আমি, আপনি, সর্বসাকুল্যে ১৩০ কোটি। ২৬ জানুয়ারি, ১৯৫০-এ জাতীয় সনদ সংবধিানের প্রথম অঙ্গীকার সামাজিক ন্যায়'।

এই ন্যায় আদায়ের লড়াই চলে তাদের সঙ্গে যারা মানবিকতার গলিত শবকে নিলামে ছড়াতে দ্বিধা করে না আইনের ভাষায় সরকার। আম জনতার অছিয়তনামা হাতে অচ্ছুৎ আম্বেদকর, আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী পণ্ডিত মৌলানা আজাদ, সংস্কৃত পণ্ডিত মদনমোহন, আইন বিশারদ কুঞ্জরু, উলামা প্রধান হিফজুর রহমান, তামিল ব্রাহ্মণ আয়েঙ্গার, বিপ্লবী কৃপালনীদের সঙ্গে নিয়ে ভারতীয় সংবিধান সভায় দীর্ঘ বিতর্কের পর, তাঁদের বৌদ্ধিক উপাচারের উপাদানে সৃষ্টি করলেন আজাদ জাতির পবিত্র আমলনামা---ভারতীয় সংবিধান যেখানে আমার আমিত্ব হারিয়ে গেঠে সামগানে। যেখানে জীবনের আচরণের ধর্মের বিশ্বাসের, সর্বজনীনতার নিরপেক্ষতার, বৈষম্যহীনতার পবিত্র অধিকার।

রাষ্ট্রজীবনের এই আচারবেদকে সামগ্রিক মর্যাদা দিয়েই যদি শুধুমাত্র জীবনের অধিকার নিয়ে বলতে যাই, জানতে হয় জীবন মানে কী? জীবন মানে কি জৈবক অস্তিত্বমাত্র? 'শ্যাম সম যে মরণ, সেই শ্যামের আলিঙ্গনমুক্ত এক বিশ্ব



ছয়ের পাতায় দেখুন

মঙ্গলবার বাম ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে পুলিশ সদর কার্যালয়ে ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

# জনগণের কল্যাণের কথাই বাংলাদেশ সরকার সবচেয়ে বেশি চিন্তা করছে : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ০২।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকলকে করেনা ভাইরাস থেকে নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে নিজ নিজ কর্মস্থলে যথাযথভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, জনগণের কল্যাণের কথাই তাঁর সরকার সবচেয়ে বেশি চিন্তা করছে।তিনি বলেন,সকলকে স্ব-স্ব স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রেখেই স্ব-স্ব কর্মস্থলে কাজ করে যেতে হবে। দেশের মানুষ যাতে কষ্ট না পায় কেননা তাঁদের কথাই আমরা বেশি চিন্তা করি।সবাই ভাল থাকেন, সুস্থ থাকেন, সেটাই কামনা করি।প্রধানমন্ত্রী বলেন, মনে রাখতে হবে আমার নিজের সুরক্ষা মানেই অপরকে সুরক্ষিত করা। নিজে, নিজের পরিবার এবং সহকর্মী সকলের সুরক্ষার জন্য আমরা সবাই আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবো।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার সকালে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় একথা বলেন।রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এই সভায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গণভবন থেকে সংযুক্ত হন এবং সভাপতিত্ব করেন।এই ভার্চুয়াল একনেক সভায় ১৬ হাজার ২৭৬ কোটি ৩ লাখ টাকা ব্যয়ে ১০টি প্রকল্প অনুমোদন দেয়া হয়। অনুমোদিত প্রকল্পের জন্য বাংলাদেশ সরকার দেবে ১৪ হাজার ৪০১ কোটি ৫২ লাখ টাকা এবং বৈদেশিক ঋণ ১ হাজার ৮৮১ কোটি ৯৭ লাখ টাকা।পরে পরিকল্পনা মন্ত্রী এমএ মান্নান সভার বিষয়ে বিস্তারিত সাংবাদিকদের অবহিত করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এর আগে আমরা জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের সভা করে বাজেট প্রণয়নের কাজগুলো করেছি।তিনি বলেন, কোভিড-১৯ ভাইরাসের কারণে আজ শুধু বাংলাদেশ নয় সমগ্র বিশ্বই বলতে গেলে স্থবির হয়ে পড়েছে। এরমধ্যেও আপনারা যারা আজকে প্রকল্পগুলো তৈরী করে নিয়ে এসেছেন বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে এই মিটিংটা যে করতে পারছি, সেজন্য আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।প্রধানমন্ত্রী এসময় করেনা ভাইরাসের কারণে দেশে এবং বিদেশে মৃত্যুবরনকারী বাংলাদেশীদের জন্য শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।তিনি বলেন,এ ব্যাপারে যে স্বাস্থ্যবিধি দেওয়া হয়েছে দেশবাসী সেটা মেনে চলবে, এটাই আমরা চাই।তিনি বলেন, কোভিড-১৯ এর কারণে উন্নয়নের গতিশীলতাটা কিছুটা কমে এলেও আমরা মনে করি, এই দিন থাকবে না। যে কোন প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করেই আমরা এগিয়ে যেতে পারবো।লক ডাউন শিথিল করার প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন,আমরা চাই না আমাদের দেশের মানুষ কষ্ট পাক। সেজন্য আমরা যেসব বন্ধ করে দিয়েছিলাম। এখন তা কিছু কিছু করে উন্মুক্ত করা শুরু করেছি। কারণ, দেশের খেটে খাওয়া জনগণকে থেকে শুরু করে স্বল্প আয়ের লোকজন, প্রত্যেকেই যেন তাঁদের জীবনযাত্রা সচল রাখতে পারে। শেখ হাসিনা বলেন,তারপরেও আমি বলবো চলাফেরা থেকে শুরু করে সবকিছুতেই স্বাস্থ্যবিধিটা মেনে চলবেন। যেটা (স্বাস্থ্যবিধি) আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সেটা মেনেই আমাদের চলতে হবে। যাতে দেশের মানুষ সুরক্ষিত থাকতে পারে।তাঁর সরকারের শাসনে দেশের এগিয়ে চলা এবং বর্তমান মুজিববর্ষ থেকে ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন পর্যন্ত দেশের দারিদ্রের হারকে আরো কমিয়ে এনে বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠার পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

# বাংলাদেশে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৫০ হাজার ছাড়িয়েছে

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ০২।। বাংলাদেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৫০ হাজার ছাড়িয়েছে। বর্তমানে এ ভাইরাসে আক্রান্ত ৫২ হাজার ৪৪৫ জন রোগী রয়েছেন।গত ২৪ ঘন্টায় সর্বাধিক ১২ হাজার ৭০৪টি নমুনা পরীক্ষায় ২ হাজার ৯১১ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। এটি একদিনে শনাক্ত রোগীর সর্বোচ্চ রেকর্ড। এর আগে গত ২৯ মে সর্বোচ্চ শনাক্ত হয়েছিল ২ হাজার ৫২৩ জন।বাংলাদেশে গত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ৩৭ জন মারা গেছেন। এ নিয়ে দেশে করোনায় মারা গেছেন মোট ৭০৯ জন।আজ গতকালের চেয়ে ১৫ জন বেশি মারা গেছেন। আগের দিন মারা যান রেকর্ড সংখ্যক ২২ জন।

মঙ্গলবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত অনলাইন হেলথ বুলেটিনে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা এসব তথ্য জানান।তিনি জানান, করোনাভাইরাসে আক্রান্তদের মধ্যে এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১১ হাজার ১২০ জন। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন সুস্থ হয়েছেন ৫২৩ জন।গতকালের চেয়ে আজ ৫৩০ জন বেশি আক্রান্ত হয়েছেন। গতকাল আক্রান্ত হয়েছিলেন ২ হাজার ৩৮১ জন। নমুনা পরীক্ষায় আজ আক্রান্তের হার ২২ দশমিক ৯১ শতাংশ। আগের দিন এ হার ছিল ২০ দশমিক ৮১ শতাংশ। রোববার ছিল ২১ দশমিক ৪৩ শতাংশ।শনাক্ত বিবেচনায় আজ সুস্থতার হার ২১ শতাংশ ও মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩৫ শতাংশ। আগের দিন সুস্থতার হার ছিল ২১ দশমিক ৩৯ শতাংশ এবং মৃত্যুর হার ছিল ১ দশমিক ৩৬ শতাংশ। রোববার সুস্থতার হার ছিল ২০ দশমিক ৭৪ শতাংশ এবং মৃত্যুর হার ছিল ১ দশমিক ৩৮ শতাংশ।

নাসিমা সুলতানা জানান, ‘করোনাভাইরাস শনাক্ত করতে গত ২৪ ঘন্টায় নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে সর্বাধিক ১৪ হাজার ৯৫০টি। আগের দিন নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল ১৩ হাজার ১০৪টি। গতকালের চেয়ে আজ ১ হাজার ৮৪৬টি নমুনা বেশি সংগ্রহ করা হয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় দেশে ৫২টি পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ১২ হাজার ৭০৪টি। আগের দিন নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল ১১ হাজার ৪৩৯টি। গত ২৪ ঘন্টায় আগের দিনের চেয়ে ১ হাজার ২৬৫টি বেশি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ৩ লাখ ৩৩ হাজার ৭৩টি।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, গত ২৪ ঘন্টায় মারা যাওয়া লোকদের মধ্যে ৩৩ জন পুরুষ এবং ৪ জন নারী। এদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১০ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৫ জন, রংপুর বিভাগে ২ জন, বরিশাল বিভাগে ৩ জন, রাজশাহী বিভাগে ২ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ১ জন এবং সিলেট বিভাগে ৪ জন মারা গেছেন। বয়স বিশ্লেষণে দেখা যায় গেছে, ৮১ থেকে ৯০ বছরের মধ্যে ২ জন, ৭১ থেকে ৮০ বছরের মধ্যে ১০ জন, ৬১ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে ৯ জন, ৪০ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে ১ জন, ৫১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে ১০ জন, ৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে ৪ জন, ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে ১ জন মারা গেছেন। তাদের মধ্যে হাসপাতালে মারা গেছেন ২৮ জন এবং বাসায় মারা গেছেন ৯ জন।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘন্টায় আইসোলেশনে রাখা হয়েছে ৩৮৮ জনকে। বর্তমানে আইসোলেশনে আছেন ৬ হাজার ২৪০ জন। ২৪ ঘন্টায় আইসোলেশন থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন ১৬৯ জন, এখন পর্যন্ত মোট ছাড়পত্র পেয়েছেন ৩ হাজার ৪০৭ জন। সারাদেশে আইসোলেশন শয্যা রয়েছে ১৩ হাজার ২৮৪টি। প্রস্তুত করা হচ্ছে আরও ৭০০ শয্যা। ঢাকার ভেতরে রয়েছে ৭ হাজার ২৫০টি। ঢাকা সিটির বাইরে ৬ হাজার ৩৪টি শয্যা রয়েছে। আইসিইউ রয়েছে ৩৯৯টি, ডায়ালাসিস ইউনিট রয়েছে ১১২টি।

ডা. নাসিমা সুলতানা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় প্রাতিষ্ঠানিক ও হোম কোয়ারেন্টাইনসহ মোট কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে ২ হাজার ৫০৬ জনকে। এখন পর্যন্ত ২ লাখ ৯০ হাজার ৩৮৫ জনকে কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে। কোয়ারেন্টাইন থেকে গত ২৪ ঘণ্টায় ৩ হাজার ৯৭ জন এবং এখন পর্যন্ত মোট ২ লাখ ৩১ হাজার ৮৪০ জন ছাড়পত্র পেয়েছেন। বর্তমানে মোট কোয়ারেন্টাইনে আছেন ৫৮ হাজার ৫৪৫ জন।বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য ৬২৯টি প্রতিষ্ঠান প্রস্তুত রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে সেবা দেয়া যাবে ৩১ হাজার ৯৯১ জনকে।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, কেন্দ্রীয় ঔষধাগার থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (পিপিই) গত ২৪ ঘণ্টায় সংগৃহিত হয়েছে ১০ হাজার ২০টি। এ পর্যন্ত সংগ্রহ করা হয়েছে ২৪ লাখ ৯৯ হাজার ১৮২টি। গত ২৪ ঘন্টায় বিতরণ হয়েছে ২০ হাজার ৪৩০টি। এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে ২১ লাখ ৬০ হাজার ৭২৩টি। বর্তমানে ৩ লাখ ৩৮ হাজার ৪৫৯টি পিপিই মজুদ রয়েছে।গত ২৪ ঘন্টায় হটলাইন নম্বরে ১ লাখ ৭৬ হাজার ৪৩০টি এবং এ পর্যন্ত প্রায় ৯০ লাখ ৭৩ হাজার ৫১১টি ফোন কল রিসিভ করে স্বাস্থ্য সেবা ও পরামর্শ দেয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।তিনি জানান, করোনাভাইরাস চিকিৎসা বিষয়ে এ পর্যন্ত ১৬ হাজার ২৫৩ জন চিকিৎসক অনলাইনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ২৪ ঘন্টায় আরও ৬ জন চিকিৎসক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এদের মধ্যে ৪ হাজার ২১৭ জন স্বাস্থ্য বাতায়ন ও আইইডিসিআর হটলাইনগুলোতে স্বেচ্ছাভিত্তিতে সপ্তাহে ৭ দিন ২৪ ঘন্টা জনগণকে চিকিৎসাসেবা ও পরামর্শ দিচ্ছেন।ডা. নাসিমা সুলতানা জানান, দেশের বিমানবন্দর, নৌ, সমুদ্রবন্দর ও স্থলবন্দর দিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় ৯৪৭ জনসহ সর্বমোট বাংলাদেশে আগত ৭ লাখ ৩ হাজার ৫৪০ জনকে স্ক্রিনিং করা হয়েছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরিস্থিতি তুলে ধরে তিনি জানান, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ১ জুন পর্যন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী ২৪ ঘন্টায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১১ হাজার ৯৩৩ জন। এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ২ লাখ ৭২ হাজার ৫১২ জন। ২৪ ঘন্টায় মারা গেছেন ৩১২ জন এবং এ পর্যন্ত ৭ হাজার ৭৪৩ জন।বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ১ জুন পর্যন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী, সারাবিশ্বে ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১ লাখ ২২ হাজার ৯১৭ জন। এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ৬০ লাখ ৫৭ হাজার ৮৫৩ জন। ২৪ ঘন্টায় মারা গেছেন ৪ হাজার জন এবং এ পর্যন্ত ৩ লাখ ৭১ হাজার ১৬৬ জন।

আপনার সুস্থতা আপনার হাতে উল্লেখ করে করোনাভাইরাসের সংক্রমন ঠেকাতে সকলকে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে মেনে চলতে তিনি সকলের প্রতি আহবান জানান।করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে সবাইকে ঘরে থাকা, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, জনসমাগম এড়িয়ে চলা, সর্বদা মুখে মাস্ক পরে থাকা, সাবান পানি দিয়ে বারবার ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধোয়া, বাইরে গেলে হ্যান্ড গ্লাভস ব্যবহার, বেশি বেশি পানি ও তরল জাতীয় খাবার, ভিটামিন সি ও ডি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া, ডিম, মাছ, মাংস, টাটকা ফলমূল ও সবজি খাওয়াসহ শরীরকে ফিট রাখতে নিয়মিত হালকা ব্যায়াম এবং স্বাস্থ্য অধিদফতর ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ-নির্দেশনা মেনে চলার অনুরোধ জানানো হয়।তিনি ধূমপান থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ধূমপান অতিরিক্ত ঝুঁকি তৈরি করে।

## মণিপুরে প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে সন্তানের জন্ম দিলেন মহিলা, নবজাতকের নাম এমানুয়েল কোয়ারেন্টিনো

ইমফল, ২ জুন (হি.স.) : মণিপুরের এক প্রতিষ্ঠানিক একান্তবাসে (কোয়ারেন্টাইন সেন্টার) সুস্থ ফুটফুটে এক পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন গোয়া-ফেরত ২৭ বছরের মহিলা অঞ্জলি হামাংতে। নবজাতকের বাবা ও মা তার নাম রেখেছেন এমানুয়েল কোয়ারেন্টিনো।

গত ২৭ মে শ্রমিক স্পেশাল ট্রেনে জিরিবাম হয়ে অঞ্জলি হামাংতে এবং তাঁর স্বামী মণিপুরে কাংপকপি জেলার হাইপিতে তাঁদের বাড়ি আসেন। এখানে আসার পর দম্পতিকে হাইপিতে অবস্থিতি এমানুয়েল স্কুলে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে রাখা হয়। কোয়ারেন্টাইনের বিশেষ সেলে অঞ্জলি হামাংতেকে রেখে প্রয়োজনীয় পরিচর্যা ও চিকিৎসা প্রদান করেন ডাক্তাররা। এখানেই গত ৩১ মে ফুটফুটে পুত্রসন্তানের জন্ম দেন অঞ্জলি।

মঙ্গলবার কাংপকপি জেলা হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট (ইনচার্জ) ডা. পাওতিনলাল হাওকিপ এই খবর দিয়ে জানান, কিছুদিন আগে অঞ্জলির বাবার মৃত্যু হয়েছিল। বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তিনি তাঁর স্বামীকে নিয়ে এখানে আসেন। বাবার শেষকৃত্য সম্পন্নের পর তাঁকে কোয়ারেন্টাইনে নিয়ে আসা হয়। তিনি আরও জানান, প্রসূতি মায়ের সোয়াব পরীক্ষার জন্য ইমফলের দ্যা জওহরলাল নেহরু ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স (জেএনআইএমএস)-এর ল্যাবে পাঠানো হয়েছে। ফলাফল এখনও আসেনি। সোয়াব সংগ্রহ করার পর ওই দিন সকাল ৭ টা নাগাদ মহিলার প্রসবযন্ত্রণা শুরু হয়। তার পর ডা. থাংবই এবং ডা. ফিলহিঙের নেতৃত্বে একটি মেডিক্যাল টিম প্রয়োজনীয় সমস্ত পিপিই কিট পরে অপারেশনে নামেন। পরবর্তীতে ৯ টা ৪৫ মিনিটে তিনি একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেন।

ডা. পাওতিনলাল হাওকিপ জানান, নবজাতকের ওজন ৩.২ কেজি।

ছয়ের পাতায়

## বেনাপোলে বিশেষ ব্যবস্থায় ভারত-বাংলাদেশ আমদানি-রফতানী শুরু

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ০২।।মহামারী করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ভারত সরকারের নিষেধাজ্ঞায় স্থলপথে আমদানি-রফতানি বাণিজ্য বন্ধ থাকার দীর্ঘ ৭০ দিন পর বেনাপোলে বিশেষ ব্যবস্থায় ভাবত-বাংলাদেশ আমদানি-রফতানী শুরু হয়েছে।এতে ব্যবসায়ীদের মধ্যে স্বস্তি ফিরেছে। কাস্টমস ও রেলওয়ে বিভাগের পণ্য ছাড় করনের কার্যক্রম দ্রুতগতিতে চলছে। এর আগে বাংলাদেশ রেলওয়ে ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড রেলপথে মালামাল আমদানির অনুমতি দেয়।রোববার ৪২ টি ওয়াগনে ভারত থেকে ২ হাজার ৬০০ মেট্রিক টন শুকনা মরিচ, হলুদ ও আদা আমদানি করা হয়, আর সোমবার আসছে ৪২ ওয়াগন পেঁয়াজ।

জানাগেছে,বেনাপোল রেলপথে এই প্রথম খাদ্যদ্রব্য জাতীয় কোন পণ্যের আমদানি।রেল ষ্টেশন মাষ্টার সাইদুজ্জামান ও আমদনিকারকের প্রতিনিধি বাদশা জানান, করোনাভাইরাসের কারণে স্থলপথে আমদানি বন্ধ থাকায় তাদের এসব পণ্য আড়াই মাস যাবত ভারতের পেট্রাপোলে বন্দরে আটকা ছিল। অবশেষে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টায় রেলপথে এসব পণ্য ঢুকেছে। আমদানিকৃত খাদ্যদ্রব্যের চালান ছাড় করাতে কাস্টমস ও রেলওয়ের আনুষ্ঠানিকতা চলছে। কাজ সম্পূর্ণ হলে চালানটি ছাড় দেওয়া হবে। ফলে কিছুটা হলেও ক্ষতির হাত থেকে বাঁচবেন ব্যবসায়িরা। উপকৃত হবে দেশ ও জাতি।

বাংলাদেশ-ভারত চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির পরিচালক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক মতিয়ার রহমান জানান, বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রকৃতি ভারতীয় পণ্যের চাহিদা মেটাতে ভারত থেকে বেনাপোলে রেলকার্গো চালু এখন সময়ের দাবি। আমদানিকারকের সামনে মুক্তবাজার অর্থনীতি, বিকল্প পণ্য, বিকল্প দেশ উন্মুক্ত। বহু আমাদানিকারক বেনাপোল থেকে চট্রগ্রাম, মোংলা ও অন্যান্য বন্দরে চলে গেছে। ৩৫ হাজার কোটি টাকা আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য কিছু লোভী ও দুর্বৃত্ত ব্যক্তির খামখেয়ালের ওপর নির্ভরশীল হয়ে চলতে পারে না। দু’দেশের নীতি নির্ধারকদেরকে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে মাফিয়ামুক্ত সুষম বাণিজ্যের পরিবেশ তৈরি করতে হবে। সিন্ডিকেট মুক্ত সহজ সুষম বাণিজ্য নিশ্চিত করতে হলে কমলাপুর আইসিডির মতো শর্তহীন অবাধে সব রকম পণ্য রেলকার্গো ও কন্টেইনারে আমদানির বিকল্প নেই বলেও জানান তিনি।বাংলাদেশে শিল্প কারখানার জন্য ভারতীয় পণ্য, কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতির চাহিদা ক্রমশ: বাড়ছে। আমদানিকারকরা চীন ও ইউরোপের পরিবর্তে ভারত থেকে পণ্য ও কাঁচামাল আনতে আগ্রহী। কিন্তু বিলম্ব ও হয়রানির কারনে তারা বেনাপোল বন্দর থেকে থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। এসময়ে দেশের ক্রমবর্ধমান শিল্প ও বাণিজ্যিক পণ্যের চাহিদা মেটাতে ভারত থেকে বেনাপোলে রেলকার্গো চালু অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে।

বেনাপোল স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ রেলকার্গো হ্যান্ডলিংয়ের সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। ট্রাক বাহিত পণ্য বেনাপোল আসতে যেখানে ৫ থেকে ৭ দিন লাগে,সেখানে রেলকার্গোতে পৌঁছাতে লাগছে মাত্র ৩ ঘণ্টা। বাকি কয়েক ঘণ্টায় শুল্কায়ন ও খালাস কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে পণ্য চলে যাবে নির্দিষ্ট আমদানিকারকের ঘরে। এ পরিস্থিতিতে পুরোদমে রেলকার্গো চালু হলে আমদানি দ্বিগুণ হবে বলে জানান তিনি।

## শিলচরের জলবন্দি এলাকা পরিদর্শন জেলাশাসকের, সমস্যা সমাধানের আশ্বাস

শিলচর (অসম), ২ জুন (হি.স.) : প্রবল বর্ষণের ফলে শিলচর পুর এলাকায় মিনি বন্যার সৃষ্টি হয়েছে। জেলা জলসম্পদ দফতরের কর্মকর্তারা লঙ্গাই খাল সংস্কার হয়েছে, আর জমা জলের সমস্যা হবে না বলে দাবি করলেও শহরের বাস্তব চিত্র ধরা পড়েছে দু-দিনের বর্ষণে। সর্বত্র এখন জলে থই থই।

জমা জলে আবদ্ধ পুর নাগরিকদের হালহকিকত পর্যালোচনা করতে আজ মঙ্গলবার কাছাড়ের জেলাশাসক কীর্তি জল্লি অতিরিক্ত জেলাশাসক সুমিত সত্তাওয়ানকে সঙ্গে নিয়ে শিলচর শহর চষে বেরিয়েছেন। তাঁরা পুর এলাকার বিভিন্ন জলাবদ্ধ এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করে পরিস্থিতি সম্পর্কে নাগরিক ও বিভাগীয় আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন শিলচর পুরপর্যদের এগজিকিউটিভ অফিসার, জলসম্পদ বিভাগের সকল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ত (সড়ক) দফতরের আধিকারিক এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় আধিকারিকগণ।

নালার উপর বাড়িঘর ও দোকান নির্মাণ এবং স্থানীয় বাসিন্দা কর্তৃক আবর্জনা দিয়ে ড্রেন ভরাট করার কারণে এবং অবৈধ দখল হওয়ায় এই সমস্যা আরও বেড়ে গেছে। জেলাশাসক কথা বলেছেন, যাঁরা নানা সময় দাবি করেন, এই সকল অবৈধ দখল অবিলম্বে অপসারণ করা উচিত।

জেলাশাসকের নেতৃত্বাধীন পরিদর্শনকারী দল নেতাজি সুভাষ অ্যাভিনিউ, রাধামধব রোড, বিলপাড়, পূর্ণস্থল রোড, চার্চ রোডের জলবন্দি এলাকাগুলি পরিদর্শন করে পীড়িত মানুষের দুর্দশা দেখেছেন।

জেলাশাসক এলাকার জনগণের অভিযোগগুলি শোনে বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে সমাধানের উপায় সন্ধানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন। শিলচরের জলাবন্দি এলাকাগুলির বাসিন্দাদের সাথে কথা বলার সময় জেলাশাসক কীর্তি জল্লি বলেন, এই সমস্যা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমস্যা সমাধানে যথাসাধ্য সব পদক্ষেপ নেওয়া হবে। নাগরিকদের আতঙ্কিত না হওয়ার অনুরোধ জানিয়ে তিনি তাঁদের আশ্বাস দিয়ে বলেন, তাৎক্ষণিকভাবে পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। উন্নত কালভার্ট তৈরি করে সমস্যার স্থায়ী সমাধান হতে পারে বলে দাবি করেছেন তিনি। তবে সমস্যা সমাধানের জন্য কিছু সময় লাগতে পারে বলে জানিয়ে আশ্বস্ত করেছেন জেলাসাসক। এদিকে নাগরিকরাও স্থায়ী সমস্যা সমাধানের আশা ব্যক্ত করে

ছয়ের পাতায়

## সন্তোষ হত্যাকাণ্ড : অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারকে গ্রেফতারের দাবিতে হাফলঙে অনশন কর্মসূচি

হাফলং (অসম), ২ জুন (হি.স.) : ঠিকাদার সন্তোষ হোজাই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত পুলিশ অফিসার সূর্যকান্ত মরানকে গ্রেফতারের দাবিতে হাফলঙে জেলাশাসকের কার্যালয়ের সামনে অল ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়ন, ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়ন, ডিমাসা মাদার্স অ্যাসোসিয়েশন মঙ্গলবার সকাল ৭.০০টা থেকে বিকেল ৫.০০ টা পর্যন্ত অনশন কর্মসূচি পালন করেছে।

উল্লেখ্য, গত ২৪ এপ্রিল হারাঙ্গাজাওয়ে তাঁর বাড়ি থেকে ঠিকাদার সন্তোষ হোজাইকে পাঁচ জনের দুষ্কৃতকারীর এক দল অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। এর পর ৩০ এপ্রিল সন্তোষ হোজাইয়ের অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করে লাংটিং পুলিশ। এই অপহরণ ও হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে ডিমা হাসাওয়ের বিদায়ী ডিএসপি সূর্যকান্ত মরানের নাম। ইতিমধ্যে সূর্যকান্ত মরানকে অন্যত্র বদলি করা হয়েছে।

আজকের অনশনস্থলে ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক প্রমিত সেংইয়ং বলেন, সন্তোষ হোজাইকে খুনের সঙ্গ জড়িত অভিযুক্ত সূর্যকান্ত মরানকে গ্রেফতারের দাবিতে এক সপ্তাহ আগে আমরা লাগাতার তিন দিন জেলাশাসকের কার্যালয়ের সামনে ধরনা কর্মসূচি পালন করেছি। এর পরও সরকার পুলিশ অফিসার তথা ডিএসপিকে গ্রেফতার করতে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। তাই আজ (মঙ্গলবার) আমরা এই হত্যাকাণ্ডের সিবিআই বা এনআইএ তদন্তের দাবি জানানোর পাশাপাশি অবিলম্বে ডিএসপি সূর্যকান্ত মরানকে গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে ১০ ঘণ্টার অনশনে বসেছি। তিনি বলেন, তার পরও যদি সরকার এ ব্যাপারে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তা হলে আমাদের আন্দোলন আরও তীব্রতর করে তোলা হবে।

অল ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়নের সভাপতি উত্তম লাংথাসা বলেন, আগামী ৮ জুন সন্তোষ হোজাই হত্যা

ছয়ের পাতায়

## বিশ্ব মানবজাতির মঙ্গল কামনায় বাংলাদেশে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর তিরোধান দিবস পালিত



মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ০২।। করোনা মহামারি প্রাদুর্ভাবের ভয়াবহতা মাথায় রেখে নিরাপদ সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বিশ্ব মানবজাতির মঙ্গল কামনায় বাংলাদেশে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর তিরোধান দিবস পালিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ১০ টায় বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী উপজেলার ঐতিহ্যবাহী কয়ড়া কালিবাড়ি মন্দিরে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর তিরোধান দিবস উপলক্ষে এক পূজা উৎসবের আয়োজন করা হয়। অসংখ্য ভক্ত অনুরাগীদের উপস্থিতিতে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর পূজা উৎসব সম্পন্ন হয়। এই পূজা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, ধর্মানুরাগী বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট এর সিনিয়র সহ-সভাপতি ও আধুনিক সমাজ সংস্কারক সুবাস সাহা। মন্দির প্রাঙ্গনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মন্দির কমিটির সাধারন সম্পাদক সমীর কুমার কুন্ডু, মন্দির পরিচালনা কমিটির অন্যতম সদস্য বিপ্লব কুমার পাল, অমিত কুমার সাহা, নারায়ন চন্দ্র দাস নারু, শ্যাম সুন্দর কুন্ডু, ডা: দুলাল করসহ এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। পূজা উৎসব পরিচালনা করেন পূজারী গুরুদাস চক্রবতী।

বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট এর সিনিয়র সহ-সভাপতি ও আধুনিক সমাজ সংস্কারক সুবাস সাহা প্রধান অতিথীর বক্তৃতায় বলেন,ত্রিকালদর্শী লোকনাথ বলেছিলেন, ‘প্রতিদিন রাতে শোবার সময় সারাদিনের কাজের হিসাব-নিকাশ করবি অর্থাৎ ভাল কাজ কী কী করেছিস আর খারাপ কাজ কী কী করেছিস ? যে সকল কাজ খারাপ বলে বিবেচনা করলি সে সকল কাজ আর যাতে না করতে হয় সেদিকে খেয়াল রাখবি।’

সুবাস সাহা বলেন,লোকনাথ বাবার কথায়,সূর্য উঠলে যেমন আঁধার পালিয়ে যায়। গৃহস্থের ঘুম ভেঙে গেলে যেমন চোর পালিয়ে যায়, ঠিক তেমনি বার-বার বিচার করলে খারাপ কাজ করবার প্রবৃত্তি পালিয়ে যাবে।আমাদের সকলকে লোকনাথ বাবার আদর্শে অনুপ্রানিত হয়ে আগামীদিনে সুন্দর সমাজ গঠনের লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। তিনি করোনা মোকাবেলায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ জানান।

পূজা উৎসব শেষে বিশ্ব মানব সন্তানের মঙ্গল কামনা করে সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থণা করেন পূজারী গুরুদাস চক্রবতী।সবশেষে উপস্থিত ভক্ত-অনুরাগীদের মাঝে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

উল্লেখ্য যে, জন্মাষ্টমী তিথিতেই জন্ম হয়েছিল লোকনাথ ব্রহ্মচারীর।তিনি ১১৩৭ বঙ্গাব্দ বা ইংরেজি ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন যশোহর জেলা আর বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা জেলার বারাসাত মহকুমার চৌরশী চাকলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম রামনারায়ণ ও মায়ের নাম কমলা দেবী। বাবা ছিলেন ধার্মিক ব্রাহ্মণ। পিতা-মাতার চতুর্থ সন্তান ছিলেন তিনি। লোকনাথকে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করানোর জন্য ১১ বছরে উপনয়ন দিয়ে পাশের গ্রামের ভগবান গাঙ্গুলীর হাতে তুলে দেন। এ সময় তাঁর সঙ্গী হন বাল্যবন্ধু বেনীমাধব।ভক্তদের কাছে তিনি বাবা লোকনাথ নামেই পরিচিত। তাঁর বিখ্যাত বাণী ‘রণে বনে জলে জঙ্গলে যখনই বিপদে পড়িবে, আমাকে স্মরণ করিও, আমিই রক্ষা করিব।’

## করোনায় রিকভারি রেট ৪৮ শতাংশের বেশি, জানাল স্বাস্থ্যমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২ জুন (হি. স.): ভারতে করোনা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার সংখ্যা দিনকে দিন বাড়ছে। শুধুমাত্র মঙ্গলবারেই সুস্থ হয়ে উঠেছে ৩৭০৮। ফলে রিকভারি রেট ছাড়িয়ে গিয়েছে ৪৮ শতাংশের বেশি। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী যুগ্মসচিব লভ আগারওয়াল জানিয়েছেন, দেশে করোনা মৃত্যুর ৭৩ শতাংশ হচ্ছে সেই সকল মানুষ যারা মধুমেয়, হৃদযন্ত্রের অসুস্থতা এবং শ্বাসকষ্ট রোগে জর্জরিত। আক্রান্ত হওয়া মাত্র ১০ শতাংশের মধ্যে ৫০ শতাংশ মৃত্যু লক্ষ্য করা গিয়েছে। ফলে এইসব রোগে আক্রান্ত

ছয়ের পাতায়

# হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

## শুষ্ক ও ভঙ্গুর চুলের প্রাকৃতিক যত্ন

জেনে নিন প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে মলিন ও নির্জীব চুলের যত্ন নেওয়ার উপায়।

এই সময়ে চুলের স্পা, ট্রিম বা প্রোটিন প্যাক ইত্যাদির করানোর সুযোগ না থাকায় চুল অনেকক্ষেত্রেই হয়ে পড়ছে রুক্ষ ও ভঙ্গুর। ঘরে বসে প্রাকৃতিক উপাদানের সাহায্যে চুলের যত্ন নেওয়া সম্ভব।

রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে ঘরে বসে চুলের প্রাকৃতিক যত্ন নেওয়ার উপায় সম্পর্কে জানানো হল।

জলপাইয়ের তেল: চুলের আর্দতা ফিরিয়ে আনতে জলপাইয়ের তেল চমৎকার কাজ করে। ১/৪ কাপ জলপাইয়ের তেল নিয়ে চুল কয়েকভাগে ভাগ করে ব্যবহার করুন। তেল গরম না করেই চুলে ভাগ ভাগ করে তা লাগান। তেল দেওয়া শেষ হলে চুল 'শাওয়ার ক্যাপ' দিয়ে এক ঘন্টা পর্যন্ত ঢেকে রাখুন। এরপর কুসুম গরম পানি ব্যবহার করে চুল শ্যাম্পু করে নিন। নিয়মিত সপ্তাহে একবার ব্যবহারে চুলের নির্জীবভাব ও আগা ফাটার সমস্যা দূর হবে।

অ্যাপল সাইডার ভিনিগার: মলিন ও নির্জীব চুলের তাৎক্ষনিক যত্ন নিতে অ্যাপল সাইডার ভিনিগারের মাস্ক খুব ভালো কাজ করে। দুই চা-চামচ ভিনিগার, দুই চা-চামচ জলপাইয়ের তেল ও একটা ডিম একসঙ্গে মিশিয়ে মাস্ক তৈরি করে চুলে মাখুন। মাস্ক ব্যবহারের পর চুল শাওয়ার ক্যাপ বা প্লাস্টিকের কাগজ দিয়ে ঢেকে রাখুন দুই ঘন্টা। এরপর শ্যাম্পু করে ফেলুন।

চা: চুল ঝলমলে করতে চা পাতা খুব ভালো কাজ করে। দুধ, চিনি ছাড়া চা পাতা ফুটান। ফুটানো চায়ের নির্যাস ঠাণ্ডা করে শ্যাম্পু করার পরে চুল ধোয়ার জন্য তা ব্যবহার করুন। এতে চুলের বর্ণ উজ্জ্বল হবে এবং প্রাণবন্ত লাগবে দেখেতে।

ডিম: ডিম প্রোটিন সমৃদ্ধ যা চুলে চমৎকার কাজ করে। এক টেবিল-চামচ শ্যাম্পুর সঙ্গে একটা ডিম মিশিয়ে চুলে ব্যবহার করুন। সর্বোচ্চ এক ঘন্টা রেখে কুসুম গরম পানি দিয়ে তা ধুয়ে ফেলুন। এতে চুল হবে উজ্জ্বল ও মাথার ত্বকের প্রোটিনের চাহিদা পূরণ হবে।

## ঘরে থাকলেও চুল ও ত্বকের ওপর প্রভাব পড়তে পারে

লকডাউনে ঘরে থাকা মানেই যে ত্বক ও চুলে বাড়তি কোনো পরিচর্যার প্রয়োজন নেই তা কিন্তু নয়।

ঘরে থাকলেও ত্বক ও চুল সুস্থ রাখতে সঠিক যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন।

রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ভারতের আহমেদাবাদের ত্বক বিশেষক ডা. মিতা দেশাই বলেন, "ত্বকে সূর্যালোক কম লাগা মানে হল ভিটামিন ডি'র ঘাটতি। ভিটামিন ডি'র অভাবে ত্বকে ব্রণ, একনি, নখ ফাটা, চুল পড়া, অপরিষ্কার ত্বক, জ্বলুনি, ঘুম ও মানসিক শান্তির অভাব ইত্যাদি দেখা দেয়। ভিটামিন ডি'র অভাবে ত্বকের সমস্যা যেমন সিরোসিস আরও মারাত্মক রূপ নিতে পারে।"

শরীর সুস্থ রাখতে সূর্যের আলো থেকে সরাসরি পাওয়া ভিটামিন ডি কার্যকর।

ডা. দেশাই বলেন, "ঘরে থেকে পাওয়া সূর্যের আলো পর্যাপ্ত নয় কারণ গরম থেকে বাচঁতে ঘরে শীতাতপের ব্যবস্থা করা হয়, তাই ভিটামিন ডি পেতে ১০ থেকে ১৫ মিনিটের জন্য জানালা বা বারান্দার পাশে দাঁড়ানোর অভ্যাস গড়ে তুলতে পারেন।"

ভিটামিন ডি'য়ের চাহিদা মিটাতে খাবারে মাশরুম, চর্বি যুক্ত মাছ- যেমন টুনা, ডিমের কুসুম, পনির, ফলের রস, দুধের তৈরি খাবার, সয়া দুধ ইত্যাদি যোগ করা যেতে পারে।

লকডাউনে থাকা অবস্থাতেও ঘরে বসে ত্বকের যত্ন নেওয়া উচিত। কারণ অনেক সময় বাইরের চেয়েও ঘরের বাতাস বেশি দূষিত থাকে বলে মনে করেন ডা. দেশাই। তাই এই সময়ে রূপচর্চা করার পরামর্শ দেন তিনি।

তার মতে, "যারা এইসময় কোনো রকম মেইকআপ ব্যবহার করছেন না তারাই সবচেয়ে ভালো কাজ করছেন। তাই বলে ত্বকের যত্ন নেওয়া ছেড়ে দেওয়া যাবেনা।"

"নিয়মিত ত্বক পরিষ্কার করা ও আর্দ রাখার কথা মনে রাখতে হবে। ত্বকের সমস্যা দূর করতে রেটিনল, হাইড্রোক্সি অ্যাসিড এবং নাইট ক্রিম ব্যবহার করুন। প্রয়োজনে খাওয়ার ভিটামিন ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট গ্রহণ করুন এতে ত্বক ও চুল ভালো থাকবে।"

ফ্যাশন ও বিউটি ব্লগার ধ্বনি বাজাজ গরমে লকডাউন থাকা অবস্থায় ত্বকের যত্ন নেওয়ার কিছু উপায় সম্পর্কে জানান।

- মধু ত্বক টানটান করে ও আর্দ রাখে।
- চিনি ত্বক এক্সফলিয়েট করে।
- লেবু ত্বকের বিষাক্ত উপাদান দূর করে

লক ডাউনে চুলের যত্ন

ঘরে থাকলেও ঘাম ও মৃত কোষ সৃষ্টি হয়। তাই চুল পরিষ্কার রাখতে সপ্তাহে দুএকবার শ্যাম্পু করা উচিত। প্রতিদিন বা ঘন ঘন শ্যাম্পু করতে চাইলে মৃদু শ্যাম্পু ব্যবহার করুন, এতে মাথার ত্বক শুষ্ক হবে না।

চুল ও মাথার ত্বক আর্দ রাখার চেষ্টা করতে হবে। চুল কন্ডিশন করা বাদ দেওয়া যাবেনা। চুলের যত্নে প্যাক ও তেল মালিশ উপকারী। প্রাকৃতিক উপাদান যেমন- জলপাইয়ের তেল, অ্যালো ভেরা ইত্যাদি ব্যবহার করে চুলের যত্ন নিন।

কোন রকম প্রসাধনী ও যন্ত্রপাতি ছাড়া প্রাকৃতিকভাবেই চুল শুকানোর চেষ্টা করতে হবে। এতে আগা ফাটা ও ক্ষতি হওয়ার সমস্যা কমে যায়। চুল খোলা না রেখে বরং হালকা করে বেঁধে ঘুমান।

লকডাউনের সময় সুস্থ থাকতে ডাক্তার দেশাইয়ের দেওয়া আরও কয়েকটি পরামর্শ হল:

- যোগ ব্যায়াম, ধ্যান না গান শুনে মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।
- ভাজা পোড়া খাদ্যাভ্যাস বাদ দিয়ে স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।
- অ্যাল্কোহল থেকে বিরত থাকতে হবে।
- সারাদিন পর্যাপ্ত পানি পান করুন এবং আর্দ থাকুন।
- কর্মব্যস্ত থাকুন। প্রয়োজনে নানা ধরনের ভিডিও থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়া যেতে পারে।
- পর্যাপ্ত ও নিরবিচ্ছিন্ন ঘুম নিশ্চিত করুন।
- যতটা সম্ভব মুখ কম স্পর্শ করুন। এতে কেবল করোনাভাইরাস থেকে নয় বরং ব্রণ থেকেও রক্ষা পাওয়া যাবে।

## 'অ্যান্টি এইজিং' প্রসাধনী ব্যবহারের উপযুক্ত সময়

সময় গেলে সাধন হবে না। তাই সময় থাকতেই সাধনা করলে বয়স্কভাব দেরিতে আসতে পারে।

আর এজন্য স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও সুস্থ জীবনযাপনের পাশাপাশি 'অ্যান্টি এইজিং' বা বয়স্ক প্রতিরোধক প্রসাধনীর ব্যবহার উপযুক্ত সময় থেকেই শুরু করা ভালো।

সাজসজ্জা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে এই বিষয়ের ওপর প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানানো হয়, বয়স পঁচিশ ছুঁই ছুঁই হলেই ত্বক পরিচর্যার রুটিনে খানিকটা পরিবর্তন আনা প্রয়োজন।

কৈশোরের ছোটখাটো ব্রণের সমস্যা ছাড়া ত্বকে আর কোনো রকমের সমস্যা দেখা দেয় না। এই বয়সে ত্বক সবচেয়ে বেশি সুস্থ থাকে। অনেকে বিশের পর থেকে অ্যান্টি এইজিং ক্রিম ব্যবহার করা শুরু করলেও পঁচিশ বছর এই ক্রিম ব্যবহারের উপযুক্ত সময়।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ত্বকে পরিবর্তন আসতে থাকে। সময় থাকতে 'অ্যান্টি এইজিং' ক্রিম ব্যবহারে তা দীর্ঘ মেয়াদে ত্বক ভালো রাখে।

'অ্যান্টি এইজিং' প্রসাধনী কেবল বলিরেখা দূর করে না বরং ত্বকে বয়সের ছাপ দূর করে। রোদ, আবহাওয়া ও দূষণের ত্বকের ক্ষতি করে এবং এই ক্ষয় দূর করতে 'অ্যান্টি এইজিং' প্রসাধনী সহায়তা করে।

ত্বকের ধরন অনুযায়ী পণ্য ব্যবহার করা উচিত। চাইলে ত্বক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে পারেন।

## বার বার ধোয়ার কারণে হাত শুষ্ক হলে

অতিরিক্ত ধোয়ার কারণে শুষ্ক হওয়া হাত আর্দ রাখার জন্য রয়েছে প্রাকৃতিক উপাদান।

করোনাভাইরাসের তাণ্ডব মোকাবেলায় ঘরে থাকা আর হাত ধোয়া ছাড়া আর কোনো হাতিয়ার আমাদের এখন পর্যন্ত নেই। বার বার হাত ধোয়ার কারণে হাত শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে অ্যালকোহলযুক্ত স্যানিটাইজার ব্যবহার করলে এই শুষ্কতা আরও বাড়ছে।

অনেকের আবার অতিরিক্ত স্যানিটাইজার ব্যবহারের কারণে হাতের চামড়াও উঠছে। তাই বলে হাত পরিষ্কার রাখা তো আর বন্ধ রাখা যাবে না।

তাই স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল এমন পরিস্থিতিতে হাতের ত্বকের যত্ন নেওয়ার উপায়।

অ্যালো ভেরা: ত্বককে প্রশান্তি দেওয়ার ক্ষমতা থাকে অ্যালোভেরাতে। এছাড়াও এতে থাকে ব্যাক্টেরিয়ানাশক ও প্রদাহনাশক গুণাবলীও। বাজারে আজকাল বেশ সহজলভ্য অ্যালো ভেরা, আবার বাসাতেও সহজেই অ্যালে ভেরার গাছ লাগিয়ে ফেলতে পারেন। প্রাকৃতিক এবং নিরাপদ ময়েশ্চারাইজার হিসেবে অ্যালোভেরার জুড়ি মেলা ভার।

পেট্রোলিয়াম জেলি: এই খনিজ উপাদানটি ময়েশ্চাইজার হিসেবে আমরা ব্যবহার করে আসছি বহু বছর ধরে। এটি ত্বকের ওপর তৈরি করে সুরক্ষা কবচ, ধরে রাখে তার জৈবিক তেল।

সূর্যমুখীর তেল: বিশেষজ্ঞদের মতে এই তেল ময়েশ্চারাইজার হিসেবে ব্যবহার করলে ত্বকের স্বাভাবিক আর্দতা ধরে রাখার পদ্ধতি জোরদার হয়।ওটস: গোসলের পানিতে যেকোনো ধরনের ওটস মিশিয়ে নিয়ে তা ত্বকের ক্ষয়পূরণ করতে সাহায্য করে। এছাড়াও জলপাইয়ের তেলের সঙ্গে ওটস মিশিয়ে ত্বকের প্রয়োগ করলেও উপকার পাওয়া যায়।

গ্লাভস: ঘরের কাজ নিজে করাই ভালো। গৃহস্থালী বিভিন্ন কাজে যথেষ্ট মাত্রায় শরীরচর্চা হয়। তবে পানি নিয়ে যেকোনো কাজ করার সময় রাবারের গ্লাভস ব্যবহার করলে হাতের শুষ্কতা কমবে।

কারণ লম্বাসময় পানিতে হাত ভেজা থাকলে ত্বকের জৈবিক তেল ধুয়ে যায়।

লেবুর রস: শুষ্ক ত্বকের সমাধানে লেবুও বেশ কার্যকর। এর রসে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম থাকে যা ত্বকের ক্ষয়পূরণ করে। ত্বকের শুষ্কতার কারণে যে বলিরেখা দেখা দেয় সেটা দূর করতে লেবুর রস অত্যন্ত উপকারী।

নারিকেল তেল: ময়েশ্চারাইজার হিসেবে নারিকেল তেল যেমন নিরাপদ, তেমনি পেট্রোলিয়াম জেলির মতোই কার্যকর। এর নিয়মিত ব্যবহারে ত্বকের আর্দতা বাড়ে, সেই সঙ্গে বাড়ে ত্বকের উপরিভাগের 'লিপিড ফ্যাট'য়ের মাত্রাও। নারিকেল তেলে থাকে 'স্যাচুরেইটেড ফ্যাটি অ্যাসিড' যা শুষ্ক ত্বকের ক্ষয়পূরণ করে ত্বককে মসৃণ করে তোলে।

মধু: ত্বক আর্দ রাখার পাশাপাশি প্রদাহ দূর করতে সাহায্য করে মধু। ত্বকের যত্নে একটি আদর্শ উপাদান এটি। মধু সরাসরি ত্বকের প্রয়োগ করতে পারেন নিশ্চিন্তে।

## বয়সের ছাপ দূর করার উপাদান

বলিরেখা ও বয়স্কভাব কমানোর উপাদান রয়েছে রান্নাঘরেই।

বার্ধক্যের ছাপ প্রথমেই পড়ে মুখে। দেখা দেয় বলিরেখা। প্রাকৃতিক উপাদানের সাহায্যে বয়সের এই ধরণের ছাপ ধীর করা যায়।

ত্বক-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে বয়সের ছাপ ধীর করার কয়েকটি পন্থা এখানে দেওয়া হল।

ডিম ও লেবুর রস: বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ত্বক ঝুলে যাওয়া ও দাগ পড়ার সমস্যা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে ডিম ও লেবুর প্যাক খুব ভালো কাজ করে।

একটা ডিম ভেঙে তার সাদা অংশ ও লেবুর রস মিশিয়ে প্যাক তৈরি করুন। তুলার বলের সাহায্যে প্যাকটা ত্বকে মেখে ২০ মিনিট অপেক্ষা করুন। শুকিয়ে এলে পরিষ্কার পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। ডিমে থাকা প্রোটিন ত্বকে টানটান ভাব আনে এবং লেবুর রস ত্বকের দাগ, ছোপ কমাতে সহায়তা করে।

চিনি ও মধু: চিনি প্রাকৃতিক এক্সফলিয়েটর হিসেবে কাজ করে। মৃত ও শুষ্ক কোষ দূর করে।

এক টেবিল-চামচ চিনির সঙ্গে এক টেবিল-চামচ মধু মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরি করে আলতোভাবে মুখে ব্যবহার করুন। ১০ মিনিট অপেক্ষা করে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। চিনি মৃত কোষ দূর করে এবং মধু লোমকূপের ময়লা দূর করতে সাহায্য করে।

চা ও আদা: চা বয়সের ছাপ ধীর করে। চা পানিতে ফুটিয়ে নিন। এতে কোনো রকম দুধ বা চিনি যোগ করবেন না। তারপর আদার রস বা নির্যাস যোগ করুন। চা ঠাণ্ডা হয়ে এলে তুলার বলের সাহায্যে তা মুখে ব্যবহার করুন। ১৫-২০ সেকেন্ড অপেক্ষা করে মুখ ধুয়ে নিন। এই প্যাক ত্বক উজ্জ্বল করে এবং বয়সের ছাপ দূর করে।

কলা ও জলপাইয়ের তেল: যারা বলিরেখা থেকে বাঁচতে চান তাদের জন্য এই প্যাক ভালো। একটা কলা চটকে এতে এক চা-চামচ জলপাইয়ের তেল মেশান।

প্যাকটি মুখে মেখে ১৫ মিনিট অপেক্ষা করে ধুয়ে ফেলুন।

কলা পটাশিয়াম, জিঙ্ক, ভিটামিন এ, বি, সি এবং ই সমৃদ্ধ যা ত্বকের বলিরেখা দূর করতে সাহায্য করে। অন্যদিকে, জলপাইয়ের তেল প্রাকৃতিকভাবে আর্দ রাখে ত্বক।

আঙ্গুর ও গোলাপজল: এই প্যাক তৈরি করতে কয়েকটি আঙ্গুর রস করে নিন এবং এতে কয়েক ফোঁটা গোলাপ জল মিশিয়ে প্যাক তৈরি করুন।

আঙ্গুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ এবং ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা ফেরাতে সাহায্য করে। গোলাপ জল ত্বক ঠাণ্ডা রাখে এবং মুখের বাড়তি তেল দূর করতে সহায়তা করে।

## রঙিন চুলের যত্ন নিতে

পার্লার যেহেতু বন্ধ তাই নিজের চুলের যত্ন নিতে হবে নিজেকেই।

রূপচর্চাবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনের আলোকে জানানো হল উপায়গুলো সম্পর্কে।

চুল রং করলে এর স্বাভাবিক গঠনে পরিবর্তন আসে। ফলে অধিকাংশেরই চুল হয়ে যায় রুক্ষ, ভঙ্গুর, শুষ্ক। চুলে রাসায়নিক রং প্রয়োগের সময় অনেকেই কিছু ভুল করেন। যেমন- চুলের সঙ্গে মানানসই প্রসাধনী বেছে ব্যবহার না করা, রং করার পর চুলের প্রয়োজনীয় যত্ন না নেওয়া।

রঙিন চুলের সঠিক যত্ন নিতে নিচের উপায়গুলো অনুসরণ করতে পারেন।

- রঙিন চুলে ব্যবহার করতে হবে 'সালফেট'মু শ্যাম্পু ও কন্ডিশনার, এতে চুলের ক্ষতি কমবে।
- চুলে শ্যাম্পু করার সময় কুসুম গরম পানি ব্যবহার করতে হবে। আর কন্ডিশনার ব্যবহারের পর চুল ধুতে হবে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে।
- সেরাম থাকলে তা প্রতিবার চুল পরিষ্কার করার সময় ব্যবহার করতে হবে। শ্যাম্পু করার পর এটি চুলে পুষ্টি যোগায়, সঙ্গে চুলের রং ধরে রাখতেও সহায়তা করে।
- তাপ প্রয়োগের মাধ্যমে চুল সুন্দর করে এমন পণ্য নিয়মিত ব্যবহার করলে চুলের ক্ষতি হয়। তাই এগুলো যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে। তাপের কারণে চুলের রং নষ্ট হয়, চুল তার আর্দতা হারায়, শুষ্ক ও ভঙ্গুর হয়।
- চুলের জন্য মানানসই শ্যাম্পু ও কন্ডিশনার খুঁজে বের করতে হবে। এমন পণ্য বাছাই করুন যা চুলের রং স্থায়ী করতে সাহায্য করে।
- চুলে চিরুণি কিংবা ব্রাশ চালানোর সময় সাবধান থাকতে হবে যাতে তা ভেঙে না যায়। চুল বাঁধতে স্পাইরাল হেয়ার টাই কিংবা কাপড়ের ব্যান্ড ব্যবহার করা উচিত যাতে চুল ছিঁড়ে যাওয়া থেকে কিছুটা সুরক্ষা পায়।

মঙ্গলবার আগরতলায় লোকনাথ আশ্রমে তিরধাম দিবস পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

# করিমগঞ্জের কালিগঞ্জে ভূমিধসে একই পরিবারের পাঁচ সহ ছয়জনের মর্মান্তিক মৃত্যু

করিমগঞ্জ (অসম), ২ জুন (হি.স.) : একে করোনা অতিমারিতে জনজীবন বিপর্যস্ত, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ধারা বৃষ্টিপাত ও ভূমিস্খলনে মৃত্যুর ঘটনায় করিমগঞ্জ জেলার মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে। গত ৪৮ ঘণ্টার অতিবৃষ্টিপাতের ফলে টিলাভূমির মাটি ধসে চার শিশু সহ ছয় জনের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছে করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত কালিগঞ্জ থানার করিমপুর গ্রামে।

ভূমিধসে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে একই পরিবারের পাঁচ সদস্য যথাক্রমে আজিজ উদ্দিন (৫৭), তাঁর স্ত্রী রেজিয়া বেগম (৪৫), তাঁদের তিন সন্তান আফতার হুসেন (১০), আমির হুসেন (৭) ও তাহেরা বেগম (৫) এবং অন্য পরিবারের জয়বান বিবি (১৪)-র। গুরুতর জখম হয়েছেন দশ জন। আহতদের মধ্যে দুই জনের অবস্থা শঙ্কাজনক হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁদের শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিহত ছয় জনের দেহ ময়না তদন্তের পর পরিবারের নিক আত্মীয়দের হাতে সমঝে দেওয়া হয়।

মর্মান্তিক হৃদয়বিদারক ঘটনাটি ঘটেছে করিমগঞ্জ শহর থেকে প্রায় কুড়ি কিলোমিটার দূরে কালিগঞ্জের করিমপুর গ্রামে। মঙ্গলবার ভোর সাড়ে চারটা নাগাদ এই ঘটনাটি ঘটেছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, পেশায় ঠেলা চালক আজিজ উদ্দিন স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাদের নিয়ে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিলেন। আজিজের ঘর ছিল একটি টিলার পাদদেশে। গত তিনদিনের অতি বৃষ্টিপাতের ফলে টিলাভূমির মাটি নরম হয়ে গিয়েছিল। ফলে ধারণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে টিলাভূমি। মঙ্গলবার সকালেও প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হচ্ছিল। সে সময়ই টিলাভূমি খসে আজিজের বসতগৃহের উপর পড়ে। এতে স্ত্রী, দুই পুত্র ও এক কন্যা সন্তান সহ আজিজ ঘুমন্ত অবস্থাতেই মাটি চাপা পড়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। পার্শবর্তী আরেকটি ঘরের ওপরও ধসে পড়ে। ফলে ১৪ বছরের এক কিশোরী জয়বান বিবিও অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

গ্রামের প্রতিবেশীদের নজরে ঘটনাটি আসতেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা উদ্ধারকার্যে নেমে পড়েন। খবর পেয়ে আজ সকাল আটটা নাগাদ সদর থানার ওসি ভোলারাম তেরাং এসডিআরএফ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান। তবে প্রশাসন পৌঁছার আগেই স্থানীয় জনতা মাটি সরিয়ে মৃতদেহগুলো উদ্ধার করে ফেলেন। পরে ওসি ভোলারাম তেরাং মৃতদেহগুলো ময়না তদন্তের জন্য করিমগঞ্জ অসামরিক হাসপাতালে নিয়ে আসেন। ময়না তদন্তের পর মৃতদেহগুলো নিহতদের নিকট আত্মীয় পরিজনদের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশ। একই পরিবারের পাঁচ জন সহ ছয় জনের মর্মান্তিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে করিমপুর গ্রামের পাশাপাশি সমগ্র জেলায় শোকাবহ পরিবেশ বিরাজ করছে।

## করোনার গতিকে বোঝা দরকার, দাবি আইসিএমআরের

নয়াদিল্লি,২ জুন (হি. স.): করোনার গোষ্ঠী সংক্রমন বলার আগে এই রোগ ছড়ানোর গতিকে বোঝাটা একান্ত জরুরি বলে জানিয়েছেন আইসিএমআরের বৈজ্ঞানিক ড় নিবেদিতা গুপ্ত।দেশের কয়েকটি জায়গায় করোনা দ্রুততার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে। কৌশলগত ভাবে এর মোকাবিলার কাজ চলছে।করোনা আক্রান্তের শীর্ষ পর্যায় পৌঁছনো থেকে দেশ অনেক দূরে রয়েছে।

নিবেদিতা গুপ্ত আরও জানিয়েছেন, বর্তমানে ট্রু নেট পদ্ধতিতে করোনা নির্ধারণের পরীক্ষা চলছে। সেই কারণে টেস্টিং এর হার বেড়ে গিয়েছে প্রতিদিন ১ লক্ষ ২০ হাজার পরীক্ষা প্রতিদিন হচ্ছে। দেশের ১১ থেকে ১২ টি দেশীয় কোম্পানি আর টি পি আর কিটস তৈরি করছে ফলে দেশে টেস্টিং করানোর গতি আরও বেড়েছে দেশে করোনা পরীক্ষা করানোর জন্য ৬৮১ টি পরীক্ষাগার তৈরি করা হয়েছে। যার মধ্যে ৪৭৬ টি সরকারি এবং ২০৫ টি নিজস্ব ল্যাব রয়েছে।

## অসমে নতুন কোভিড পজিটিভ ২৮, সংখ্যা বেড়ে ১৫১৩

গুয়াহাটি, ২ জুন (হি.স.) : পনেরোশো অতিক্রম করেছে অসমে কোভিড-১৯ সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা। নতুন আরও ২৮ জনের দেহে কোভিডের ফলাফল পজিটিভ এসেছে। জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। মঙ্গলবার বেলা ২:৪০ মিনিটে টুইট আপডেটে এই খবর দিয়ে মন্ত্রী জানান, অসমে এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা হয়েছে ১৫১৩। তাঁদের মধ্যে ১২ জন নগাঁও, ১০ জন গোলাঘাট, একজন যোরহাট এবং পাঁচ জন বিমান যাত্রী। টুইটে মন্ত্রী জানান, এ মুহূর্তে ১২২২ জন সক্রিয় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা চলছে বিভিন্ন হাসপাতালে। বিপরীতে ২৮৪ জনকে করোনা-মুক্ত বলে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া মৃত্যু হয়েছে চারজনের।

গতকাল ১৪৬ জনের শরীরে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়েছিল। রাত ১১:৫৫ মিনিটে দিনের শেষ টুইটে ২২টি কোভিড-১৯ পজিটিভ মামলার তথ্য দিয়েছিলেন মন্ত্রী ড় শর্মা। ওই ২২ জনের মধ্যে ১০ জন কামরূপ গ্রামীণ জেলা, ৬ জন মরিগাঁও, ২ জন গোয়ালপাড়া, তিনজন বিমানযাত্রী এবং একজনের ঠিকানা তখন পর্যন্ত জানা যায়নি বলে টুইটে লিখেছিলেন তিনি।

## মঙ্গলদৈয়ের পুকুরে যুবকের লাশ, চাঞ্চল্য

মঙ্গলদৈ (অসম), ২ জুন (হি.স.) : মঙ্গলদৈয়ের একটি সর্বজনীন পুকুরে জনৈক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। মৃতদেহটি এলাকারই বাসিন্দা রাজীব শহরিয়ার বলে শনাক্ত করা হয়েছে। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, মঙ্গলবার সকালে মঙ্গলদৈ থেকে কিছু দূরে মহলিয়াপাড়া রামগাঁও এলাকায় সর্বজনীন পুকুরে ১৮ বছর বয়সি রাজীবের মৃতদেহের কিছু অংশ ভেসে উঠতে দেখেন স্থানীয়রা। জানা গেছে, মহলিয়াপাড়ারই বাসিন্দা হরেন শহরিয়ার একমাত্র ছেলে ছিল রাজীব। ভাসমান মৃতদেহ দেখে গ্রামের সবাইকে খবর দেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। খবর দেওয়া হয় পুলিশে।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে রাজীবের মৃতদেহ পুকুর থেকে উদ্ধার করে। পুকুর থেকে একটি সাইকেলও উদ্ধার করেছে পুলিশ। রাজীব শহরিয়া আত্মহত্যা করেছে, না তাকে খুন করা হয়েছে? খুনই যদি হয়, তা হলে কে বা কারা তাকে খুন করেছে তার চুলচেরা তদন্তে নেমেছে পুলিশ। পুলিশের তদন্তকারী অফিসার জানান, যুবকের মৃত্যুর কারণ এখনও জানা যায়নি। তার মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ময়না তদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পর তার ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেবে পুলিশ। এদিকে অতিমারি করোনা প্রকোপে চলমান লকডাউনের মধ্যে পুকুর থেকে তরতাজা যুবকের লাশ উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

## তৃতীয় পক্ষের বউয়ের ঘরেই খুন হল মালদার সোনুয়া

মালদা, ২ জুন (হি. স.) : তৃতীয় বউয়ের ঘরেই খুন হয়ে গেল সোনুয়া। তাঁর গলাকাটা মৃতদেহ মঙ্গলবার ভোরে মিলেছে মালদা জেলার চাঁচোল-২ ব্লকের মালতীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবিন্দপাড়ায় তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর বাড়িতে।

জানা গিয়েছে, কাল রাতে সোনুয়া শেখ ছিল তৃতীয় পক্ষের বউয়ের বাড়িতে। রাতে খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু এদিন ভোরে তৃতীয় পক্ষের বাড়ির লোকজন তাঁর গলাকাটা দেহ পড়ে থাকতে দেখেন ঘরেরই ভিতরে। ঘরের দরজা খোলা ছিল। গলায় ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন ছিল। বাড়ির লোকজন তা দেখেই চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দেন। খবর দেওয়া হয় পুলিশকেও। খবর পয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। তাঁরা মৃতদেহ উদ্ধার করে তা ময়নাতদন্তের জন্য চাঁচোল সুপার স্পেশালিষ্ট হাসপাতালে পাঠায়। সেই সঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সোনুয়া শেখের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী আসমা বিবিকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় চাঁচোল থানার পুলিশ।

জানা গিয়েছে, সোনুয়া পেশায় গাড়ি ব্যবসায়ী। তার তিনটি বিয়ে। তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর কাছেই তিনি থাকতেন। এদিন সোনুয়ার প্রথম পক্ষের স্ত্রী ও তাঁর ছেলেরা অভিযোগ তুলেছে যে, জায়গা জমি ও অর্থের লোভেই আসমা বিবি সোনুয়াকে পরিকল্পনামাফিক খুন করেছে। পুলিশ অবশ্য ঘটনার তদন্তে নেমে সব দিক বিচার করেই দেখছে।

## করোনার থাবা বামনগোলায়, আক্রান্ত ৩

বামনগোলা, ২ জুন (হি. স.) : মালদার বামনগোলায় করোনা আক্রান্ত ৩ যুবক। মঙ্গলবার করোনা সংক্রমণের খবর ছড়িয়ে পড়তে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। কিন্তু বামনগোলার কোন গ্রাম বা পাড়ায় কারা করোনা সংক্রামিত হয়েছেন তা জানা যায়নি। তথ্য দিতে পারেনি স্থানীয় প্রশাসনও।

বেলা ১টা নাগাদ বামনগোলার বিডিও সঞ্জীত মন্ডল জানিয়েছিলেন, তাঁর কাছে বামনগোলা ব্লকে কারও করোনা সংক্রমণের খবর নেই। যদিও বিকেলের দিকে বিডিও জানান, বামনগোলা ব্লকের মদনাবতী গ্রামে পঞ্চায়েতের সামসাবাদ এলাকায় তিন যুবক করোনা সংক্রামিত হয়েছেন। বামনগোলা ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরও তিন যুবকের করোনা সংক্রমণের কথা স্বীকার করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছে।

এদিন রিপোর্ট পজিটিভ আসার পরেই স্বাস্থ্য দপ্তরের লোক ওই যুবকদের বাড়ি থেকে ঘুরে এসেছেন। এদিকে রিপোর্ট পাওয়ার পর করোনা সংক্রামিত যুবকদের কোভিড হাসপাতালে পাঠানো হবে কিনা এই বিষয়ে স্পষ্ট কোনও কিছু জানানো হয়নি ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে। এ নিয়ে এলাকায় আতঙ্কের পাশাপাশি ক্ষুব্ধ অনেকেই।

## দিল্লি সীমান্ত সিল নিয়ে পিটিশন দায়ের হাইকোর্টে

নয়াদিল্লি, ২ জুন (হি. স.): এক সপ্তাহের জন্য দিল্লির সীমান্ত সিল করে দেওয়ার ঘোষণা সোমবার করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এর বিরুদ্ধে দিল্লি হাইকোর্টে পিটিশন দায়ের করা হল। ৪ জুন এই মামলার শুনানি হবে।

পিটিশনে বলা হয়েছে যারা এনসিআর এলাকায় থাকে তাদের বেশীরভাগেরই অফিস দিল্লিতে। সিল করে দেওয়ার ঘোষণার ফলে তারা দিল্লিতে প্রবেশ করতে পারবে না। এমনকি রাজধানীর সংলগ্ন এলাকায় বসবাসকারী সাধারণ মানুষও চিকিৎসার জন্য দিল্লিতে ঢুকতে পারবে না। সংবিধান লংঘন করে দিল্লি সরকার এই ঘোষণা করেছে বলে পিটিশনে দাবি করা হয়েছে।

সোমবার মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ১ জুন থেকে দিল্লি সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণা করেছিলেন। কেবলমাত্র অত্যাবশ্যক পরিষেবা এর বাইরে রাখা হয়েছে। এতে এনসিআর এলাকায় বসবাসকারী বাসিন্দাদের অসুবিধা হচ্ছে। কারণ তাদের বেশিরভাগই চাকরি স্থল হচ্ছে দিল্লিতে। এমনকি এনসিআর অঞ্চলের বাসিন্দাদের দিল্লির হাসপাতালে চিকিৎসা করানোর জন্যও ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না।

## পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে শামি, ব্যবস্থা করলেন খাবার ও মাস্কের

মুম্বই, ২ জুন (হি. স.) : করোনা বিপর্যয়ে বাড়ির পথে রওনা দেওয়া পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে ভারতীয় দলের তারকা পেসার মহম্মদ শামি। সাহসপুরে নিজের বাড়ির কাছে শিবির করে পরিযায়ী শ্রমিকদের হাতে খাবার প্যাকেট, জল ও মাস্ক তুলে দিচ্ছেন তিনি। পাশাপাশি বন্ধুদের নিয়ে উত্তরপ্রদেশে ২৪ নম্বর জাতীয় সড়কে বাসে করে বাড়ির পথে রওনা দেওয়া শ্রমিকদের জন্য খাবার প্যাকেট, জল ও মাস্কের ব্যবস্থা করেন তারকা ক্রিকেটার।

শামির পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানোর কথা অনুরাগীদের জানায় বিসিসিআই। ভারতীয় বোর্ডের অফিসিয়াল টুইটার হ্যান্ডেলে একটি ভিডিও পোস্ট করা হয়, যেখানে শামিকে কখনও বাসের যাত্রীদের আবার কখনও অস্থায়ী শিবিরে আগতদের খাদ্য ও মাস্ক বিতরণ করতে দেখা যাচ্ছে। ভিডিওটির ক্যাপশনে লেখা হয়, 'যখন ভারতবর্ষ করোনার বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছে, মহম্মদ শামি এগিয়ে এলেন যাঁরা বাড়ি ফেরার চেষ্টা করছেন তাঁদের সাহায্যের জন্য।

## জল জীবন মিশন প্রকল্পে উপত্যকায় প্রতিটি বাড়িতে জল পৌঁছে দেওয়ার কাজ চলছে

নয়াদিল্লি, ২ জুন (হি. স): জম্মু ও কাশ্মীরে জল জীবন মিশন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি বাড়িতে পানীয় জল সরবরাহ করার লক্ষ্যে কাজ চলছে। কেন্দ্রশাসিত এই অঞ্চলে ১৮.১৭ লক্ষ এমন পরিবার আছে যার মধ্যে ৫.৭৫ লক্ষ পরিবারের কাছে ফাংশনাল হাউজহোল্ড ট্যাপ কানেকশন রয়েছে (এফএইচটিসি)। ২০২০-২১ অর্থবর্ষে জম্মু ও কাশ্মীরের আরও ১.৭৬ লক্ষ পরিবারকে এই প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।চলতি বছরে তিনটি জেলা যথাক্রমে গান্ধেরওয়াল, শ্রীনগর এবং রায়সির পাঁচ হাজারটি গ্রামকে একশো শতাংশ এই প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসা হবে। এর জন্য কেন্দ্র তরফ থেকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটির প্রশাসনকে ৬৮১ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। ২০২৪-২৫ সালের রাষ্ট্রীয় লক্ষ্যের আগেই ২০২২ সালের মধ্যেই এই প্রকল্পের কাজ একশো শতাংশ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে।

সমাজের প্রান্তিক ও শোষিত শ্রেণীর মানুষরা যাতে সহজেই বাড়ির মধ্যে কলের জল পায় সেই লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে প্রশাসন।এতে করে রাস্তা থেকে জল নেওয়ার অভ্যাসটা পাল্টাবে।মানুষ সামাজিক দূরত্ব মেনে চলবে। ফলে করোনার প্রকোপ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রের তরফ থেকে অ্যাডভাইজারি জারি করা হয়েছে। জলের লাইনের সংযোগ দেওয়ার কাজে লোক লাগবে। ফলে একটা কর্মসংস্থান তৈরি হবে। জলের গুণগতমান পরীক্ষার জন্য উপত্যকায় থাকা ৯৮ টি পরীক্ষাগারের মধ্যে ১০ টিকে এনএবিএলের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য কাজ করছে কেন্দ্রশাসন প্রশাসন। জলের গুণগত মান পরীক্ষা করে দেখার জন্য ফিল্ড টেস্টিং আবশ্যক। সেই কারণে কিট সরবরাহ করারও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ছয়ের পাতায়

## নতুন করে বিবাদে জড়াল হংকং ও চিন

ড় বেদ প্রতাপ বৈদিক

নয়াদিল্লি, ২ জুন (হি. স.): সীমান্তে চিন ও ভারতের উত্তেজনা প্রশমন করার লক্ষ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করতে চেয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিন্তু বর্তমানে হংকং প্রসঙ্গে তিনি স্বয়ং চিনের বিরোধিতায় নেমে পড়েছেন।এমনকি চিনকে বিশেষ সুবিধা দেওয়ায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু-য়ের বিরুদ্ধেও কটাক্ষ ছুড়ে দিয়েছিলেন। হংকং নিয়েও চিনকে হুঁশিয়ারি দিয়ে ট্রাম্প বলেছেন, যে আমেরিকা এবং চিনের মধ্যে শীত যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। এতে করে ভারতেরও ক্ষতি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ হংকং এর সঙ্গে প্রায় ৩১ বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা করে ভারত। প্রায় ৪০ হাজার ভারতীয় সেখানে বসবাস করে থাকেন।

চিন এবং হংকং এর মধ্যে বিবাদের মূল কারণ হচ্ছে বেজিংয়ের নেওয়া নতুন আইনি পদক্ষেপ।ফলে এবার থেকে হংকং এর কোন অপরাধীকে চিনা কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিতে হবে। এর কারণ হচ্ছে চিন মনে করে হংকং তাদেরই একটি অংশ। কিন্তু হংকং মনে করে সে চিনের অন্যান্য রাজ্যের মতন নয়। ছোট্ট এই শহরের বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী চিনা হলেও নিজের স্বতন্ত্র সততা বজায় রাখতে চায় হংকং।ব্রিটিশ রাজের অধীনে ১৫০ বছর থাকার পর ১৯৯৭ সালে স্বাধীনতা অর্জন করে হংকং। তারা ''এক দেশ এবং দুই ব্যবস্থা'' ভিত্তিতে চিনের সঙ্গে যায়। অর্থাৎ চিনের সঙ্গে থাকলেও হংকংয়ের স্বতন্ত্র সত্তা বজায় থাকবে। ২০৪৭ সাল পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলবে। কিন্তু হংকংকে নিজের অধীনে রাখার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে চিন। এর বিরুদ্ধে গণ আন্দোলনে উত্তাল হংকং। অহিংসক এই আন্দোলনের সাধারণ মানুষ পথে নেমে এসেছে। যদি চিনা প্রশাসন হংকংকে নিজেদের অধীনে করে নিতে পারে, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইংল্যান্ড হংকংকে যে বিশেষ স্বীকৃতি দিয়েছে তা রদ হয়ে যাবে। এতে করে জোর ধাক্কা খাবে হংকংয়ের অর্থব্যবস্থা। সেখানকার বিদেশি নাগরিকরা পালিয়ে আসতে বাধ্য হবে। আমেরিকা এবং ভারতের ভিসার জন্য হংকংয়ে ইতিমধ্যেই খোঁজখবর চলছে। স্বাভাবিকভাবে এমন পরিস্থিতিতে ভারত কোন দেশের সঙ্গেই ঝগড়ায় যাবে না।উল্লেখ করা যেতে পারে, চিন করোনা পরিস্থিতির থেকে বিশ্ববাসীর নজর ঘোরাতে হংকং সংকট তৈরি করেছে এবং ভারতীয় সীমান্তে সেনা মোতায়েন করেছে।

## ফালাকাটায় মহিলার অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য

রাঙ্গালিবাজনা, ২ জুন (হি. স.) : আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা ব্লকে বছর ৪৫-এর এক মহিলার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য। মৃতার নাম লক্ষ্মী কর্মকার। মঙ্গলবার এই ব্লকের দক্ষিণ দেওগাঁও এলাকায় বাড়ির পাশে একটি গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যায় ওই মহিলাকে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে ফালাকাটা থানার পুলিশ। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ারে পাঠানো হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ফালাকাটা থানার আইসি দেবদত্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

ছয়ের পাতায়

## আত্মনির্ভর করার লক্ষ্যেই মেক ইন ইন্ডিয়া, দাবি রবিশংকরের

নয়াদিল্লি, ২ জুন (হি. স.): মোবাইল ফোন উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশ্বে ভারতকে এক নম্বর স্থানে নিয়ে যাওয়ার পাশাপশি বৈদ্যুতিক উৎপাদন এবং সেই সংক্রান্ত সরঞ্জাম উৎপাদনে গতি আনার লক্ষ্যের তিনটি নতুন প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে। এর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৫০ হাজার কোটি টাকা। মঙ্গলবার ইলেকট্রনিক্স, তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী রবিশংকর প্রসাদ এই সংক্রান্ত ঘোষণাগুলি করার সময় জানিয়েছেন, মেক ইন ইন্ডিয়া প্রকল্প কোন অন্য দেশকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়া নয়। ভারতকে আত্মনির্ভর করে তোলার জন্য এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

রবিশংকর প্রসাদ আরও জানিয়েছেন, বিগত ছয় বছরে ইলেকট্রনিক্স পণ্য উৎপাদন এ দেশে বিপুল পরিমাণে হয়েছে।গোটা বিশ্বে ভারত এখন দ্বিতীয় বৃহত্তম মোবাইল উৎপাদনকারী দেশে পরিণত হয়েছে। শীর্ষ স্থান অধিকারের জন্য এগিয়ে চলেছে ভারত। ইলেকট্রনিক্স পণ্য তৈরির ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে পাঁচটি বহুজাতিক এবং পাঁচটি রাষ্ট্রীয় কোম্পানি নির্মাণের জন্য ৫০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় তিনটি নতুন প্রকল্প চালু করতে চাইছে। এর মধ্যে থাকবে প্রডাকশন লিংক ইনসেনটিভ, ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্ট এন্ড ইনক্লুড সেমি কন্ডাক্টর, মডিফাইড ইলেকনিক্স ম্যানুফ্যাকচারিং ক্লাস্টার স্কিম ২.০।

## জমা জলে ভাসছে জেলা সদর করিমগঞ্জ, বিধ্বস্ত নিকাশি ব্যবস্থার জন্য পুরসভা ও বিধায়ককে কাঠগড়ায়

করিমগঞ্জ (অসম), ২ জুন (হি.স.) : কৃত্রিম বন্যা বা জমা জলে ভাসছে দক্ষিণ অসমের অন্যতম জেলা সদর শহর করিমগঞ্জ। শহরের প্রতিটি গলি জলে থই থই করছে। জল নিষ্কাশনের সু-ব্যবস্থা না থাকার দরুন শহরের নাগরিকদের জম জলের দুর্ভোগে পোহাতে হচ্ছে। গৃহবন্দি শহরের নাগরিককুল। বিপর্যস্ত জনজীবন। এর জন্য করিমগঞ্জ পুরসভাকে দায়ী করছেন শহরের পীড়িত নাগরিকরা। অনেকেই বলেছেন, পুরসভার চরম ব্যর্থতার জন্য বৃষ্টির জমা জল শহরে কৃত্রিম বন্যার সৃষ্টি করেছে। একাংশ আবার শহরের এই দুরবস্থার জন্য স্থানীয় বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের দিকেও অভিযোগের আঙুল তুলেছেন।

নিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় তিন দিনের ধারা বর্ষণে জমা জল শহরকে প্লাবিত করে ফেলেছে। নাগরিকরা বাড়িঘর থেকে বের হতে পারছেন না। শহরবাসীর চলাফেরা দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। শহরের প্রতিটি নালা নোংরা আবর্জনায় ফুলেফেঁপে উঠেছে। পুরসভার পক্ষ থেকে নালা সাফাই না করায়, বৃষ্টির জল বেরোতে পারছে না। গত দুদিনে প্রায় ২০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে করিমগঞ্জে। এত ভারী বৃষ্টিপাতের জল জমা হয়ে শহরকে কৃত্রিম বন্যায় প্লাবিত করেছে। শহরের মেন রোড, মিশন রোড, ব্রজেন্দ্র রোড, রেডক্রস এলাকা, এমএমএসি রোড সহ প্রায় গোটা শহরই জলের তলায় চলে গেছে। ভুক্তভোগী শহরের নাগরিকরা অভিযোগ করে বলেছেন, পুরনেত্রীর চরম ব্যর্থতার মাশুল দিতে হচ্ছে তাঁদের। শহরের উন্নয়নে পুরসভা কোনও উদ্যোগই নেয়নি। প্রান্তিক শহর করিমগঞ্জের প্রধান সমস্যা জল নিষ্কাশনের অব্যবস্থা। এ ব্যাপারে পুরনেত্রীর কোনও মাথাব্যথাই ছিল না। বিভিন্ন সময়ে বিশিষ্ট নাগরিকরা শহরের জল নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা করার জন্য পুরনেত্রীর কাছে তদ্বির করলেও সুরাহা করতে কোনও উদ্যোগ নেননি তিনি। পাশাপাশি বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থও শহরের জল নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা করতে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন বলেও নাগরিকুলের অভিযোগ।

শাসক দল বিজেপির বিরুদ্ধেও অভিযোগের আঙুল তুলেছেন তাঁরা। বলেছেন, কেন্দ্র ও রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। এমন অনুকূল পরস্থিতিতে পুরসভার দায়িত্ব নেন পুরনেত্রী অঞ্জনা রায়। এতে শহরবাসী অনেক আশা ও আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে স্বপ্ন বেঁধেছিলেন, বিজেপি পরিচালিত পুরসভা শহরবাসীর স্বপ্ন সাকার করতে সামর্থ হবে। কিন্তু অঞ্জনা রায়ের নেতৃত্বাধীন পুরসভা শহরবাসীর সকল আশা আকাঙ্ক্ষার গুড়ে বালি ঢেলে দিয়েছে।

অন্যদিকে দুবারের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থও শহরবাসীর আশা পূরণে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রথমবারের কার্যকালে তাঁর দল রাজ্যের ক্ষমতায় থাকলেও শহরের উন্নয়নে কোনও পদক্ষেপই নেননি বিধায়ক কমলাক্ষ। জেলা বিজেপি অবশ্য শহরের জমা জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকার জন্য তৎকালীন কংগ্রেস পরিচালিত পুরসভা ও বিধায়ক কমলাক্ষের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছিল। প্রাক্তন পুরপতি দেবর্ষী ভট্টাচার্যের আমলে মাস্টার ড্রেনেজের নামে যে কেলেংকারি সংঘটিত হয়েছিল, আজ পর্যন্ত এর খেসারত দিতে হচ্ছে শহরের নাগরিকদের।

## করোনা রোগীদের দেওয়া যেতে পারে রেমডেসিভির, মঞ্জুরি দিল সিডিএসসিও

নয়াদিল্লি, ২ জুন (হি. স.): জরুরী পরিস্থিতিতে করোনা রোগীদের রেমডেসিভির ওষুধ দিতে পারবে চিকিৎসকেরা বলে জানিয়ে দিয়েছে সেন্ট্রাল ড্রাগ স্ট্যান্ডার্ড কন্টোল অরগানাইজেশন (সি ডি এস এস এস)।

মঙ্গলবার স্বাস্থ্যমন্ত্রকের বৈঠকের পর এই ওষুধটি পরিবেশক সংস্থা জিলিড সায়েন্সকে এই বাজার ছাড়ার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে। জিলিড সায়েন্সের তরফে জানানো হয়েছে যে এই ওষুধ ব্যবহার করলে করোনা রোগী সুস্থ হয়ে যায়। এই ওষুধটি নিয়ে সি ডি এস সি ও বিশেষজ্ঞ কমিটিতে চর্চাও হয়েছে। পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে করোনায় চূড়ান্ত ভাবে অসুস্থ রোগীদের উপর ট্রায়াল হিসেবে এই ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে।

জিলিড সায়েন্সের তরফ থেকে এর আগে জানানো হয়েছিল যে দেশীয় কোম্পানি সিপলা, জুবিলিএনট লাইফ সায়েন্স এবং হেটেরো কোম্পানির সঙ্গে ওষুধটি তৈরি করার জন্য চুক্তি হয়েছিল। এই তিন কোম্পানিই অনুমতির জন্য সি ডি এস সি ও কাছে দ্বারস্থ হয়েছিল।

## পশ্চিমের নানা জেলায় পাতাখেকো পতঙ্গের দাপটে শঙ্কিত রাজ্যের কৃষিদফতর

কলকাতা, ২ জুন (হি. স.) : রাজ্যের পশ্চিমের জেলাগুলিতে পতঙ্গ গাছের পাতা খেয়ে নিচ্ছে খুব দ্রুত। সে ছবি পোস্ট হচ্ছে নানা সোশ্যাল মিডিয়ায়। এমনকি গাছের পাতায় থাকা অবস্থায় সেই সব পতঙ্গের ছবিও পোস্ট হয়েছে। এসব দেখে কিছুটা হলেও ভয় পাচ্ছেন এ রাজ্যের কৃষকেরা। চিন্তিত কৃষি দফতরও।

যদিও রাজ্য কৃষি দফতরে এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে পঙ্গপালের হানাদারির কোনও খবর নেই। তবে তাঁরাও বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখতে শুরু করেছেন।

কেন্দ্র সরকারের হিসাব বলছে পঙ্গপালের দল রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ঘুরে চলে এসেছে ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার কাছাকাছি। ইতিমধ্যেই তা ঢুকে পড়েছে ছত্তীসগড়ে। এসবেরই মাঝে সোশ্যাল মিডিয়ার ছবি প্রশ্ন তুলেছে নানা মহলে।

জানা গিয়েছে, ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের জোড়াশাল গ্রামে ও বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর ব্লকের রাধানগর গ্রাম সংলগ্ন লাখেশোল শালবাগানে এইসব পাতাখেকো পতঙ্গের দেখা মিলছে বেশ ভালো সংখ্যায়। এর বাইরে পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূম জেলা থেকেই এই ধরনের পতঙ্গের দেখা পাওয়া যাচ্ছে বলে সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেকেই দাবি করছেন। এই সব এলাকার কৃষকদের দাবি গাছের পাতা খেয়ে নেওয়ার পাশাপাশি জমিতে থাকা নানা সবজির গাছও খেয়ে নিচ্ছে এই সব পতঙ্গ।

ইতিমধ্যেই রাজ্য কৃষি দফতরের পক্ষ থেকে ওই সব এলাকার কৃষি দফতরের খোঁজখবর নিয়ে দ্রুত রিপোর্ট পাঠাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেই জানা গিয়েছে। তবে ওই জেলাগুলির কৃষি দফতরগুলি জানিয়েছে এখনও সরকারিভাবে ওই সব

ছয়ের পাতায়

# বিদুৎ বিল ২০০৩ বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ

বাঁকুড়া, ২ জুন (হি. স.) : বিদ্যুৎ বিল ২০০৩ বাতিলের দাবিতে বাম ডান সব কর্মী সংগঠনের উদ্যোগে আজ মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।কর্মী সংগঠন গুলির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে লকডাউনের সুযোগ নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে দেশের জাতীয় সম্পদ গুলিকে বিক্রি করার ষড়যন্ত্র শুরু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার।বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থাগুলি তার অন্যতম। সে কারণে ২০০৩ সালের বিদ্যুৎ বিলের সংশোধনী এনেছে মোদি সরকার। এই বিল প্রত্যাহার করার দাবিতে সারা দেশের সঙ্গে ডিভিসির ঝাড়খন্ড ও এ রাজ্যের সমস্ত দামোদর উপত্যকা জুড়ে ডিভিসির সদর দপ্তর কলকাতা, দিল্লির অফিস, মেজিয়া, দুর্গাপুর, অন্ডাল, রঘুনাথপুর, চন্দ্রপুরা, বোকারো, পুঁটকি, মাইথন, পাঞ্চেত, জামসেদপুর, হাজারীবাগ, রাঁচি সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা সাবস্টেশন গুলিতে শ্রমিকরা এদিন প্রতিবাদ বিক্ষোভ দেখান হয়।এদিনই সংসদ ভবন অভিযানের ঘোষনা করা হয়।

সিটু পরিচালিত শ্রমিক ইউনিয়নের অলভেলি কার্যকরী সভাপতি সমীর বাইন বলেন, লকডাউন সময়ে অফিস-আদালত, লোকসভা, রাজ্যসভা, বিধানসভা বন্ধ। যাতে এই বিল প্রত্যাহারের দাবিতে কোনো কর্মী ইউনিয়ন আদালতে যেতে না পারে তারই কৌশল কেন্দ্রীয় সরকারের। এই বিলে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র গুলির মতো জাতীয় মৌলিক সংস্থাগুলিকে বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে মোদী অমিত শাহ জুটি। এর ফলে গরীব এবং কৃষকদের জন্য যে ভর্তুকি র অর্থ ধনি ও বড় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নেওয়া হতো সেই ক্রশ সাবসিডি তুলে দিয়ে সারাদেশে গরিব-ধনী বড় ব্যবসায়ী সকলের সাথে একই দরে বিদ্যুৎ নেওয়া হবে। এতে কৃষি উৎপাদন মার খাবে। শুধু তাই নয় বিদ্যুৎ বন্টন ব্যবস্থাও বেসরকারি হাতে দেওয়া হচ্ছে। এর ফল মারাত্মক হবে বলে মন্তব্য করেন সমীরবাবু। ইনটাক পরিচালিত কর্মচারী সংঘের সম্পাদক অরিন্দম ব্যানার্জি বলেন, এই ভয়ঙ্কর বিলের জন্য রাজ্য সরকারগুলির মতামত জানতে চেয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।

ইতিমধ্যে কয়েকটি রাজ্য সঙ্গে সঙ্গেই তা মানবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে। বাকি রাজ্যগুলির লকডাউনের কারণে সময় চেয়েছে। ইউটিউসি''র স্টাফ এসোসিয়েশনের সম্পাদক সঞ্জিত সাহা বলেন, আমরা লকডাউনের বিধি মেনে সারাদেশের সঙ্গে ডিভিসিতেও সোচ্চারে প্রতিবাদ জানিয়েছি।

## অনশন কর্মসূচি

তিনের পাতার পর

মামলার শুনানি গ্রহণ করবে গৌহাটি হাইকোর্ট। তাই আগামী ৮ জুন পর্যন্ত আমরা রায় বেরনো পর্যন্ত অপেক্ষা করব। তার পর যদি এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ডিএসপি সূর্যকান্ত মরানকে গ্রেফতার করা না হয় তা হলে আন্দোলন তীব্রতর করে তোলা হবে, ঘোষণা করেন উত্তম লাংথাসা।

## সমস্যা সমাধানের আশ্বাস

তিনের পাতার পর

জেলাশাসককে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

এর আগে জেলাশাসক কীর্তি জল্লি কাছাড়ের অতিরিক্ত জেলাশাসক সত্তাওয়ান এবং ডিডিসি জেসিকা লালসিম ও অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অভিলাষ বার্নওয়াল, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে অতি বৃষ্টিপাতের ফলে জমা জল শহর এলাকার কোন কোন স্থান থেকে নিষ্কাশন করা সম্ভব হবে এবং কী কী উপায় অবলম্বন করতে হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন।

## স্বাস্থ্যমন্ত্রক

তিনের পাতার পর

রোগীদের আগে থেকে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। ১৫ এপ্রিল যেখানে মৃত্যুর হার ৩.৩ শতাংশ ছিল সেখানে বর্তমানে তা কমে দাঁড়িয়েছে ২.৮ শতাংশ। করোনা আক্রান্তের নিরিখে বিশ্বের সাত নম্বর স্থানে রয়েছে ভারত।কিন্তু এই ভাবে মূল্যায়ন করাটা ঠিক নয়। ভারতের জনসংখ্যার নিরিখে এর মূল্যায়ন করা উচিত। বিশ্বের এমন ১৪ টি দেশ রয়েছে যাদের জনসংখ্যা ভারতের আশেপাশে। তা সত্ত্বেও সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ভারতের তুলনায় ২২.৫ শতাংশ বেশি।মৃতের হার ৫৫. ৫ শতাংশের বেশি। বর্তমানে করোনা মোকাবিলায় দেশে কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে সমন্বয় খুব ভালো পর্যায়ে রয়েছে।মানব শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

## জরুরী পরিষেবা



**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

# করোনা মোকাবিলায় কলকাতা পুরসভাকে সাহায্য করবে হু

কলকাতা, ২জুন (হি. স.): করোনা মোকাবিলায় এবার কলকাতা পুরসভাকে সাহায্য করবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা হু। এমনটাই খবর পুরসভা সূত্রে। গোটা রাজ্যে করোনার প্রকোপের নিরিখে কলকাতার পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। তাই, আন্তর্জাতিক মানের বিশেষজ্ঞ-পরিষেবা হাতিয়ার করেই এগোতে চায় রাজ্য সরকার। এ ক্ষেত্রে কলকাতা পুরসভাকে করোনা-মোকাবিলায় সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা সহ যাবতীয় সাহায্য করবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। গত ২৫ মে রাজ্যের স্বাস্থ্য ভবনে এক বৈঠকে পুর কর্তাদের এই পরামর্শ দেন স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম।

শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ঘুরে ঘুরে লেটেস্ট ও মাইক্রো প্লানিং এর মাধ্যমে করোনা বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছে কলকাতা পুরসভা। তবে এই লড়াই যথাযথ নয়। যার দরুন কলকাতার মত ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকায় লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। তাই এবার কলকাতা পুরসভার নিজস্ব মাইক্রো প্লানিং এর পাশাপাশি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিকা মেনে কাজ করতে চায় কলকাতা পুরসভা।

কলকাতা পুরসভার নোডাল অফিসার এসকে থারের সঙ্গে স্বাস্থ্য সচিবের এক বৈঠকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত উঠে এসেছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, যে সব এলাকায় সারি ও জ্বর-সর্দি-কাশি শনাক্তকরণে বাড়ি বাড়ি সমীক্ষার হার ৫০ শতাংশর কম, সেই সব জায়গায় আরও জোর দিয়ে সমীক্ষার হার বাড়াতে হবে। ছোট শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি এবং অন্তঃসত্ত্বা মহিলা সহ যাদের কো মর্বিডিটি রয়েছে তারা যেন বাড়ি থেকে যথাসম্ভব কম বেরোয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।এছাড়াও কনটেনমেন্ট এলাকায় প্রতিটি সারি ও জ্বর-সর্দি-কাশির পরীক্ষা বা টেস্ট করার সব রকম পদক্ষেপ করতে হবে। করোনা মোকাবিলার স্বার্থে নিবিড় ও সার্বিক প্রতিরোধমূলক কর্মকাণ্ড চালানোর লক্ষ্যে ঝুঁকিপূর্ণ ( কনটেনমেন্ট জোন) এলাকার সংখ্যা কমাতে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে বলেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ওই বৈঠকে।

এছাড়াও করোনার জন্য লালারসের নমুনা সংগ্রহ করে তা কিভাবে পরীক্ষা করা হবে সে বিষয়ে কলকাতা পুরসভার ল্যাব টেকনিশিয়ান দুই পর্যায় বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেবে স্বাস্থ্য দফতর। পাশাপাশি রাজ্য প্রশাসনের নির্দেশ অনুযায়ী গতকাল থেকেই কলকাতা পুরসভার।

## এমানুয়েল কোয়ারেন্টিনো

তিনের পাতার পর

মা ও ছেলে দুজনেই সুস্থ। তিনি আরও জানান, জেলার কোয়ারেন্টাইন সেন্টারগুলিতে আরও বেশ কয়েকজন অন্তঃসত্ত্বা মহিলা রয়েছেন। তাঁদেরও নজরে রেখে স্বাস্থ্য পরিষেবার আওতায় রাখা হয়েছে।

## তখন এবং এখন

দুইয়ের পাতার পর

বহুদিন আগে—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ আদালতে মাননীয় বিচারপতি ফিল্ড মামলায় যখন বললেন, জীবন মানে বেঁচে থাকার সমস্ত রসদ—আহার্য-বাসস্থান, শুধু তাই নয় জান্তব অস্তিত্বের ঊর্ধ্বে এক সুরভিত অস্তিত্ব-সেটাই জীবন। সেই অলঙ্কারণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তারাও অনেক অনুষঙ্গ। স্বাধীন মতবাদ, অবাধ চলাচলেরই ন্যায্য অধিকার দেশ থেকে দেশান্তরে। এই দেশেরই উচ্চ আদালত রায় দিয়েছে একের পর এক মামলায় সময়-কাল-সভ্যতা-বিকাশ-উন্নয়নের বিশ্বায়নের বহুমাত্রিকতার বাস্তবায়নে জীবন এবং জীবনের অধিকারের রসায়নে বদল এসেছে লক্ষ্যণীয়বাবে। নাগরিক জীবনের সেই সাংবিধানিক অধিকারের ওপর হামলাও এসেছে কখনও ব্যক্তি, কখনও রাষ্ট্রে তরফ থেকে। সেই অবাঞ্ছিত অন্যায় এবং অনৈতিক আক্রমণের থেকে 'রাহত' পরিত্রাণ( দিতে এগিয়ে এসেছে ঈশ্বরের বিকল্প পার্থির প্রতিভূরূপী এক দেবালয়, অন্যায়ের প্রতিবিধানে ন্যায়ের তুলাদণ্ড হাতে সত্যের শুদ্ধতার অঙ্গনে দৃষ্টিহীন, নির্বাক এবং শ্রবণশখিতরহিত সে দেবালয়কে বিশ্ব জানে 'বিচারালয়' বলে। দুর্বলকে রক্ষা করার, অন্যায়কারকে দমন করার ঐশী শক্তির প্রতীক—সাংবিধানিক মন্ত্রে নির্ভিকতার শপথ নেওয়া পবিত্র দেবালয়।

সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে আমার আপনার স্বদেশও যখন করোনা অতিমারিতে আতঙ্কিত, এটাই বোধহয় উপযুক্ত সময় দীর্ঘদিনের সুপ্তিতে এটাই বোধহয় উপযুক্ত সময় দীর্ঘদিনের সুপ্তিতে আচ্ছন্ন এক নতুন জাতির স্ফূরণের ৭০ বছর পরে এ দেশের যারা শ্রমের সন্তদাকর, যারা ভুবনায়নের জৌলুসে আকৃষ্ট হয়ে কিংবা অচেনা সীমান্তে বসন্তপঞ্চমীর রং খেলার মত্ততার জন্য ঘর ছাড়েনি—শুধুমাত্র আহার্যের অন্বেষণে দারা পুত্র পরিবার ছেড়ে বাধ্য হয়েছিল কোনও আইন ব্যতায় না ঘটিয়ে ঘর ছাড়তে, সেই তারা কেমন আচে। দাসশ্রমিকের রোজনামচার রং বদলে জীবন-জীবিকার তারা দেশ চালায়। জনগণের কল্যাণে তারা রাতের আরাম হারাম করে চৌকিদারীর রোদ-পাহারায় ভেসে থাকে।

বিতর্ক উঠেছে সেখানেও। রাষ্ট্রযন্ত্রের অভিভাক 'সরকাররূপী' সেই প্রাতিষ্ঠানিক অস্তিত্বের স্বরূপ নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অভিধানে অনেক সংজ্ঞা-রাজতন্ত্র -ধনতন্ত্র- গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্র-একনায়কন্ত্র। নানান রঙের তত্ত্বের পোশাক—ধনবাদ, সমাজবাদ, সাম্যবাদ, মার্কসবাদ, লেনিনবাদ, গান্ধিবাদ। মধ্যরাতের প্রদীপ জ্বালিয়েও যেটা সহজলভ্য হয় না, সেটা মানবসম্পদ। নেই, তা নয়। আছে। রঙিন হিরের পাথরটা অবশ্যই দামি। কিন্তু তার থেকে ঠিকরে পড়া যে 'দ্যুতি', 'কালচার', যাকে চিহ্নিত করেছিলেন বিশ্বকবি, সেটা চিনতে গেলে যা দরকার সেটা হল একটা স্পর্শকাতর অনুভূতিসম্পন্ন মন। মন না থাকলে মানুষ চেনা যায় না। মনস্তাত্ত্বিকদের ফরমান এটাই।

যদিও সে এক আলাললের ঘরে রদুলাল, তবুও সেরকম এক মরমী মনের স্বপ্নসন্ধানী মানুষ, যিনি ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ এর শেষ প্রহরে স্বপ্ন দেখেছিলেন বিশ্ব যখন নিদ্রামগ্ন, অবদমিত একটা জাতির আত্মার স্ফুরণেণ কান্ট-হেগেল, হবস-লক , গান্ধি-মার্কস-এঞ্জেলস এর সম্মিলিত তত্ত্বের সজাগ সৈনিক—জওহরলাল। সেই জওহরলালের পক্ষে-বিপক্ষে বলার অনেকত আছে—এ আলেখ্য অবশ্যই সে জন্য নয়।

সাংবিধানিক সীমারেখার সনদ-সাক্ষী হয়ে যে মুক্তির লড়াই চলছে বিশ্বের দেশে দেশে-আজাদ ভারতের সেই তারা আজাদির মুনাফা কতটুকু পেল। পায়নি, তা নয়। ১৯৫০ থেকে ২০১৯এসে আইনের সমষ্টি, স্বাস্থ্যবিধি, ক্ষতিপূরণ বিধি, শ্রমিক সংস্থা সংগঠনের ন্যায্য অধিকার। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য, শ্রমিক স্বার্থের এইসব বিধি সমূহ সরকারি বদান্যতার উপঢৌকন নয়, সে সবই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে ছিনিয়ে আনা অধিকারের শিরোপা।

আজ আঘাত সেখানে। পরিযায়ীর ভয়াবহতা সারা বিশ্বের সভ্যতা-সংস্কৃতি-আচারবোধকে অবশ্যই এক কঠিন পরীক্ষার সামনে যাযাবর? এর সদুত্তর মিলেছে দাঁড় করিয়েছে। প্রাকৃতিক ভয়াবহতাকে মোকাবিলা করতেই গুহামানব সমাজ —সংসার রাষ্ট্র— সরকার গড়েছিল। সেই রাষ্ট্রই যদি আজ উদাসীন হয় অর্জিত অধিকারকে রক্ষা করার দায়িত্ব পালনে, তবে কি সেই অরণ্যজীবনের অন্ধ-তামস গ্রাস করবে মানুষের জীবনের বাঁচার অধিকারকে?

৭০বছরের প্রজাতান্ত্রিক ভারতে আজ যদি শিল্পমালিক অতিমারির আতঙ্কে মিলের দরজা বন্ধ করে দেয়, যদি মালিক তার খনিজ সম্পদের বাজার না পাওয়ার অজুহাতে শ্রমিকের শ্রমের সত্তদা না করার প্রয়োজন বোধ করে, বস্তশিল্পের মালিক যদি উৎপাদন বন্দ করে শ্রমিক ছাঁটাই করার অবাধ স্বাধীনতা পায়, বাগিচা মালিক বাগান বন্দ করে অস্পৃশ্য শ্রমিকের ছোঁয়াচ এড়াতে অসহায় সেই শ্রমিক তখন ফিরতে চায় তার নিজের ঘরে। না ফিরে তার উপায় কী? বন্ধ মিলের লোহার দরজায় ভুখার ভুট্টা মেলে না। বন্ধ খনির অতলান্তে তার ভুখা ছেলে বৌয়ের রুটি সবজি পাওয়া যায় না, ইটভাটায় কাদার তালে রুটি জন্মায় না, বস্তি মালিকের দয়ায় যে ঝুঁপড়িতে তার রাত কাটে সুদূর পল্লীতে ছেড়ে আসা তার বিধবা মা, যুবতী, তার শিশুসন্তানের কথা ভেবে, সেই আশ্রয় যখন ভাড়া না দেবার দায়ে ঝুপড়ি মালিক কেড়ে নেয়, 'শ্রমের' সতদাগর তখন তো 'নিঃস্ব-দেউলিয়া'। সেই তখন ফিরতে চায় তার আপনজনের চেনা ছকে। শ্রমের সত্তদাগর দেউলিয়া শ্রমিক পরিযায়ী প্রজাতির মিছিল তখন শুরু করে তার পথ চলা। পথ চলার সেই অবাধ অধিকার জাতীয় সনদ বলে সেটা জীবনের অধিকার। সেই পথের দখল নিয়েছে সত্যমের জয়তের সৈনিকের দল। পথ রুদ্ধ। উন্মুক্ত আকাশের নীচে 'জীবন' আজ কাতরাচ্ছে জর-রুটি ছায়া, আশ্রয়ের ভিক্ষাপ্রার্থী দাসশ্রমিকের নতুন প্রজাতি পরিযায়ী শ্রমিকের কাফেলায়। **(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)**

# ২০৪ বেড়ে ভারতে করোনায় মৃত্যু ৫,৫৯৮ জনের, দেশজুড়ে আক্রান্ত ১,৯৮,৭০৬

নয়াদিল্লি, ২ জুন (হি.স.): থামছেই না, বরং ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যাও। এক ধাক্কায় ভারতে নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৮,১৭১। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ২০৪ জন করোনা-সংক্রমিত রোগীর। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৫,৫৯৮ এবং সংক্রমিত ১,৯৮,৭০৬ জন। ইতিমধ্যেই ভারতে করোনাকে হারিয়ে সুস্থ হয়েছেন ৯৫,৫২৬ জন। মঙ্গলবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১,৯৫,৭০৬ জন (সক্রিয় করোনা রোগী ৯৭,৫৮১)। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৫, ৫৯৮। এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৯৫,৫২৬ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ৫,৫৯৮ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ৬৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, অসমে ৪ জনের, বিহারে ২৪ জনের, চন্ডীগড়ে ৪ জন, ছত্তিশগড়ে একজন, দিল্লিতে ৫২৩ জনের, গুজরাটে ১০৬৩ জনের, হরিয়ানায় ২১ জনের, হিমাচল প্রদেশে ৫ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৩১ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৫ জনের, কর্ণাটকে ৫২ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ১০ জন, মধ্যপ্রদেশে ৩৫৮ জন, মহারাষ্ট্রে ২,৩৬২ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে একজন, ওডিশায় ৭ জনের, পঞ্জাবে ৪৫ জন, রাজস্থানে ১৯৮ জনের, তামিলনাড়ুতে ১৮৪ জন, তেলেঙ্গানায় ৮৮ জন, উত্তরাখণ্ডে ৬ জন, উত্তর প্রদেশে ২১৭ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৩২৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

করোনা-প্রকোপে ত্রস্ত মহারাষ্ট্রে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৭০,০১৩, দিল্লিতে ২০,৮৩৪ তামিলনাড়ুতে ২৩,৪৯৫, অন্ধ্রপ্রদেশে ৩৭৮৩ জন, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৩৩ জন ( প্রত্যেকেই সুস্থ) অরুণাচল প্রদেশে ২২ জন, অসমে ১৩৯০ জন, বিহারে ৩৯২৬ জন, চন্ডীগড়ে ২৯৪ জন, ছত্তিশগড়ে ৫৪৭ জন, দাদর নগর হাভেলিতে ৩ জন, গোয়ায় ৭১ জন (সুস্থ ৪২ জন), গুজরাটে ১৭,২০০ জন, হরিয়ানায় ২৩৫৬ জন, হিমাচল প্রদেশে ৩৪০ জন, জম্মু-কাশ্মীরে ২৬০১ জন, ঝাড়খণ্ডে ৬৫৯ জন, কেরলে ১৩২৬, কর্ণাটকে সংক্রমিত ৩৪০৮ জন, লাদাখে ৭৭ জন, মধ্যপ্রদেশে ৮২৮৩ জন, মণিপুরে ৮৩ জন (১১ জন সুস্থ), মেঘালয় ২৭ জন, মিজোরামে একজন, নাগাল্যান্ডে ৪৩ জন, ওডিশায় ২১০৪ জন, পুদুচেরিতে ৭৪ জন, পঞ্জাবে ২৩০১ জন, রাজস্থানে ৮৯৮০ জন, সিকিম একজন, তেলেঙ্গানায় ২৭৯২ জন, ত্রিপুরায় ৪২০ জন, উত্তরাখণ্ডে ৯৫৮ জন, উত্তর প্রদেশে ৮০৭৫ এবং পশ্চিমবঙ্গে ৫৭৭২ জন।

## আমরা বাঙালীর

আটের পাতার পর

হলো, লকডাউনের ফলে কাজকর্ম স্তব্ধ হয়ে পড়া শ্রমজীবি পরিবার গুলিকে ৬ মাস পরও নগদ ৮ হাজার টাকা করে আর্থিক অনুদান প্রদান, কৃষি ঋণ মুকুব করা, কালোবাজারী বন্ধ করতে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

## আহত যুবক

আটের পাতার পর

সুপারের কোয়াটারের সামনেই কমান্ডারের সাথে বাইক সজোরে ধাক্কা লেগে বাইক আরোহী দিলীপ নন্দী ছিটকে পড়ে গুরুত্বর ভাবে আহত হয় মাটিতে পড়ে থাকে। দুর্ঘটনা হওয়ার সাথে সাথে পুলিশ সুপারের কোয়াটারে কর্মরত পুলিশ কর্মীরা এই ঘটনা থানাতে খবর দেওয়ার পর পুলিশ এসে কমান্ডার গাড়ি সহ চালকে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ আসার আগেই আহত দিলীপ নন্দীকে বিলোনিয়া হাসপাতালে এক ভবঘুরে অটোরিকশা করে তুলে নিয়ে যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা করানোর পর গুরুতর অবস্থা দেখে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে দেয়।

## উদ্যোগে ত্রাণ বিতরণ

আটের পাতার পর

ঢেড়স, বেগুন , বরবটি সিম সহ আরো অন্যান্য সবজি।

সকাল আটটার সময় এই দিনের সবজি বিতরন অনুষ্ঠানের অস্থায়ী বাজারের সুচনা করেন প্রাক্তন যুব নেতা তাপস দত্ত, বাসুদেব মজুমদার। এসএফআই ও ডিওয়াইএফআই বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির আয়োজিত অনুষ্ঠানে এছাড়া ছিলেন সংগঠনের নেতা রিপু সাহা,মধুসুধন দত্ত , ছাত্র নেতা সুকান্ত মজুমদার সহ সংগঠনের নেতাকর্মীরা । রিক্স চালক, ঠেলা চালক, পরিচারিকা , লোডিং আনলোডিং শ্রমিকরা একের পর এক এসে বাজার থেকে সবজি নিয়ে খুশি মনে ঘরে ফিরে যায়। এই দিন বামপন্থী ছাত্রযুবরা মোট ২৭৮ জন শ্রমিকদের মধ্যে সব্জি বিতরন করলো।

## উপমুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

চাকরি ছেড়ে যাঁরা ফিরছেন তাঁদের তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। তাঁরা ফিরে যাবেন, না-ত্রিপুরায় স্থায়ীভাবে থাকবেন সেই তথ্যও সংগ্রহ করা হবে। তার ভিত্তিতে পর্যালোচনা করে তাঁদের কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করা হবে। তাঁর দাবি, যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে সুযোগ সৃষ্টি করার চিন্তাভাবনা চলছে। কারণ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে তাঁদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

## প্রশাসনের

● প্রথম পাতার পর

করোনা আক্রান্ত হলেন। পুলিশ জানিয়েছে, ওই ব্যক্তি ৫ মাস ধরে পলাতক ছিলেন। ফলে ধারণা করা হচ্ছে, ওই সময় তিনি বাংলাদেশে পালিয়ে আত্মগোপন করেছিলেন। তাছাড়া, গাঁজা ব্যবসায়ীদর সাথে তার যোগাযোগ ছিল। তাই অনুমান করা হচ্ছে, বাংলাদেশ থেকেই তার দেহে করোনা সংক্রমণ হয়েছে।

## ঘিরে চাঞ্চল্য

পাচের পাতার পর

বলেন, 'প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যার ঘটনা বলে মনে হচ্ছে। তদন্ত শুরু হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলেই মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।'

## রাজ্যের কৃষিদফতর

পাচের পাতার পর

এলাকায় পঙ্গপাল হানা দেওয়ার কোনও তথ্য তাঁদের কাছে নেই। উল্লেখ্য, বাংলার দুই পড়শি রাজ্যে ইতিমধ্যেই কার্যত লাল সতর্কতা জারি করে দেওয়া হয়েছে পঙ্গপাল হানার ঘটনা ঘটতে পারে এই আশঙ্কায়।

## দেওয়ার কাজ চলছে

পাচের পাতার পর

উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার গোটা দেশে জলের সংকট মেটানোর জন্য জল জীবন মিশন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। সেই লক্ষ্যে জম্মু ও কাশ্মীরের দুর্গম স্থানে পানীয় জলের অভাব দূর করার কাজ চলছে।

## মর্গে

● প্রথম পাতার পর

জড়ানো তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। অতিরিক্ত মুখ্যসচিব এস কে রাকেশ জানিয়েছেন, ওই মহিলা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ছিলেন।

আজ ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ জিবি হাসপাতালের ফ্লু ক্লিনিকের শৌচালয়ে পঞ্চাশোর্ধ এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। তিনি গড়ায় ফাঁস জড়িয়ে আত্মহত্যা করেছেন। মহিলাটি আমতলি থানাধীন মতিনগরের বাসিন্দা। গতকাল সন্ধ্যায় তিনি জ্বর এবং কাশির সমস্যা নিয়ে ফ্লু ক্লিনিকে ভরতি হয়েছিলেন। গতকালই তার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। আজ সকাল ১১টায় তার কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে।

হাসপাতাল সূত্রের খবর, ওই মহিলা মানসিক অবসাদ এবং কিডনি-র সমস্যায় ভুগছিলেন। আজ তাঁর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় হাসপাতালে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অতিরিক্ত মুখ্যসচিব জানিয়েছেন, করোনা আক্রান্ত মহিলা আত্মহত্যা করেছেন। তাই তার মৃতদেহ ময়না তদন্ত করা হয়েছে।

কিন্তু, ময়না তদন্তের পর মৃতদেহ সৎকারের জন্য নিয়ে যাওয়া হলে বিপত্তি দেখা দেয়। রামনগরে কবরখলায় ওই মৃতদেহ করোনা স্বাস্থ্য বিধি মেনে কবর দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। জিবি হাসপাতাল মেডিকেল সুপারের অনুরোধে সদর মহকুমা শাসক মৃতদেহ সৎকারের জন্য ব্যবস্থা করেন। কিন্তু, রামনগর কবরখলায় নিয়ে যাওয়ার পর স্থানীয় জনগণ আপত্তি জানান। করোনা আক্রান্তের মৃতদেহ সৎকারে ভীতির কারণেই তারা আপত্তি জানাচ্ছিলেন বলে মনে করা হচ্ছে। এই বিষয়ে প্রশাসনের তরফে স্থানীয়দের বোঝানোর চেষ্টা করা হলেও তাতে ব্যর্থ হয়ে মৃতদেহ মতিনগর নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু, সেখানেও ওই মহিলার মৃতদেহ সৎকারে বাধা দেওয়া হয়। ফলে, বাধ্য হয়ে গভীর রাতে মৃতদেহ নিয়ে জিবি হাসপাতালের মর্গে ফিরে আসেন স্বাস্থ্য কর্মীরা।

## আহত যুবক

আটের পাতার পর

ধর্মনগর থেকে লামডিং অভিমুখী এক বিশেষ খালি ট্রেনে চেপে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়।

কিন্তু উক্ত রাতে ট্রেনটি কলকলিঘাট স্টেশনে না থামানোয় সে একসময় রাতের অন্ধকারে চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপ দিয়ে নামতে গিয়ে গুরুতর আহত হয়।প্রসঙ্গ উল্লেখ্য যে, এই রুটে অবৈধ উপায়ে লকডাউনকে উপেক্ষা করে প্রায় প্রতিদিনই রাজ্য থেকে পার্শবর্তী রাজ্য অসমে অনুপ্রবেশ ঘটছে।গত কয়দিনে অসম পুলিশে হাতে ত্রিপুরা থেকে অবৈধভাবে পালিয়ে যাওয়া ৪৭ জন ব্যক্তি আটক হয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে ১৮ কিমি ত্রিপুরা অসম সীমান্তে অবস্থিত কদমতলা ও চুড়াইবাড়ি থানার পুলিশের হাতে আজ পর্যন্ত অবৈধভাবে রাজ্যে প্রবেশ ও বেরিয়ে যাওয়া কোন মানুষকে আটক করতে পারেননি।

# দক্ষিণ কাশ্মীরে ফের এনকাউন্টার, নিকেশ সন্ত্রাসবাদী

শ্রীনগর, ২ জুন (হি.স.): দক্ষিণ কাশ্মীরে এনকাউন্টারে ফের সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার অবন্তীপোরার, ত্রালের সাইমোহ এলাকায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছেন একজন সন্ত্রাসবাদী। নিহত সন্ত্রাসবাদীর নাম ও পরিচয় জানা যায়নি।

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গোয়েন্দা সূত্রে খবর পাওয়া যায় ত্রালের সাইমোহ এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে বেশ কয়েকজন জঙ্গি। গোয়েন্দা সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে মঙ্গলবার ভোররাত থেকেই ওই এলাকায় অভিযান চালায় সেনাবাহিনীর ৪২ রাষ্ট্রীয় রাইফেলস, সিআরপিএফ-এর ১৮০ ব্যাটেলিয়ন এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ। অভিযান চলাকালীন গোপন স্থান থেকে গুলি চালাতে থাকে জঙ্গিরা। সুরক্ষা বাহিনী পাল্টা গুলি চালায়, সন্ত্রাসীদের আত্মসমর্পণ করতেও বলা হয়। কিন্তু, জঙ্গিরা এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে। এরপর গুলির লড়াইয়ে খতম হয়েছে একজন সন্ত্রাসী। ওই এলাকায় আরও একজন জঙ্গি লুকিয়ে রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

# ছত্তিশগড়ে ফের সাফল্য সুরক্ষা বাহিনীর, এনকাউন্টারে খতম কুখ্যাত মাওবাদী

রায়পুর, ২ জুন (হি.স.): ছত্তিশগড়ে মাওবাদী-নিকেশ অভিযানে ফের সাফল্য পেল নিরাপত্তা বাহিনী। ছত্তিশগড়ের মাওবাদী অধ্যুষিত দান্তেওয়াড়া জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে কুখ্যাত একজন মাওবাদী। নিহত মাওবাদীরা নাম-দাসরু পুনেম। কুখ্যাত মাওবাদী দাসরুর মাথার দাম ছিল ৮ লক্ষ টাকা।

দান্তেওয়াড়া পুলিশ সুপার অভিষেক পল্লব জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকালে হুঁর্পোল এবং বেচাপালের মাঝে জঙ্গলে মাওবাদী এবং জেলা রিজার্ভ গার্ড ও স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়। বেশ কিছুক্ষণ গুলির লড়াই চলার পর মাওবাদীরা গভীর জঙ্গলে পালিয়ে যায়, এরপর তল্লাশি চালিয়ে পুরুষ মাওবাদী দাসরু পুনেমের দেহ উদ্ধার করা হয়।

# জর্জ ও তাঁর পরিবারকে ন্যায়বিচার দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ : ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২ জুন (হি.স.): কৃষ্ণাঙ্গ যুবক জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যুতে এই মুহূর্তে ক্ষোভে ফুঁসছে আমেরিকা। বিক্ষোভ না-থামলে ন্যাশনাল গার্ড নামানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। একইসঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, জর্জ ও তাঁর পরিবারকে ন্যায়বিচার দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তিনি। সোমবার ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, সাম্প্রতিক দিনগুলিতে আমাদের দেশে নৈরাজ্য, হিংস্র জনতা, অগ্নিসংযোগকারী, লুটেরা, অপরাধী, দাঙ্গাবাজরা হামলা ও অযথা সম্পত্তি নষ্ট করছে...আমি দৃঢ়ভাবে সমস্ত গভর্নরকে সুপারিশ করছি পর্যাপ্ত পরিমাণে ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন করা হোক। ক্ষোভের সুরে ট্রাম্প বলেন, গত রাতে ওয়াশিংটন ডিসি-তে যা হয়েছিল, তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। আমরা যেমনটা বলেছি, দাঙ্গা, লুঠপাট, হামলা ও সম্পত্তি ধ্বংস রুখতে আমি হাজার-হাজার সৈন্য, সামরিক বাহিনী পাঠাচ্ছি। সবাইকে সতর্ক করে জানাচ্ছি, আমাদের ৭ ঘন্টার কারফিউ অত্যন্ত কঠোর হবে। সম্পত্তি নষ্ট করলেই গ্রেফতার করা হবে। এরপরই কৃষ্ণাঙ্গ যুবক জর্জ ও তাঁর পরিবারকে ন্যায়বিচারের আশ্বাস দিয়ে ট্রাম্প বলেছেন, ''জর্জ ও তাঁর পরিবারকে ন্যায়বিচার দেওয়ার জন্য প্রশাসন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু, হিংসা কখনই সমর্থন করা যায় না। শান্তিকামী মানুষজন দাঙ্গার ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন, প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁদের নিরাপদ রাখতে আমি লড়াই চালিয়ে যাব।

# রেলভবনের আরও এক আধিকারিকের শরীরে মিলল করোনা

নয়াদিল্লি, ২ জুন (হি. স.): রেল বোর্ডের আরও একজন আধিকারিকের শরীরে মিলল করোনার সংক্রমণ। রেল ভবনে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা এটা নিয়ে ৭ নম্বর। জানা গিয়েছে ওই আধিকারিকের সংস্পর্শে আসা ১২ জন আধিকারিক এবং কর্মচারীকে একান্তবাসে (কোয়ারেন্টাইন) পাঠানো হয়েছে। মঙ্গলবার রেলের তরফ থেকে বলা হয়েছে যে রেল ভবনের পাঁচতলায় অবস্থিত রেল রাজভাষা পত্রিকার সেলে জেএএসএ পদে কর্মরত এক আধিকারিকের শরীরে ১ জুন করোনা সংক্রমন ধরা পড়ে।

# ক্রীড়াঙ্গন

## মেসির উদ্যম ছড়িয়ে পড়েছে বার্সেলোনায়

স্থগিত থাকা লা লিগা পুনরায় শুরুর অপেক্ষায়। মাঠে ফিরতে মরিয়া লিওনেল মেসি ঘাম ঝরাচ্ছেন সতীর্থদের সঙ্গে অনুশীলনে। জর্দি আলবা জানালেন মেসির উদ্দীপনা ছড়িয়ে পড়েছে গোটা দলের মধ্যে।

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে গত মার্চের মাঝামাঝি থেকে স্থগিত ছিল লা লিগা। আগামী ১১ জুন সেভিয়া ও রিয়াল বেতিসের ম্যাচ দিয়ে পুনরায় শুরু হবে স্পেনের শীর্ষ লিগটি।

২৭ রাউন্ড শেষে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে ২ পয়েন্ট বেশি নিয়ে লিগের শীর্ষে রয়েছে বার্সেলোনা। পুনরায় শুরু হওয়া লিগে আগামী ১৩ জুন নিজেদের প্রথম ম্যাচে রিয়াল মায়োর্কার বিপক্ষে খেলবে কিকে সেতিয়েনের দল।

ফের মাঠে নামার প্রস্তুতিতে দলকে অধিনায়ক মেসি দারুণভাবে উজ্জীবিত করছেন বলে টিভিই-কে জানান আলবা।

''সে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় এবং সবসময় তাকে পাওয়াটা আমরা উপভোগ করি। দেখছি সে উদ্যম নিয়ে ফিরেছে এবং তা বাকি দলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।''

চলতি লা লিগায় ১৯ গোল নিয়ে গোলদাতার তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন মেসি। ছয়বারের বর্ষসেরা এই আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডের পরে আছে রিয়াল মাদ্রিদের ফরাসি ফরোয়ার্ড করিম বেনজেমা (১৪ গোল)।

পুনরায় শুরু হওয়া লিগে বার্সেলোনা আগের চেয়ে আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরবে বলেও আশাবাদ জানান স্প্যানিশ ডিফেন্ডার আলবা।

''আমি বলব, আমাদের খেলোয়াড়রা মানসিক ও শারীরিকভাবে আসলেই ভালোভাবে ফিরেছে। এমনকি আগের চেয়ে আরও বেশি ভালোভাবে ফিরেছে।''

## কোভিড-১৯ যখন অ্যান্ডারসনের আশীর্বাদ

সাম্প্রতিক সময়ে চোট খুব ভোগাচ্ছিল জেমস অ্যান্ডারসনকে। বয়সও কম হয়নি। তবে এখনই ক্রিকেট ছাড়ার ইচ্ছে তার নেই। করোনাভাইরাসের কারণে পাওয়া লম্বা বিরতি তাই একরকম আশীর্বাদ হয়ে এসেছে টেস্ট ইতিহাসের সফলতম পেসারের জন্য। শারীরিক ও মানসিকভাবে চাঙা ইংলিশ পেস কিংবদন্তি বলছেন, এই বিশ্রাম তার ক্যারিয়ারকে দীর্ঘায়িত করবে আরও।

আগামী মাসেই ৩৮ পূর্ণ করবেন অ্যান্ডারসন। এই বয়সের বেশ আগেই অবসরে চলে যান বেশির ভাগ পেসার। কিন্তু অ্যান্ডারসন নিজের শেষ দেখছেন না সহসাই। ৫৮৪ টেস্ট উইকেট শিকারি পেসার আরও অনেক দিন চালিয়ে যেতে চান তার অভিযান।

লম্বা বিরতির পর অন্য সতীর্থদের সঙ্গে অ্যান্ডারসনও ফিরেছেন অনুশীলনে। তার বিশ্বাস, টেস্ট ক্যারিয়ারকে এখন লম্বা করতে পারবেন আরও।

'' আমার টেস্ট ক্যারিয়ারের শেষ দিকে বাড়তি আরও দু-এক বছর যোগ করবে এই বিরতি। অনুশীলনে ফিরতে পেরে খুবই ভালো লাগছে। যদিও নেটে খুব বেশি মানুষকে না পাওয়া একটু অদ্ভুত। তার পরও মাঠে ফিরতে পারা, ক্রিকেট খেলতে পারা দারুণ ব্যাপার।''

এই মৌসুমে দর্শকশূন্য মাঠে আন্তর্জাতিক সিরিজ আয়োজনের লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে ইংল্যান্ডের বোর্ড। অ্যান্ডারসনের সতীর্থ ফাস্ট বোলার জফ্রা আর্চার বলেছেন, মাঠে দর্শকের কৃত্রিম আওয়াজের ব্যবস্থা রাখতে। অন্যান্য খেলায় এটির ব্যবহার শুরু হয়েছে এর মধ্যেও। অ্যান্ডারসনও মনে করেন, কৃত্রিম আওয়াজ হতে পারে ভালো বিকল্প।

# 'কপাল ভালো ইকার্দি আরও ১৫ বছর ইন্টারে থাকেনি'

ইতালির শীর্ষ লিগ সেরি আয় থাকতে ডিফেন্ডারদের খুব ভুগিয়েছিলেন মাউরো ইকার্দি। আর্জেন্টিনার এই ফরোয়ার্ড ইন্টার মিলান ছেড়ে পাকাপাকিভাবে যোগ দিয়েছেন ফ্রান্সের দল পিএসজিতে। এতে কতটা স্বস্তি পেয়েছেন, সে কথা জানিয়েছেন ইউভেন্তুস অধিনায়ক জর্জো কিয়েল্লিনি।

সেরি আতে ইকার্দির সময়টা কেটেছে দুর্দান্ত। ইতালির শীর্ষ লিগে তিনি খেলার সময়টায় তার চেয়ে বেশি গোল করতে পারেননি আর কেউ। ইতালিতে প্রতিপক্ষের জন্য ইকার্দি কতটা ভয়ঙ্কর ছিলেন, সেটি বোঝাতে ডিফেন্ডার কিয়েল্লিনি তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন, ইউভেন্তুস 'ভাগ্যবান' যে ইকার্দি আরও ১৫ বছর ইন্টারে থাকেননি!

গত বছরের সেপ্টেম্বরে ইন্টার ছাড়েন ইকার্দি। ধারে খেলতে যান পিএসজিতে। সে সময় বলেছিলেন, তিনি আর কখনও ইন্টারের হয়ে খেলবেন না। তার জায়গায় ইন্টার দলে ভেড়ায় রোমেলু লুকাকুকে। ইকার্দির জার্সি নম্বর দেওয়া হয় বেলজিয়ান স্ট্রাইকারকে।

ইন্টারে যেখানে শেষ করেছিলেন, ইকার্দি সেখান থেকেই শুরু করেন পিএসজিতে। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে মাঝপথে মৌসুম বাতিল হওয়ার আগে লিগ ওয়ানের ক্লাবটির হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলে ৩১ ম্যাচে করেন ২০ গোল। জেতেন ফরাসি লিগের শিরোপা।

ইকার্দি ইতালিতে পা রেখেছিলেন সাম্পদোরিয়ার হয়ে। প্রাথমিকভাবে বার্সেলোনা থেকে ধারে এসেছিলেন। পরে চুক্তি করেন পাকাপাকিভাবে। ২০১১-১২ মৌসুমে সাম্পদোরিয়ার যুব দলের হয়ে ২৩ ম্যাচে করেন ১৯ গোল।

দলটির হয়ে পরের মৌসুমে সুযোগ পান সেরি আতে। ইতালির শীর্ষ লিগে নিজের প্রথম মৌসুমে ৩১ ম্যাচে করেন ১০ গোল। ২০১৪-১৫ মৌসুম শুরুর আগে ১ কোটি ৩০ লাখ ইউরোয় যোগ দেন ইন্টারে।

এই দলটির হয়ে ২১৯ ম্যাচে ইকার্দি করেছেন ১২৪ গোল। সাম্পদোরিয়া ও ইন্টারের হয়ে সেরি আতে তার গোল ১২১টি। ইতালির শীর্ষ লিগে তার কাটানো সাত মৌসুমে (২০১২-১৩ থেকে ২০১৮-১৯) যা অন্য যেকোনো খেলোয়াড়ের চেয়ে বেশি।

এই সময়ে নাপোলি, ইউভেন্তুস ও এসি মিলানের হয়ে ১১৭ গোল করে ইকার্দির পরে আছেন আরেক আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকার গনসালো হিগুয়াইন। আর কারও গোল সংখ্যা তিন অঙ্কে পৌঁছায়নি।

# ইউরো পেছানোয় ইতালির সুবিধা দেখছেন মানচিনি

করোনাভাইরাসের প্রভাবে ইউরো-২০২০ এক বছর পিছিয়ে যাওয়ায় সুবিধা হয়েছে ইতালির, মত রবেতর্টো মানচিনির। এক বছরে দল আরও অভিজ্ঞ হয়ে উঠবে বলে মনে করেন এই ইতালিয়ান কোচ।

করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের আগে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ইতালির প্রস্তুতির সময় চোটে পড়েন মিডফিল্ডার নিকোলো জানিওলো ও জর্জো কিয়েল্লিনি। এরই মাঝে সেরে উঠেছেন ইউভেন্তুস ডিফেন্ডার কিয়েল্লিনি। একই পথে আছেন নিকোলো। তরুণ আরও যারা জাতীয় দলে আছেন তারা বাড়তি এক বছরে আরও অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন বলে গাজ্জেত্তা দেল্লো স্পোর্তকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানান মানচিনি।''ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য ছেলেরা আরও অভিজ্ঞ হয়ে উঠবে, যদিও অল্প সময়ের মধ্যে তাদের খেলতে হবে অনেক ম্যাচ। তাদের শারীরিক অবস্থার প্রতি আমাদের গভীর মনোযোগ দিতে হবে। আমি ছেলেদের কাছ থেকে শুনেছি, তারা সবাই খেলায় ফিরতে চায়।''

তিন মাসের বেশি সময় বন্ধ থাকার পর আগামী ২০ জুন আবার শুরু হচ্ছে সেরি আ। এ নিয়ে নিজের ভাবনা জানান ম্যানচেস্টার সিটির সাবেক এই কোচ।

''অনেক খেলোয়াড় পুরোপরি ফিট থাকবে না। শুরুতে মানিয়ে নেওয়া কঠিন হবে।''

রাশিয়া বিশ্বকাপে চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইতালি জায়গা পেতে ব্যর্থ হওয়ার পর কোচ জামপিয়েরো ভেনতুরার স্থলাভিষিক্ত হন মানচিনি। তার অধীনে ১০ ম্যাচে শতভাগ জয়ে ইউরোর মূল পর্ব নিশ্চিত করে ইতালি।

এ বছরের জুন-জুলাইয়ে হওয়ার কথা ছিল ইউরো-২০২০, করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে তা এক বছর পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

# যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে খেলতে চান ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপজয়ী পেসার

ইংল্যান্ড জাতীয় দলের দরজা আপাতত বন্ধ লিয়াম প্লাঙ্কেটের জন্য। তাই ভাবতে হচ্ছে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে। অদূর ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে খেলার ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন বিশ্বকাপজয়ী এই ইংলিশ পেসার।

গত বিশ্বকাপজয়ী ইংল্যান্ড দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন প্লাঙ্কেট। দেশের মাটিতে হওয়া বিশ্বকাপের পর থেকে জাতীয় দলের বাইরে আছেন তিনি। বিশ্বকাপের পরই বোর্ডের চুক্তি থেকে বাদ পড়েন। কিছুদিন আগে ঘোষিত ইংল্যান্ডের ৫৫ সদস্যের ট্রেনিং ক্যাম্পের দলেও রাখা হয়নি ৩৫ বছর বয়সী এই পেসারকে।

প্লাঙ্কেটের স্ত্রী আমেরিকান। সেকারণেই মূলত যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে খেলার আশা দেখছেন বলে বিবিসি রেডিও ৫-কে জানান তিনি।

''সেখানে (যুক্তরাষ্ট্র) ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত থাকাটা হবে দারুণ কিছু। আমার সন্তানরাও সম্ভবত আমেরিকান হবে, তাই তাদের এটি বলাটা দারুণ হবে যে আমি ইংল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে খেলেছি।''

গত বছর ওয়ানডে স্ট্যাটাস পাওয়া যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে খেলার যোগ্যতা অর্জনের জন্য অবশ্য সেখানে তিন বছর বসবাস করতে হবে প্লাঙ্কেটকে। সেটির জন্য তিনি প্রস্তুত বলেই ইঙ্গিত পাওয়া গেল তার কথায়।''আমি ইংলিশ এবং সবসময় ইংলিশম্যান থাকব। কিন্তু আমি এখনও ফিট এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ে খেলার সুযোগ আমার সামনে আছে। তাহলে কেন আমি তা গ্রহণ করব না?''

''আমি যদি সেখানে যাই এবং যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পেয়ে যাই কিংবা গ্রিন কার্ড পাই, তাহলে আমি অন্তত (সেখানকার ক্রিকেটের) উন্নতিতে সহায়তা করতে পারব, বিশেষ করে যখন আমি সদ্য ইংল্যান্ডের হয়ে খেলা শেষ করেছি।''

# বর্ণবাদের শিকার হয়েছি আমিও: গেইল

যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশের নির্যাতনে কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যু প্রবলভাবে নাড়িয়ে দিয়েছে ক্রীড়াঙ্গনকেও। ফুটবল মাঠে চলছে প্রতিবাদ। এবার ক্রিকেট তারকা ক্রিস গেইল বললেন, ক্রিকেটেও আছে বর্ণবাদের কালো থাবা। তিনি নিজেই হয়েছেন এটির শিকার।

গত বছর নিউ জিল্যান্ড সফরে গিয়ে বর্ণবাদের শিকার হয়েছিলেন ইংলিশ পেসার জফ্রা আর্চার। সেটি নিয়ে তখন আলোড়ন উঠেছিল অনেক। এটির পরেও বর্ণবাদের শিকার হয়েছিলেন বলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অভিযোগ করেছিলেন বারবাডোজে জন্ম নেওয়া এই ক্রিকেটার।

গেইল অবশ্য সুনির্দিষ্ট করে বলেননি, কবে বা কোথায় তিনি বর্ণবাদের শিকার হয়েছেন। তবে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট খেলতে গিয়ে এই অভিজ্ঞতা হতে পারে বলে ইঙ্গিত আছে তার কথায়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সোমবার রাতে তার অভিজ্ঞতা জানিয়েছেন গেইল।

'' আমি বিশ্বজুড়ে ভ্রমণ করেছি এবং বর্ণবিদ্বেষ মূলক মন্তব্য আমাকেও শুনতে হয়েছে, কারণ আমি কালো। বিশ্বাস করুন, এই তালিকা চলতেই থাকবে।''

'' বর্ণবাদ শুধু ফুটবলে নয়, ক্রিকেটেও আছে। এমনকি অনেক সময় দলের মধ্যেও আমাকে বাজে অভিজ্ঞতার শিকার হতে হয়েছে আমি কালো বলে।''

ফ্লয়েডের হত্যার প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে প্রতিবাদের আগুন। সেই উত্তাপ স্পর্শ করেছে বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনকে। যুক্তরাষ্ট্রের অনেক ক্রীড়াবিদ তো বটেই, এমনকি জার্মান বুন্ডেসলিগার ম্যাচে প্রতিবাদ জানিয়েছেন অনেক। বিশ্বের নানা খেলার আরও অনেক ক্রীড়াবিদও প্রতিবাদ করে চলেছেন নিজেদের জায়গা থেকে।

# তিন সপ্তাহে তিন টেস্ট খেলবে ইংল্যান্ড-উইন্ডিজ

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের সূচি চূড়ান্ত করেছে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। অপেক্ষা এখন সরকারের অনুমোদনের, যেটিকে বলা যেতে পারে কেবল আনুষ্ঠানিকতা। পরিকল্পনামতো সবকিছু এগোলে, করোনাভাইরাস বিরতির পর এই সিরিজ দিয়েই মাঠে ফিরছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট।

সূচি অনুযায়ী ২১ দিনের মধ্যে তিনটি টেস্ট ম্যাচ খেলবে দুই দল। আগামী ৮ জুলাই সাউথ্যাম্পটনে শুরু হবে প্রথম টেস্ট। পরের দুই ম্যাচ হবে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে, ১৬ জুলাই ও ২৪ জুলাই থেকে। সব ম্যাচই হবে দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে ও জীবাণুমুক্ত পরিবেশে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ইংল্যান্ড পৌঁছার কথা ৯ জুন। শুরুতে ক্যারিবিয়ানরা থাকবেন ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে। সেখানে দুই সপ্তাহ কোয়ারেন্টিনে থাকার পর এক সপ্তাহ অনুশীলন করবেন তারা। এরপর প্রথম টেস্ট খেলতে যাবেন তারা সাউথ্যাম্পটনে।

ইসিবি মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, টেস্ট সিরিজের ভেন্যু চূড়ান্ত করা হয়েছে জীবাণুমুক্ত পরিবেশ, মেডিকেল স্ক্রিনিং, সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার সুবিধাসহ পারিপার্শ্বিক সবকিছু বিবেচনায়।

ইসিবির স্পেশাল অপারেশনস ডিরেক্টর স্টিভ এলওয়ার্দি বলেছেন, ক্রিকেট মাঠে ফেরাতে এখন তারা অপেক্ষা করছেন চূড়ান্ত ধাপের জন্য।

''সরকার ও আমাদের চিকিৎসক দলের সঙ্গে আমরা নিয়মিত আলোচনা করছি। এগুলো আমাদের প্রস্তাবিত তারিখ এবং তা নির্ভর করছে সরকারের অনুমোদনের ওপর।''

আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্ভুক্ত এই সিরিজটি হওয়ার কথা ছিল মূলত ৪ জুন থেকে। ভেন্যু ছিল দা ওভাল, এজবাস্টন ও লর্ডস। কিন্তু করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে তা স্থগিত হয়ে যায়।

পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া ও আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের সূচি পরবর্তীতে নির্ধারণ করা হবে বলে জানিয়েছে ইসিবি।

# স্যানচো হতে পারে 'ম্যানইউর রোনালদো'

ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো চলে যাওয়ার পর হারানো রঙ এখনও ফিরে পায়নি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। তবে জেডন স্যানচোকে দেখার পর থেকে নতুন করে আশা দেখছেন ওয়েস ব্রাউন। ইউনাইটেডের সাবেক এই ডিফেন্ডারের মনে হচ্ছে স্যানচোকে দলে ভেড়াতে পারলে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ফিরবে হারানো সুদিন।

স্যানচো বর্তমানে আলো ছড়াচ্ছেন জার্মান বুন্ডেসলিগার দল বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের জার্সিতে। রোববার পাডেরবর্নের বিপক্ষে দলের ৬-১ গোলে জেতা ম্যাচে হ্যাটট্রিক উপহার দেন তরুণ এই মিডফিল্ডার।

গুঞ্জন আছে ২০ বছর বয়সী স্যানচোকে দলে নিতে আগ্রহী ইউনাইটেড। এই গুঞ্জন সত্যি করে তাকে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে আনার এটাই মোক্ষম সময় বলে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড টিভিকে বলেছেন ব্রাউন।

''সে মেধাবী এবং শিহরণ জাগানিয়া। এই ক্লাবে আমাদের ঠিক তার মতো একজনই দরকার। এমন খেলোয়াড় আমাদের বিগত বছরগুলোতে ছিল এবং আমি নিশ্চিত যদি আমরা তার সঙ্গে চুক্তি করতে পারি, তাহলে সে ক্লাবে আগের উন্মাদনা ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। এটা দলের জন্য ভালো হবে।''

''অতীতে আমাদের এরকম খেলোয়াড় ছিল.ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোর মতো। এরা সেই মাপের খেলোয়াড়, যারা তিন-চার ডিফেন্ডারকে ছিটকে দেয় এবং অন্য সতীর্থদের জন্য ম্যাচটা সহজ করে দেয়।''

২০০৩ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ছিলেন রোনালদো। দলকে দিয়েছেন মুঠোভরে। পেয়েছেন নিজেও। রিয়াল মাদ্রিদে পাড়ি জমানোর আগে ইউনাইটেডের হয়ে তিনটি প্রিমিয়ার লিগ, দুটি লিগ কাপ, একটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপাসহ আরও অনেক শিরোপা জিতেছিলেন পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড।

## পরের মৌসুমে বার্সেলোনাতেই থাকছেন মেসি

চুক্তিতে অদ্ভুত একটা শর্ত আছে, মৌসুম শেষে ইচ্ছে হলেই বার্সেলোনা ছাড়তে পারেন লিওনেল মেসি। তবে তা করতে দলকে জানাতে হবে ১ জুনের আগে। আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড অবশ্য এমন কিছু করেননি। এতে নিশ্চিত হয়ে গেছে, পরের মৌসুমে থাকছেন বার্সেলোনাতেই।

কাতালান দলটির সঙ্গে ৩২ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ডের বর্তমান চুক্তির মেয়াদ ২০২১ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত। রেকর্ড ছয় বারের বর্ষসেরা ফুটবলারকে রাখতে তাই অদূর ভবিষ্যতে নতুন চুক্তি করতে হবে বার্সেলোনাকে।

বার্সেলোনা সব সময়ই নিশ্চিত, মেসি কখনই এই শর্ত কার্যকর করবেন না। তারকা এই ফুটবলারের সঙ্গে নতুন চুক্তির ব্যাপারেও আশাবাদী ক্লাবটি।

## রিয়ালের নজর '১১ ফাইনালে'

শিরোপা জিততে হলে টপকাতে হবে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনাকে। লা লিগা মৌসুমে নিজেদের বাকি ম্যাচগুলোর প্রতিটিকে তাই ফাইনালের সঙ্গে তুলনা করেছেন রিয়াল মাদ্রিদের লুকাস ভাসকেস। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে প্রায় তিন মাসের বিরতি শেষে অনেক নিয়মের ঘেরাটোপে দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে আগামী ১১ জুন পুনরায় শুরু হচ্ছে স্প্যানিশ লা লিগা। লিগে বাকি আছে ১১ রাউন্ডের খেলা। শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার চেয়ে ২ পয়েন্ট পিছিয়ে আছে রিয়াল। প্রতিটি ম্যাচ তাই সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ের দলটির কাছে মহাগুরুত্বপূর্ণ। রিয়াল মাদ্রিদ টিভিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে লিগের বাকি ম্যাচগুলো নিয়ে নিজের ভাবনা জানান ২৮ বছর বয়সী ভাসকেস।

''আমাদের ১১টি ফাইনাল বাকি আছে, আমরা এটাকে এভাবেই দেখি। আশা করি লা লিগা জিততে আমরা ১১টি জয় পাব।''

করোনাভাইরাস লকডাউনের পর সোমবার প্রথমবারের মতো পূর্ণাঙ্গ দলীয় অনুশীলন করে রিয়াল। সাফল্যের জন্য সতীর্থরা সবাই কঠোর পরিশ্রম করছে বলে জানান এই স্প্যানিশ মিডফিল্ডার।

''শারীরিক কাজের মতো মানসিক দিকও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আশা করি ভালো অবস্থায় থেকে আমরা প্রতিযোগিতায় ফিরতে পারব।''

রিয়াল পর পর দুটি ম্যাচ খেলবে নিজেদের মাঠে। ১৪ জুন এইবারের বিপক্ষে খেলার চার দিন পর ভালেন্সিয়ার বিপক্ষে খেলবে জিনেদিন জিদানের দল।

## রোনালদো-দিবালাদের প্রথম ম্যাচ ২২ জুন

শেষ তিন রাউন্ড ছাড়া সেরি আর বাকি ম্যাচগুলোর সূচি দিয়েছে লিগ কর্তৃপক্ষ। পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থাকা ইউভেন্তুসের প্রথম ম্যাচ আগামী ২২ জুন।

২০ জুন থেকে লিগ পুনরায় শুরুর কথা জানানো হয়েছিল আগেই। সোমবার সূচি প্রকাশ করে জানানো হয়, লিগ শেষ হবে ২ অগাস্ট।

গত ৯ মার্চ থেকে স্থগিত থাকা লিগে সব ক্লাবের এখনও বাকি অন্তত ১২টি করে ম্যাচ। কয়েকটি ক্লাবের একটি করে ম্যাচ বেশি বাকি আছে। লিগ পুনরায় শুরু হওয়ার পর প্রায় প্রতিদিনই খেলা আছে। শুধুমাত্র পাঁচ দিন কোনো ম্যাচ নেই।করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে আগে স্থগিত হওয়া চার ম্যাচ দিয়ে মাঠে ফিরবে ইতালির শীর্ষ লিগ। ২০ জুন স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় মুখোমুখি হবে তোরিনো ও পার্মা এবং ভেরোনা ও কাইয়ারি। রাতে সাম্পদোরিয়াকে আতিথ্য দেবে তৃতীয় স্থানে থাকা ইন্টার মিলান, অন্য ম্যাচে খেলবে আতালান্তা ও সাস্পুয়োলো।২২ জুন ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো, পাওলো দিবালা, জর্জো কিয়েল্লিনিরা খেলবেন বোলোনিয়ার মাঠে। দুই দিন পর নিজেদের প্রথম ম্যাচে আতালান্তার মাঠে খেলতে যাবে পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে থাকা লাৎসিও। ইউভেন্তুস নিজেদের মাঠে প্রথম ম্যাচ খেলবে ২৬ জুন লেসের বিপক্ষে।২৬ ম্যাচে ৬৩ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার শীর্ষে আছে টানা নবম শিরোপার দৌড়ে থাকা ইউভেন্তুস। সমান ম্যাচে তাদের চেয়ে ১ পয়েন্ট কম লাৎসিওর।

## ফ্লয়েড হত্যার প্রতিবাদে শামিল লিভারপুল

অ্যানফিল্ডে মাঠের মাঝবৃত্তে লিভারপুল দলের সবাই। ভার্জিল ভন ডাইক, জেমস মিলনার, অ্যান্ড্রু রবার্টসনরা বসে আছেন হাঁটু গেড়ে। এভাবেই যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশের নির্যাতনে জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যুর প্রতিবাদ জানিয়েছেন ইংলিশ ক্লাবটির ফুটবলাররা।নিজেদের মাঠে সোমবার লিভারপুলের অনুশীলনের সময়ের দৃশ্য এটি। যেখানে ছিলেন দলটির ২৯ জন খেলোয়াড়। পরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ওই ছবি পোস্ট করে লিভারপুল লিখেছে, 'একতাই বল।' মিলনার, ভন ডাইকসহ দলের বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়ও ছবিটি টুইটারে দিয়েছেন। বর্ণবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সবাইকে এক হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মার্কাস র‍্যাশফোর্ড ও পল পগবাও। পুলিশ হেফাজতে একজন কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তির হত্যার প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে প্রতিবাদের আগুন। সেই উত্তাপ স্পর্শ করেছে বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনকেও। যুক্তরাষ্ট্রের অনেক ক্রীড়াবিদ তো বটেই, জার্মান বুন্ডেসলিগায়ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন অনেকে। বিশ্বের নানা খেলার আরও অনেক ক্রীড়াবিদও প্রতিবাদ করে চলেছেন নিজেদের জায়গা থেকে।

NOTICE INVITING e-TENDER :04/EE/WRD-I/e-tender/2020-21 Dated: - 30-05-2020

The Executive Engineer, Water Resouice Division No-I, Kunjaban Agartala, Tripura. invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterpriseand eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway /Other State PWD up to 3.00 P.M. on 24-06-2020 for the following works:-

| SL. No. | Name of Work. | Estimated Cost. | Earnest Money. | Time for Completion |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DNIeT No. 13 /EE/WRD-1/DNIeT/2020-21. | Rs.9,40,937.00 | Rs.9,409.00 | 3(Three)months |
| 2. | DNIeT No. 14 /EE/WRD-1/DNIeT/2020-21. | Rs.9,48,950.00 | Rs.9,490.00 | 3(Three)months |
| 3. | DNIeT No. 15/EE/WRD-1/DNIeT/2020-21. | Rs.11,55,256.00 | Rs.11,553.00 | 6(Six)months. |
| 4. | DNIeTNo.57/EE/WRD1/DNIeT/2019-20. (2nd Call) | Rs.3,39,439.00 | Rs.3,394.00 | 6(Six)months. |

Last date and time for document downloading and bidding on 24-06-2020 and Time and date of opening of bid at 16.00 Hrs.on 26-06-2020.if possible.
Notes:-For more details kindly visit :Https:// tripuratenders.gov.in

ICA/C-440/2020-21

For and behalf of the Governor of Tripura
(Er. Pankaj kar Raha)
Executive Engineer
Water Resource Division No-1
Kujanaban, Agartala.

**PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No.10/PNIeT/EE/ WRD-VII/PTL/2020-21, dt. 28-05-2020**

The Executive Engineer, Water Resource Division No.-VII, Pecharthal, Unakoti, Tripura on behalf of the 'Governor of 1 rip.ca' invites e-Tender (F/TRI/7) from Central & State, Public Sector undertaking / Enterprise and eligible Contractors / Firms /Agencies of appropriate class registered with PWD / TT A ADC / MES / CPWD /Railway / Other State PWD up to 3.00 P.M. on 20-06-2020 for the following works. (i) D.N.I.e-T. No. 22 / EE/WRD-VII/PTL/2020 - 21, (ii) D.N.I_e-T. No. 23 / EE/WRD-VII/PTL/2020 - 21 & (iii) D.N.I.e-T. No. 24 / EE/WRD-VII/PTL/2020 - 21. Last date and time for document downloading and bidding up to 3.00 P.M. on 20-06-2020 and Time and date of opening of bid at 16.00 Hrs. on 20-06-2020 if possible.

The notice in details can also be seen at website https:// tripuratenders.govin

FOR & ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA

ICA/C-436/2020-21

(Er. SelB.B. Debbarma)
Executive Engineer Water Resource
Division No - VII Pecharthal,
Unakoti, Tripura.

বাজারে এসে গেলো রসালো ফল তাল। ছবি- নিজস্ব।

# মন্ত্রিসভার বৈঠকে ত্রিপুরা মিডিয়া রিপ্রেজেনটেটিভ অ্যাক্রিডিটেশন গাইডলাইন অনুমোদিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন।।** 'ত্রিপুরা প্রেস রিপ্রেজেনটেটিভ অ্যাক্রিডিটেশন রুলস-২০০১' সংশোধন করে 'ত্রিপুরা মিডিয়া রিপ্রেজেনটেটিভ অ্যাক্রিডিটেশন গাইডলাইন' করা হয়েছে। আজ রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সংশোধনীটি অনুমোদিত হয়েছে বলে সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে জানান শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি জানান, প্রেস কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়া অনুমোদিত 'মডেল অ্যাক্রিডিটেশন রুলস-২০১৪'-কে অনুসরণ করেই 'ত্রিপুরা মিডিয়া রিপ্রেজেনটেটিভ অ্যাক্রিডিটেশন গাইডলাইন' তৈরি করা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, দীর্ঘদিনের দাবি ছিলো সাংবাদিকদের অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড প্রদান করার ক্ষেত্রে প্রিন্ট মিডিয়ার পাশাপাশি ইলেকট্রনিক ও ওয়েব মিডিয়ার সাংবাদিকদের এই সুযোগ দেওয়ার জন্য। এই দাবি মেনে 'ত্রিপুরা মিডিয়া রিপ্রেজেনটেটিভ অ্যাক্রিডিটেশন গাইডলাইনে' ইলেকট্রনিক ও ওয়েব মিডিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এরফলে অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড প্রদান করার যে সংস্থান ছিলো তা এখন বেড়ে দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে। তিনি জানান, এতে জেলা ও মহকুমাস্তরে কর্মরত সাংবাদিকরাও সুযোগ পাবেন। শিক্ষামন্ত্রী জানান, নতুন গাইডলাইনে চিত্র সাংবাদিকদের জন্যও অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড পাবার সংস্থান রাখা হয়েছে। অ্যাক্রিডিটেশন কমিটিতে নিউজ এজেন্সির ১ জন প্রতিনিধি, মাস মিডিয়া এবং মাস কমিউনিকেশনের ১ জন প্রতিনিধি, স্থানীয় ইলেকট্রনিক অথবা ওয়েব মিডিয়ার ১ জন এডিটর, ক্যামেরাম্যান কাম করেসপণ্ডেন্ট হিসাবে ১ জন প্রতিনিধিকে নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী। তিনি জানান, প্রিন্ট মিডিয়ার বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সাংবাদিক এবং চিত্র সাংবাদিকদের অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড প্রদানের সংখ্যাও আগের চেয়ে বৃদ্ধি করা হয়েছে। তাছাড়া স্যাটেলাইট অথবা ক্যাবল নিউজ চ্যানেলের ক্ষেত্রে এ, বি, সি, ডি এই চারটি ক্যাটাগরিতেও অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড পাবার ক্ষেত্রে যোগ্যতা কি কি রয়েছে সে বিষয়েও শিক্ষামন্ত্রী উল্লেখ করেন। এক্ষেত্রে রিপোর্টার জনিয়র বিভাগে বয়স হতে হবে ২৫ থেকে ৪০। জার্নালিজমে ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা / দ্বাদশ উত্তীর্ণ এবং ৫ বছর বা তার বেশি সময়ের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। রিপোর্টার সিনিয়র বিভাগে শিক্ষাগত যোগ্যতা জনিয়র বিভাগের মতোই কিন্তু অভি'তা ১৫ বছর বা তারও বেশি থাকতে হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, রাজ্যের ১০,৩২৩ জন চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের জন্য লকডাউনজনিত পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার থেকে ৩৫,০০০ টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিলো। এরমধ্যে বুনিয়াদি দপ্তরের ৪,৫৪৬ জন শিক্ষককে ৩৫,০০০ টাকা করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। সেকেণ্ডারি এডুকেশনের ৫,১৪৩ জনের মধ্যে ৩১০ জন বাদে অন্যান্যদের অ্যাকাউন্টে ৩৫,০০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। ৩১০ জনের অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হলে তাদেরকেও ৩৫,০০০ টাকা করে দেওয়া হবে।

# মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন।।** রাজ্য সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পুরস্ক'ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আজ রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে সচিবালয়ে আহুত সাংবাদিক সম্মেলনে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির একাধিক ক্ষেত্রে সমাজে তাদের অসামান্য অবদান রয়েছে। সম্পতি থাঙ্গা ডার্লং এবং বেনী চন্দ্র জমাতিয়াকে ভারত সরকার পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করেছে। সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ভারতের অনেক রাজ্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য পুরস্কার এবং সম্মান প্রদান করে। এ বিষয়ে তিনি মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ, কর্ণাটক এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিভিন্ন পুরস্কার প্রদানের কথা উল্লেখ করেন। রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে পূর্ণ রাজ্য দিবসে প্রতিবছর রাজ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য পুরস্কার প্রদান করা হবে। মোট ৫টি পুরস্কারের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। সাহিত্য, শিল্প, ক্রীড়া, বি'ান, সামাজিক কাজ, সাংবাদিকতা, সাধারণ প্রশাসন, স্বাস্থ্য পরিষেবা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য দেওয়া হবে ত্রিপুরা বিভূষণ সম্মান। পুরস্কার স্বরূপ ৫ লক্ষ টাকা ও মারক প্রদান করা হবে। একই ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য ত্রিপুরা ভূষণ সম্মান দেওয়া হবে। পুরস্কার স্বরূপ এই ক্ষেত্রে ২ লক্ষ টাকা সহ মারক প্রদান করা হবে। এস ডি বর্মন মেমোরিয়াল সম্মান দেওয়া হবে সঙ্গীত, শিল্প, সংস্ক'তি ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের জন্য। এক্ষেত্রে পুরস্কার স্বরূপ নগদ ১ লক্ষ টাকার অর্থরাশি ও মারক দেওয়া হবে। মহারাণী কা'নপ্রভা দেবী মেমোরিয়াল সম্মান দেওয়া হবে মহিলা ক্ষমতায়ন, মহিলা ও শিশুর যত্ন, মহিলাদের মধ্যে স্বাক্ষরতা অভিযানে অসামান্য অবদানের জন্য। পুরস্কার স্বরূপ ১ লক্ষ টাকা ও মারক দেওয়া হবে। এছাড়া, বি'ান ও পরিবেশ সংক্রান্ত কর্মসূচি এবং নতুন উদ্ভাবনী কাজে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য পুরস্ক'ত করা হবে। এই ক্ষেত্রে পুরস্কার স্বরুপ ১ লক্ষ টাকা ও মারক দেওয়া হবে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, পুরস্কারের জন্য ব্যক্তিদের মনোনীত করতে রাজ্য সরকার একটি কমিটি গঠন করবে।

## করোনা ঃ সরকারী প্যাকেজের সঠিক বাস্তবায়ন হচ্ছে না রাজ্যে, অভিযোগ প্রদেশ কংগ্রেসের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন।।** করোনা নিয়ে রাজনীতি করছে রাজ্য সরকার। সরকারী ঘোষণার পরেও আর্থিক প্যাকেজ থেকে বঞ্চিত রাজ্যের গরীব মানুষ। সেই সাথে পরিযায়ী শ্রমিকরাও। এই অভিযোগ করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পিযুষ কান্তি বিশ্বাস। মঙ্গলবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীবিশ্বাস অভিযোগ করেছেন, রাজ্য সরকারের কথার সঙ্গে কাজের কোন মিল নেই। তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, অবিলম্বে প্যাকেজের সুযোগ সুবিধা যদি সাধারণ মানুষের কাছে না পৌছে তাহালে প্রদেশ কংগ্রেস রাস্তায় নামতে বাধ্য হবে। সাংবাদিকসম্মেলনে প্রাক্তন বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা অভিযোগ করেছেন, রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যেসব কোয়ারেন্টাইন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে সেখানে বহিঃরাজ্য থেকে আগত ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ নাগরিকদের খাদ্য সামগ্রীও ঠিকঠাক দেওয়া হচ্ছে না। তাছাড়া পরিযায়ী শ্রমিকদের আর্থিক অনুদানের সঠিক বাস্তবায়ন হয়নি। অনেক শ্রমিককে টাকা দেওয়া হয়নি। অবিলম্বে এইসব বন্ধ করে করোনা পরিস্থিতিতে সরকারী সুযোগ সুবিধা সবাইকে দেওয়ার দাবী জানিয়েছে কংগ্রেস।

## এসএফআই ও ডিওয়াইএফআই'র উদ্যোগে ত্রাণ বিতরণ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২ জুন।।** কোভিড ১৯ সংকট জনিত সংকটকালীন সময়ে নিরন্তর মানুষ হিসাবে মানুষের পাশে মঙ্গলবারও এ বার্তা দিল বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠন এসএফআই ও ডিওয়াইএফ। পঞ্চম লকডাউনেও ত্রান সামগ্রী নিয়ে ঠেলা চালক , রিক্সা চালক , লোডিং আনলোডিং লেবার, পত্রিকার হকার, গৃহ পরিচারিকাদের পাশে দাঁড়ালো বাম ছাত্র যুবরা।

মঙ্গলবার সকালে জগন্নাথ বাড়ির সামনে অভিনব কায়দায় অস্থায়ী সবজি বাজার থেকে সবজি নেওয়ার জন্য সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়িয়ে থাকে নিদিষ্ট গোল গোল দাগ দেওয়া চিহ্নিত স্থানে। বামপন্থী ছাত্রযুবরা যখন বাজারের মত নানারকমের সবজি নিয়ে সাজিয়ে অস্থায়ী বাজার তৈরি করলো পথচারীরা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল জগন্নাথ বাড়ির সামনে। অস্থায়ী বাজারে কিনা ছিল আলু, পেঁয়াজ, কুমোর , কাঁচালঙ্কা

ছয়ের পাতায় দেখুন

## সোনামুড়ার বিভিন্ন গ্রাম তছনছ ঝড়ে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন।।** একদিকে করোনা ভাইরাসের তাণ্ডবে মানুষ যখন দিশেহারা ঠিক সেই সময়ে কালবৈশাখীর তাণ্ডবে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার উপক্রম। মঙ্গলবার ভোরে সিপাহী জলা জেলার সোনামুড়া মহাকুমার মোহনভোগ ব্লক এলাকার তেলকাজলা গ্রামে এবং সদর উত্তরের সিধাই এর পঞ্চবটি এলাকায় আছড়ে পড়ে কালবৈশাখীর ঝড়। তাতে দুটি এলাকাতেই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। প্রশাসনের কর্মকর্তারা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। সংবাদ সূত্রে জানা যায় মঙ্গলবার ভোর রাতে সোনামুড়া মহাকুমার মোহনভোগ ব্লক এলাকার তেলকাজলা গ্রামের উপর দিয়ে কালবৈশাখী ঝড় বয়ে যায়। মুহূর্তে বহু এলাকার ঘরবাড়ি ভূপাতিত হয়। গাছপালা ভেঙে পড়ে এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে বিস্তীর্ণ এলাকার বিদ্যুৎ পরিষেবা। ঝড়ের তাণ্ডবে ভেঙ্গে পড়েছে ২১টি ঘরবাড়ি। শুরু হয় এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের আর্তনাদ। ঝড়ের তাণ্ডবে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির খবর পেয়ে তেলকাজলা গ্রামে ছুটে যান পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য শ্রীবাস ভৌমিক সহ প্রশাসনের কর্মকর্তারা। তারা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে কথা বলেন।

পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সহ প্রশাসনের কর্মকর্তারা এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সঙ্গে কথা বলে ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেন। ক্ষতিগ্রস্ত প্রত্যেক পরিবারকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সাহায্য করা হবে বলে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য আশ্বস্ত করেছেন। কালবৈশাখীর তাণ্ডবে যে ২১ টি পরিবার সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেইসব পরিবারকে দ্রুত আর্থিক সাহায্য প্রদানের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে আপৎকালীন আর্থিক সাহায্য প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং বিস্তারিত ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের পর প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হবে বলে ও প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। এদিকে সিমলার পঞ্চবটি এলাকার উপর দিয়েও মঙ্গলবার ভোরে কালবৈশাখীর ঝড় তাণ্ডব চালিয়েছে। এলাকার একাধিক রাবার বাগান ঝড়ের তাণ্ডবে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

## বাইক ও জীপের সংঘর্ষে আহত যুবক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২ জুন।।** বাইক ও কমান্ডার গাড়ির সংঘর্ষে আহত এক। ঘটনা মঙ্গলবার দুপুরে বিলোনীয়া ওরিয়েন্টাল ক্লাব সংলগ্ন দক্ষিন জেলা ছঞ্চ কোয়াটারের সামনে। আহত বাইক চালকের নাম দীলিপ নন্দী। বাড়ী ঈশানচন্দ্র নগর। আহত বাইক চালক বর্তমানে আগরতলা জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ঘটনার বিবরনে জানা যায় দিলীপ নন্দী টিআর ০৮ এ- দ্বস৯৬৮ এই নম্বরের বাইক নিয়ে বনকর থেকে শহরের দিকে আসছিল, অন্যদিকে পশ্চিম পাহাড় থেকে টিআর ০১-২১৭৭ এই নম্বরের কমান্ডার গাড়িও শহরের দিকে আসছিল। ওরিয়েন্টাল ক্লাব সংলগ্ন পুলিশ

ছয়ের পাতায় দেখুন

## ধর্মনগরে দুর্ঘটনায় এক যুবকের মৃত্যু

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন।।** উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের বটরসি এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় এক যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। মৃত যুবকের নাম রিংকু দেবনাথ। জানা যায়, ঐ যুবক স্কুটি নিয়ে দ্রুত বেগে যাচ্ছিল। হঠাৎতই রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি লরির সঙ্গে ধাক্কা লাগে স্কুটির। তাতে স্কুটি নিয়ে ছিটকে পড়ে চালক। আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে। ততক্ষণে সে আর বেঁচে নেই। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ঘোষণা করেন। তার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। চালকের দ্রুত গামীতা ও অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। ধর্মনগর থানার পুলিশ এব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করেছে। ঘটনাস্থলে থেকে স্কুটিটি উদ্ধার করেছে পুলিশ।

## শ্রীশ্রী লোকনাথ ঠাকুরের তিরোধান দিবস পালিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন।।** মঙ্গলবার রাজ্যেও ধর্মীয় ভাব গম্ভীর পরিবেশে শ্রী শ্রী বাবা লোকনাথ ঠাকুরের ১৩০তম তিরোধান দিবস পালিত হয়। এ উপলক্ষ্যে লক্ষীনারায়ণ বাড়ি রোডস্থিত লোকনাথ মন্দির সহ অন্যান্য মন্দিরেও বাবা লোকনাথ ঠাকুরের তিরোধান দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজার্চনার আয়োজন করা হয়। লকডাউনের নিয়মকানুন মেনেই ভক্তরা মন্দিরে আসেন। সে ক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার চিত্র ছিল লক্ষ্যনীয়। তিরোধান দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজার্চ্চনা ও যজ্ঞের আয়োজন করা হলেও ভক্তদের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়নি। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সরকারি বিধি নিষেধ আরোপ তাকার কারণেই এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

## বিশালগড়ে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন।।** বিশালগড় থানা এলাকার অরবিন্দ নগরে এক ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। সেখানকার একটি জলাসয় থেকে পচাগলা মৃতদেহটি উদ্ধার হয়েছে। স্থানীয় মানুষ ভাসমান মৃতদেহটি দেখতে পেয়ে বিশালগড় থানার পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য বিশালগড় হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে পুলিস।

মৃতদেহটি সনাক্ত করা যায়নি। অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এটি অস্বাভাবিক মৃত্যু না কোন হত্যাকান্ড তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

## ১৭ দফা দাবীতে মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন আমরা বাঙালীর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন।।** ১৭ দফা দাবিতে মঙ্গলবার সদর এসডিএম অফিসে ডেপুটেশান ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে আমরা বাঙালি দল। দলের রাজ্য সম্পাদকের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল এদিন সদর এসডিএম অফিসে গিয়ে ১৭ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি ও ডেপুটেশান প্রদান করেন। দাবি গুলির মদ্যে উল্লেখযোগ্য

ছয়ের পাতায় দেখুন

# লামডিং-বদরপুর পাহাড় লাইনে ধস অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ট্রেন চলাচল

হাফলং (অসম), ২ জুন (হি.স.) : ধস নেমে পুনরায় অনির্দিষ্টকালের জন্য লামডিং-বদরপুর পাহাড় লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে পড়েছে। অতিবৃষ্টির দরুন সোমবার রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ লামডিং-বদরপুর ব্রডগেজ রেলপথের মুপা এবং মাইবাঙের মধ্যবর্তী স্থানে ভীষণ ধস নামে। এতে সোমবার রাত থেকেই পাহাড় লাইনে সব ধরনের ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে।

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের জনসংযোগ আধিকারিক নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, গত কয়েকদিনের লাগাতার ভারী বৃষ্টিপাতের দরুন মুপা ও মাইবাঙের মধ্যবর্তী স্থানে পাহাড় থেকে নেমে আসা জলের স্রোতে রেলওয়ে ট্র্যাকের নীচের মাটি সম্পূর্ণ ধুয়ে নিয়ে গেছে। প্রায় ৫০০ মিটার এলাকা জুড়ে রেলওয়ে ট্র্যাক সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে পাহাড়ি জলের স্রোত।

এদিকে ধস পতনের পর রাতেই লামডিং ও হাফলং থেকে রেলকর্মীরা ধস বিধ্বস্ত এলাকায় উপস্থিত হয়ে রেলপথ মেরামতির কাজে হাত দিয়েছেন। মঙ্গলবার মালিগাঁও থেকে একটি এলজি স্পেশাল ট্রেনে রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ধস বিধ্বস্ত এলাকায় উপস্থিত হয়েছেন। নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, আগরতলা থেকে দিল্লিগামী রাজধানী এক্সপ্রেসের যাত্রা বাতিল করে ট্রেনটিকে বদরপুর থেকে আগরতলার উদ্দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাছাড়া মিজোরামের ভৈরবী থেকে ঝাড়খণ্ডের হাতিয়াগামী শ্রমিক স্পেশাল ট্রেনটিরও যাত্রা বাতিল করে বদরপুর থেকে ফের ভৈরবীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

অন্যদিকে আগরতলা থেকে জিরিবামের উদ্দেশে আগত দুটি শ্রমিক স্পেশাল ট্রেনকে যথাক্রমে গুয়াহাটি ও লামডিং স্টেশনে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের সিনিয়র জনসংযোগ আধিকারিক নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য।

এদিকে প্রায় ৬৫ দিনের মধ্যে সোমবার পাহাড় লাইনে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছিল। এর মধ্যেই পুনরায় ধস নেমে অনির্দিষ্টকালের জন্য ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে পড়েছে। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের আধিকারিকটি জানান, ধস বিধ্বস্ত এলাকাকে সারিয়ে মাটি ভরাট করে পুনরায় নতুন করে ট্র্যাক বসিয়ে ট্রেন চলাচল শুরু করতে তিন চার দিন সময় লেগে যেতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তবে মুপা ও মাইবাঙের মধ্যবর্তী ধস বিধ্বস্ত এলাকায় রেল কর্মীরা যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে মেরামতির কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

# দেশের উন্নয়ন পাঁচটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে : উপমুখ্যমন্ত্রী



**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন।।** বর্তমান সময়ে সমগ্র বিশ্ব কোভিড-১৯ এবং অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন। জনসংখ্যার বিশালতার কারণে ভারতবর্ষও আজ কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। এই সমস্যা থেকে উত্তরণে সরকার, জনগণ ও সংবাদমাধ্যমকে একযোগে কাজ করতে হবে। আজ মঙ্গলবার সরকারি বাসভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা বলেন ত্রিপুরার উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা। তাঁর দাবি, দেশের উন্নয়ন পাঁচটি স্তম্ভের উপর নির্ভর করছে। অর্থনীতি, পরিকাঠামো, পদ্ধতি, জনবিন্যাস এবং চাহিদা ও সরবরাহের উপর উন্নয়নের ভিত দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এদিন তিনি বলেন, দেশের বিরাট অংশের মানুষ কৃষি ও দৈনিক কাজের সাথে যুক্ত। কোভিড-১৯-এর জন্য উদ্ভূত পরিস্থিতির ফলে কাজ ও খাদ্যের যোগানের যাতে অভাব না হয় সেদিকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বিশেষ লক্ষ্য রাখছে। বর্তমান পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় সরকার ২০ লক্ষ কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করেছে।

তাঁর কথায়, নগদ অর্থ প্রদান কোনও সমস্যার স্থায়ী সমাধান হতে পারে না। তাই একে ত্রাণ প্যাকেজ হিসেবে দেখা উচিত হবে না। তিনি বলেন, সরকার এই আর্থিক প্যাকেজের মাধ্যমে দেশের সার্বিক পরিকাঠামোগত উন্নয়নে সচেষ্ট হয়েছে। দেশের এমএসএমই-এর বিকাশে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে রাজ্যেও ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য অর্থ দফতরে হেল্প ডেস্ক খোলা হবে। তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে সক্ষম হয়েছেন। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ জনধন অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবাকে সাধারণ মানুষের নাগালে নিয়ে আসা।

উপমুখ্যমন্ত্রীর মতে, এই সময়ে দেশের উন্নতিতে প্রয়োজন সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির। এখানে স্লোগানের কোনও স্থান নেই। কোভিড-১৯-এর এই কঠিন ও দীর্ঘ চ্যালেঞ্জ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মহামন্ত্র 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস'-এর মাধ্যমে কাটিয়ে ওঠা যাবে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, এই কঠিন সময়ে সমস্ত রাষ্ট্র এক হয়ে সমস্যার সমাধান করতে পারবে।

উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোভিড-১৯ মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রত্যেকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন। এর মাধ্যমেই বোঝা যায়, বর্তমানে দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শক্তিশালী রয়েছে। ত্রিপুরায় কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, উদ্বেগের কিছু নেই। কোভিড-১৯-এর মোকাবিলায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। রাজ্যের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালু রাখতেও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাঁর আবেদন, বাড়িতে একান্তবাস দৃঢ়ভাবে পালন করতে হবে। বাড়ির বাইরে বেরোলেই মুখে মাস্ক পড়তে হবে। সামাজিক দূরত্বও বজায় রাখতে হবে।

## গবাদী পশু চুরির সাথে জড়িত একজনকে পিটিয়ে মারল জনতা, আটক আরও তিন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২ জুন।।** পার্শবর্তী রাজ্য অসমের করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দির বৈঠাখাল বাগান থেকে গরু চুরি কান্ডের একদিনের মাথায় ৪ দাগি চোরকে হাতে নাতে পাঁকড়াও করতে সক্ষম হলেন পুতনি বাগানের ভিডিপি কর্মি সহ স্থানীয় জনতা। এদের দুজনের ঘর ভারতে হলেও অন্য দুজনের ঘর বাংলাদেশে। তবে গণ পিটুনিতে এদের একজনের মৃত্যু হবার খবর পাওয়া গেছে। জানা গেছে গতকাল রাতে উক্ত চোরের দলটি পুতনির চাম্পাবাড়ি এলাকায় প্রবেশ করে এক কৃষকের ঘর থেকে গরু চুরি করতে গেলে টের পেয়ে যান গরুর মালিক। পরে তিনি বিষয়টি মোবাইলযোগে বাগানের অন্যান্যদের জানিয়ে দিলে সবাই মিলে চোরদের ঘেরাও করে আটক করতে সক্ষম হন।

তখন রাতের অন্ধকারে গণ প্রহারে এক চোরের বেঘোরে প্রাণহানি ঘটলেও বাকিদের আজ পাথারকান্দি পুলিশের হাতে সমঝে দেন স্থানীয়রা। মৃত চোরের নাম রঞ্জিত মুন্ডা(৩০)। বাড়ি বাংলাদেশের মৌলভিবাজারের সোনারোপা বাগানে। অন্যদের মধ্যে রয়েছে প্রদীপ তাঁতী(৪০)উমাশংকর কৈবর্ত(৩৫)ও মলেন মুন্ডা(৩২)। মলেনের বাড়ি বাংলাদেশের মৌলভিবাজারে ছিলুয়া বাগানে। বর্তমানে তাদেরকে থানায় আটকে রেখে জোর জিঙ্গাসা চালাচ্ছে অসম পুলিশ। খবর পেয়ে ঘটনার তদন্তে পাথারকান্দিতে ছুটে এসেছেন করিমগঞ্জ ডিএসপি সুধন্য শুক্লবৈদ্য সহ বোর্ডার এসপি প্রশান্ত ভূঁইয়া। তারা মৃতদের উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য করিমগঞ্জে প্রেরনের পাশাপাশি আটক চোরদের সম্পর্কে বিস্তর তথ্য জানতে টানা জেরা সহ গণপিটুনিতে এক চোরের মৃত্যু জনিত কারনের রহস্য জানতে গোটা এলাকা চষে বেড়ানোর খবর পাওয়া গেছে।

অপরদিকে অসম পুলিশের জেরায় ধৃত ৩ চোর তাদের অপকর্মের কথা স্বীকার করেছে। এবং ওই রাতে চুরি কাণ্ডে বাংলাদেশ ও ভারতের মোট ৭ জনের একটি চোরের দল ছিল বলেও তারা দাবি করেছে। স্থানীয়রা তাদের মধ্যে থেকে ৪ জনকে আটক করেছে কিন্তু বাকি ৩ চোর পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। আর জনতার গণপিটুনিতে রঞ্জিত মুন্ডা নামের এক চোরের মৃত্যু হয়েছে বলে ধৃত চোরের দল স্বীকার করেছে। পালিয়ে যাওয়া ৩ দাগি চোরকে জালে তুলতে ইতিমধ্যে অসম পুলিশ মাঠে নেমে পড়েছে।

## ত্রিপুরা থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় ট্রেন থেকে ঝাপ দিয়ে আহত যুবক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২ জুন।।** ট্রেনে চেঁপে উত্তর জেলার ধর্মনগর থেকে পালিয়ে গিয়ে পাশ্ববর্তী রাজ্য অসমের পাথারকান্দির কলকলিঘাটে মরণঝাঁপ যুবকের। লকডাউনকে উপেক্ষা করে গোপনে ট্রেনে চেঁপে ধর্মনগর থেকে পালিয়ে গিয়ে পাথারকান্দির কলকলিঘাটে নামতে গিয়ে চলন্ত ট্রেন থেকে মরন ঝাঁপ দিয়ে গুরুতর আহত হয় এক যুবক। আহত যুবকের নাম মুন্না দেব(২৭)।

বাড়ি অসমের করিমগঞ্জ জেলার কলকলিঘাটে। বিষয়টি নিয়ে গোটা পাথারকান্দি এলাকা জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। পরে স্থানীয় এলাকাবাসী ও কলকললিঘাট বোর্ডার পুলিশের ইনচার্জ শুশিল সিনহার সহযোগিতায় আহত যুবককে ১০৮ এ্যম্বুলেন্স ডেকে পাথারকান্দি স্বাস্থ্য বিভাগের কাছে সমঝে দেওয়া হয়। প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে গত দীর্ঘদিন থেকে উত্তর জেলার ধর্মনগরের একটি সার্কাস দলের সঙ্গে কাজ করত পাথারকান্দির কলকলিঘাটের এই যুবকটি। করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে দেশে চলতি লকডাউনে মেলা বন্ধ হয়ে পড়ায় দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ে সার্কাসের প্রতিজন কর্মীদের কপালে। পরে নিরঃপায় হয়ে আজ যুবকটি ধর্মনগর স্টেশন থেকে গোপনে

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।